খণ্ড ৬, সংখ্যা ২৩

জুন ১-১৫, ২০২৬

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

Follow Us @NISPIBIndia

উন্নয়নের রূপরেখা দেশের কর্মোদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের ১২ বছরের কার্যকালে সেবা, সুশাসন এবং বিকাশের ক্ষেত্রে একের পর এক নতুন মাইলফলক তৈরি হয়েছে৷ দেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে এবং সাক্ষী থেকেছে ডিজিটাল বিপ্লব ও পরিকাঠামো প্রসারের৷ বিশ্বের আঙিনায় ভারতের নতুন পরিচিতি তৈরি হয়েছে...

For e-copy

বিশ্ব পরিবেশ দিবস – জুন ৫

প্রকৃতি ও প্রগতি দুটিই ভারতের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ

ভারতের হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক পরম্পরায় প্রগতি এবং প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সহাবস্থান রয়েছে আমাদের পূর্বসূরীদের আদর্শ ছিল: পৃথ্বীঃ পূঃ চ উর্বী ভব।— অর্থাৎ, সমগ্র পৃথিবী এবং সমগ্র পরিমণ্ডল আমাদের সহায়ক হয়ে উঠুক এবং আমাদের স্বপ্নের দরজা খুলে দিক। সারা বিশ্বে এখন জলবায়ু পরিবর্তন রোধে একের পর এক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভারত আশার আলো দেখাচ্ছে। দেশ এবং তার নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণের কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। এরফলে, পরবর্তী প্রজন্মের হাতে আমরা এক সুন্দর পৃথিবী দিয়ে যেতে পারব।

“

বিকাশ ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য আমাদের প্রাচীন পরম্পরার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই ঐতিহ্য ‘আত্মনির্ভর ভারত’ – এর ভিত্তি গড়ে দিচ্ছে। আমাদের প্রাচীন লিপিতে প্রাণী ও প্রকৃতি, ব্যক্তি ও সমষ্টি এবং আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনের বার্তা রয়েছে। আমরা নিজেদের জন্য যাই করি, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে পরিবেশে। সেজন্যই ভারত নিজের সম্পদের দক্ষ ব্যবহারে উদ্যোগ আরও জোরদার করেছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৬, সংখ্যা ২৩ | জুন ১-১৫, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধারি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুলচাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্ত
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভেতরের পাতায় ...

প্রতিজ্ঞা পূরণের যাত্রার ১২ বছর

বিকশিত ভারতের অভিমুখে যাত্রায় নতুন এক অধ্যায়

জাতীয় প্রতিজ্ঞা পূরণের যাত্রায় ২০১৪ থেকে ২০১৬ সময়কালটি এক নতুন অধ্যায়। এই সময় বড় ধরনের রূপান্তর হয়েছে এবং দেশের প্রতিটি নাগরিক তা অনুভব করছেন। ... |৮-৬৮

সোমনাথ মন্দির পুনর্গঠনের ৭৫ বছর

ভারতের অবিচল মনোভাবের উদযাপন সোমনাথ অমৃত মহোৎসব

গুজরাট সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভাদোদরায় সর্দারধাম হস্টেলের উদ্বোধন করলেন... |৭২-৭৪

ব্যক্তিত্ব : দামোদর মেনন
স্বাধীনতার লড়াইয়ে কলমের শক্তিকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করেছিলেন যে সাংবাদিক |৪

খরিফ শস্যের এমএসপি, দুটি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পে অনুমোদন
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে |৫-৭

বেঙ্গালুরুতে আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার প্রসার
প্রধানমন্ত্রী মোদী আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশন ডে উদযাপনে যোগ দিলেন |৬৯

আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করছে ভারত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদে ১০ মে মোট ৯,৪০০ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন |৭০-৭১

প্রকাশক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, আরএনআই নং: DELENG/2020/78811

সম্পাদকের ডেস্ক থেকে...

সর্বাত্মক – অন্তর্ভুক্তিমূলক – সর্বব্যাপী

জনসেবা, জনবিশ্বাস এবং জনকল্যাণের ১২ বছর

শুভেচ্ছা!

২০১৪ সালের ২৬ মে'র সন্ধ্যা ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ঐদিন রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার শপথ নেন নরেন্দ্র মোদী। ধারাবাহিকভাবে তৃতীয়বার তিনি ঐ পদে শপথ নিয়েছেন ২০২৪ সালের ৯ জুন। তাঁর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ১২ বছর পূর্ণ করতে পেরেছেন। এটি কেবলমাত্র রাজনৈতিক এক যাত্রা নয়, 'নতুন ভারত' গড়ে তুলতে সর্বাত্মক এক অভিযান। এই সময়ে সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে থেকেছেন নাগরিকরা। দরিদ্র মানুষ, যুবগোষ্ঠী, কৃষক গোষ্ঠী এবং মহিলারা উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। কোনও প্রকল্প যাতে ঘোষণাতেই থেমে না থাকে এবং তার সুফল যাতে প্রতিটি মানুষ পেতে পারেন, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সরকার। এই দায়বদ্ধতার বড় উদাহরণ হ'ল – 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা'।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক এই পর্বটি ঐতিহাসিক। ভারতের যোগা বিশ্বস্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মাধ্যমে। এই বিষয়টি গ্রহণ করেছে সারা বিশ্ব।

জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকার একের পর এক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্মসংস্থান ও উদ্যোগের ক্ষেত্রেও নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তুলেছে ভারত। এদেশের তরুণ-তরুণীরা এখন আর কেবলমাত্র কর্মপ্রার্থী নন, তাঁর হয়ে উঠছেন কর্মদাতা। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে ভারতে। মোবাইল ফোন তৈরির ক্ষেত্রে ভারত এখন বিশ্বে দ্বিতীয়। 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' প্রশাসনিক স্বচ্ছতা জোরদার করেছে। বর্তমানে ভারত তাৎক্ষণিক ডিজিটাল লেনদেনে দ্রুতির ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথম। বড় অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারত দ্রুততম বিকাশশীল। বিভিন্ন দেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাদের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান প্রদান করেছেন, যার থেকে বিশ্বের আঙিনায় ভারতের গুরুত্ব কতটা বেড়েছে, তা বোঝা যায়।

বিগত ১২ বছরে সরকার শুধুমাত্র আগের খমতিগুলিই দূর করেনি, বর্তমানের ভিত্তি আরও জোরদার করে 'বিকশির ভারত @২০৪৭' – এর অভিমুখে যাত্রা জোরদার করেছে। 'নাগরিক দেব ভবঃ' – এই আদর্শকে সামনে রেখে জনপরিষেবা, জনবিশ্বাস এবং জনকল্যাণের অভিমুখে উদ্যোগ আরও জোরদার করেছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের ১২ বছরের যাত্রা নিয়েই এই সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ।

ব্যক্তিত্ব বিভাগে রয়েছে দামোদর মেননের কথা – যিনি স্বাধীনতার লড়াইয়ে কলমের শক্তি তুলে ধরেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিও জায়গা পেয়েছে এই সংখ্যায়।

এছাড়াও, দ্বিতীয় প্রচ্ছদে বিশ্ব পরিবেশ দিবস নিয়ে লেখা রয়েছে। চতুর্থ প্রচ্ছদে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন আবেদন তুলে ধরা হয়েছে।

আপনাদের পরামর্শ ও মতামত পাঠাতে থাকুন

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং আরও ১১টি ভাষায় এই পত্রিকা পড়ুন/ডাউনলোড করুন।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/

মেল বক্স

দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের ১৬-৩০ এপ্রিল, ২০২৬ সংখ্যায় ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আবেদন’ পড়ে উদ্দীপিত হয়েছি। স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, নাগরিকদের উন্নয়ন – সব বিষয়েই লক্ষ্য রেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শও দিচ্ছেন। এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদকীয় বিভাগে ভারতে লাল সন্ত্রাস নির্মূল করতে মোদী সরকারের সাফল্যের কথা পড়লাম। স্বাধীনতার পর, নকশালবাদী তৎপরতা আদিবাসী অঞ্চলে উন্নয়নের গতি স্তব্ধ করে রেখেছিল। সম্পদ ও প্রাণহানির সংখ্যাও বিপুল সংখ্যায় পৌঁছেছে। মোদী সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তৎপর হয়ে ভারতকে নকশালবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছে। এইসব কারণেই এই সরকারের উপর সাধারণ মানুষ এতটা আস্থা রাখছেন।

birkhakd@gmail.com

বিভিন্ন আর্থিক নীতি নিয়ে তথ্যপূর্ণ লেখা থাকে

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার – এর প্রশংসা করেই এই চিঠি। আমি পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এই পত্রিকায় দেশের উন্নতি, সরকারি প্রকল্প এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে যেসব লেখা থাকে, তা তথ্যপূর্ণ ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পেশাদারদের এইভাবে প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে অবহিত রাখার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

ধর্মেশ বেলাডিয়া
dbeladiya32@gmail.com

মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মূল্যবান উৎস

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার – এর মাধ্যমে যেভাবে কাজ করে চলেছেন, তার জন্য আপনাকে এবং আপনাদের সহকর্মীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই অসাধারণ পত্রিকাটি তামিল সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়। সেজন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সরকারের উদ্যোগ, সাফল্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে সহজে জানতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি এবং সরকারের নানা উদ্যোগ সম্পর্কে একটি মঞ্চেই অনেক কিছু জানা যায়। নিষ্ঠার সঙ্গে আপনারা যেভাবে কাজ করে চলেছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আপনার এবং আপনার দলের সকলের আরও সাফল্য কামনা করি।

এস রাজেশখান্না
kisanmorcha.gs@gmail.com

সরকারের কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্যাদির গুরুত্বপূর্ণ উৎস

নিয়মিত নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটি পড়ে থাকি। সরকারের বিভিন্ন নীতি ও উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারি। সেইসব তথ্য ভাগ করে নিই অন্য সকলের সঙ্গে।

পারুল শর্মা
ps308616@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার অসাধারণ একটি পত্রিকা

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার একটি অসাধারণ পত্রিকা আমরা বিকশিত ভারত গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছি। এই বিষয়টি প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কাছে গর্বের।

ওম লতা আখৌরি
omlata.akhouri@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নং ১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩

ই-মেল: response-nis@pib.gov.in

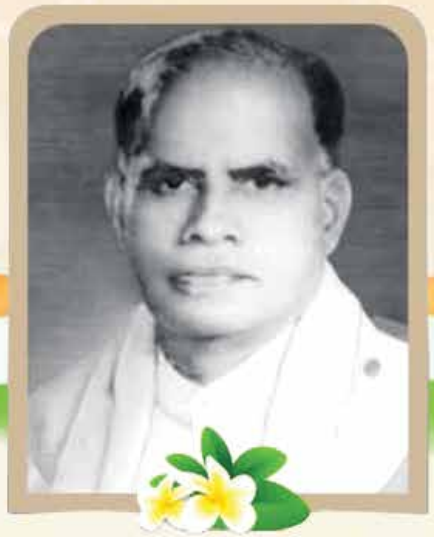

সেই সাহসী সাংবাদিক যিনি স্বাধীনতার লড়াইয়ে

কলমের শক্তিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন

জন্ম : জুন ১০, ১৯০৬।মৃত্যু : নভেম্বর ১, ১৯৮০

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন কেএ দামোদর মেনন। তিনি ছিলেন একাধারে সাংবাদিক ও সমাজকর্মী। মাতৃভূমি সংবাদপত্রটির সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত থাকার সময় তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছেন। সাহসিকতা, নিরপেক্ষতা এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধতা ছিল তাঁর কাজের মূল মন্ত্র। তাঁর কলম হয়ে ওঠে স্বাধীনতার লড়াইয়ে এক অমোঘ শক্তি। স্বাধীনতার পর তিনি সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এই সাংবাদিক।

ব্রিটিশদের যাবতীয় বর্বরতার সামনেও তিনি ছিলেন নির্ভিক ও নিরপেক্ষ। তাঁর জন্ম ১৯০৬-এর ১০ জুন কেরালার কারুমাল্লুর-এ। সত্যনিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা এবং সেবাপরায়ণতা ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। পড়াশোনা তিরুবনন্তপুরমের মহারাজাস কলেজ এবং মায়নমারের রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ত্রিবান্দ্রমের প্রতিষ্ঠান থেকে লাভ করেন আইনি ডিগ্রি। পড়াশোনার অধ্যায়ের পর সমাজসেবা এবং সাংবাদিকতায় নিজেকে সোঁপে দেন মহাত্মা গান্ধীর এই অনুসারী। যোগ দেন স্বাধীনতা সংগ্রামে।

তিনি লবন সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভোগ করেছেন কারাদণ্ড। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। এর জেরেই

ব্রিটিশরা ফের তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৪২-১৯৪৫ সময়কালে ছিলেন কারাগারে।

মালয়ালম দৈনিক 'মাতৃভূমি'র সম্পাদক হিসেবে তিনি জনসচেতনতার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নেন। ওই সংবাদপত্রে কাজ করেছেন ১৯৪৮ পর্যন্ত। তাঁর লেখায় ব্রিটিশদের অত্যাচারের কথা বার বার ফুটে উঠেছে। "সমদর্শী", "স্বতন্ত্র", "কাহলম" এবং "পাওয়ার শক্তি" সংবাদপত্রেরও সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন দামোদর মেনন। হয়েছেন সাংসদ এবং বিধায়ক। কেরালার মন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। মুক্ত অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল করেছেন বার বার। শুধুমাত্র ভিন্ন বর্ণের নয়, ভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যেও বিবাহের সমর্থক ছিলেন এই সাংবাদিক। প্রয়াত হন ১৯৮০-র ১ নভেম্বর। ২০২২-এর ১৮ মার্চ "মাতৃভূমি" সংবাদপত্রটির শতবর্ষ উদযাপনের উদ্বোধনী সমারোহে তাঁর কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ●

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

খরিফ শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য

এবং দুটি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পের অনুমোদন

সারাদেশে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাঁদের আয় বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৬ সালের খরিফ মরশুমের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, কৃষিকে আরও লাভজনক করে তোলা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এছাড়া, মন্ত্রিসভা ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশনের আওতায় দুটি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পসহ আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

সিদ্ধান্ত: ২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমের জন্য ১৪টি খরিফ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য অনুমোদন

প্রভাব: কৃষকরা যাতে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান, তা নিশ্চিত করতে সরকার ২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমের জন্য খরিফ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়েছে। গত বছরের তুলনায়, সূর্যমুখী বীজের জন্য এমএসপি-তে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি (ক্যুইন্টাল প্রতি ৬২২ টাকা) অনুমোদন করা হয়েছে, এরপরেই রয়েছে তুলা (ক্যুইন্টাল প্রতি ৫৫৭ টাকা), নাইজার বীজ (ক্যুইন্টাল প্রতি ৫১৫ টাকা) এবং তিল (ক্যুইন্টাল প্রতি ৫০০ টাকা)।

সিদ্ধান্ত: ইন্ডিয়ান সেমিকন্ডাক্টর মিশন-এর আওতায় আরও দুটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে

প্রভাব: অনুমোদিত দুটি প্রস্তাবের ফলে গুজরাটে প্রায় ৩,৯৩৬ কোটি টাকার মোট বিনিয়োগে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করা হবে; এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে দক্ষ পেশাজীবীদের জন্য ২,২৩০টি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- এই দুটি প্রস্তাব অনুমোদনের ফলে দেশের সেমিকন্ডাক্টর পরিমণ্ডলে গতির সঞ্চার হবে। মিশনের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের মোট সংখ্যা ১২-তে পৌঁছাবে, এতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা।
- এই প্রকল্পগুলি দেশের উদীয়মান বিশ্বমানের চিপ ডিজাইন সক্ষমতা অর্জনে পরিপূরক ভূমিকা পালন করবে। সরকার ৩১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ১০৪টি

স্টার্টআপকে ডিজাইন সংক্রান্ত পরিকাঠামোগত সহায়তা দিয়ে এই প্রকল্পে গতির সঞ্চার করেছে।

- ভারতের সেমিকন্ডাক্টর পরিমণ্ডলের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে, এবং দশটি অনুমোদিত প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

সিদ্ধান্ত: জরুরি ক্রেডিট লাইন গ্যারান্টি স্কিম (ECLGS) ৫.০-এর অনুমোদন

প্রভাব: এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা করা। এছাড়াও, এটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের কার্যক্রম টিকিয়ে রাখতে, কর্মসংস্থান রক্ষা করতে এবং সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- প্রস্তাবিত ঋণ নিশ্চয়তা প্রকল্পটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) এবং বিমান সংস্থা ক্ষেত্রকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী মূলধনের চাহিদা পূরণ করতে পারবে।
- সময়মতো অর্থের যোগান নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই প্রকল্পটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকিয়ে রাখতে এবং কর্মসংস্থান হ্রাস রোধ করতে সাহায্য করবে।
- এটি নিরবচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকেও উৎসাহিত করবে এবং ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলের সুস্থিতি বজায় রাখবে।

সিদ্ধান্ত: গুজরাটের ভাদিনারে জাহাজ মেরামত কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা

প্রভাব: ভাদিনার জাহাজ মেরামত কেন্দ্রটি ভারতের জাহাজ মেরামত পরিকাঠামোতে থাকা একটি গুরুতর ঘাটতি সরাসরি পূরণ করবে। দেশে বর্তমানে ২৩০ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের বড় জাহাজ মেরামত করার মতো পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা নেই। ৩০০ মিটার পর্যন্ত জাহাজ মেরামতের সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে, এই কেন্দ্রটি ভারতের অভ্যন্তরেই বড় জাহাজের মেরামত সম্ভব করে তুলবে। এর ফলে বিদেশী শিপইয়ার্ডের উপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার খরচও কমবে।

- প্রকল্পটি জাহাজ মেরামত, সরবরাহ ও আনুষঙ্গিক শিল্পখাত জুড়ে প্রায় ২৯০টি প্রত্যক্ষ এবং প্রায় ১,১০০টি পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং একটি বৃহত্তর সামুদ্রিক শিল্প পরিমণ্ডলকে গতিশীল করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত: সংসদে 'সুপ্রিম কোর্ট (বিচারকের সংখ্যা) সংশোধনী বিল, ২০২৬' উত্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে

সিদ্ধান্ত: মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা রাজ্য জুড়ে ১৯টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে তিনটি মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

প্রভাব: এর ফলে ভারতীয় রেলের বর্তমান নেটওয়ার্কের সঙ্গে প্রায় ৯০১ কিলোমিটার যুক্ত হবে।

- এই প্রকল্পগুলির মোট আনুমানিক ব্যয় ২৩,৪৩৭ কোটি টাকা এবং এগুলি ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা রয়েছে।
- প্রস্তাবিত মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পগুলো প্রায় ৪,১৬১টি গ্রামের সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে, যা সম্মিলিতভাবে প্রায় ৮৩ লক্ষ মানুষকে পরিষেবা দেবে।

এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে

প্রভাব: এর উদ্দেশ্য হল সুপ্রিম কোর্ট (বিচারকের সংখ্যা) আইন, ১৯৫৬ সংশোধন করা, যার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত বিচারকের সংখ্যা বর্তমান ৩৩ থেকে বাড়িয়ে ৩৭ করা।

- বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি সুপ্রিম কোর্টকে আরও দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম করবে, যার ফলে দ্রুততর বিচার নিশ্চিত হবে।
- বিচারপতি ও সহায়ক কর্মীদের বেতন এবং অন্যান্য পারিশ্রমিক বাবদ ব্যয় ভারতের সংযুক্ত তহবিল থেকে মেটানো হবে।

সিদ্ধান্ত: ২০২৬-২৭ চিনি উৎপাদন মরশুমের জন্য আখ চাষিদের ক্যুইন্টাল পিছু ৩৬৫ টাকা ন্যায্য ও লাভজনক মূল্য (এফআরপি) অনুমোদন করা হল

প্রভাব: আখ চাষিদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ৫ কোটি আখ চাষি এবং চিনি কল ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজে নিযুক্ত ৫ লক্ষ শ্রমিক উপকৃত হবেন।

সিদ্ধান্ত: উৎসের কাছাকাছি কয়লা/লিগনাইট গ্যাসীকরণ

সিদ্ধান্ত: নাগপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণে মন্ত্রিসভার অনুমোদন

প্রভাব: মাল্টি-মোডাল ইন্টারন্যাশনাল কার্গো হাব অ্যান্ড এয়ারপোর্ট অ্যাট নাগপুর (মিহান) প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক বিমান চলাচল কেন্দ্র হয়ে ওঠার পথে নাগপুর বিমানবন্দরের যাত্রায় এটি এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সরকারি তত্ত্বাবধানের সঙ্গে বেসরকারি ক্ষেত্রের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বিমানবন্দরটি ব্যাপক বিনিয়োগ, আধুনিকীকরণ এবং উন্নত যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ পরিষেবার জন্য প্রস্তুত।

- পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায়, এর চূড়ান্ত যাত্রী ধারণক্ষমতা বছরে ৩ কোটিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার ফলে এটি মধ্য ভারতের অন্যতম প্রধান বিমানবন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।
- এই রূপান্তর শুধু বিদর্ভ অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ সংযোগই উন্নত করবে না, এর অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকেও শক্তিশালী করবে। এর ফলে পণ্য ওঠানামার ক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন দেখতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন।

প্রকল্পের জন্য ৩৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের একটি উৎসাহ প্রদান প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হল।

প্রভাব: এই প্রকল্পটি ভারতের কয়লা/লিগনাইট গ্যাসীকরণ কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করতে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন টন কয়লা গ্যাসীকরণের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি বড় পদক্ষেপ।

- এছাড়াও, এটি জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), ইউরিয়া (২০% আমদানিকৃত), অ্যামোনিয়া (১০০% আমদানিকৃত) এবং মিথানল (৮০-৯০% আমদানিকৃত)-এর মতো প্রধান পণ্যগুলির উপর আমদানি নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে।

সিদ্ধান্ত: গুজরাটের আহমেদাবাদ জেলা জুড়ে একটি নতুন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে

প্রভাব: এর ফলে ভারতীয় রেলের বর্তমান নেটওয়ার্কের সঙ্গে প্রায় ১৩৪ কিলোমিটার যুক্ত হবে। এই প্রকল্পের মোট আনুমানিক ব্যয় ২০,৬৬৭ কোটি টাকা এবং এটি ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

- প্রকল্পের এই অংশটি আহমেদাবাদ, ধোলেরা এসআইআর, নির্মাণাধীন ধোলেরা বিমানবন্দর এবং লোথাল জাতীয় সামুদ্রিক ঐতিহ্য কমপ্লেক্সের মধ্যে উন্নত সংযোগ স্থাপন করবে।
- আহমেদাবাদকে ধোলেরার সঙ্গে সংযুক্ত করা হলে যাত্রীদের যাতায়াতের সময় কমবে, ফলে দৈনন্দিন যাতায়াত আরও সহজ হবে। যাত্রা হবে আরামদায়ক এবং একই দিনে ফিরতি যাত্রার সুযোগ পাওয়া যাবে।
- এই সেমি-হাই-স্পিড রেলপথটি বিভিন্ন শহরে শত শত কিলোমিটার দূরে বসবাসকারী মানুষদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে।

সিদ্ধান্ত: "তুলা উৎপাদনশীলতা মিশন" অনুমোদন করা হল। ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে তুলা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন এবং বিশ্বের বস্ত্র বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫,৬৫৯.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে এই মিশন গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রভাব: এই মিশনটি ভারত সরকারের '5F' দৃষ্টিভঙ্গির (খামার থেকে তন্তু, তন্তু থেকে কারখানা, কারখানা থেকে ফ্যাশন, এবং ফ্যাশন থেকে বৈদেশিক) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- এই মিশনের মূল লক্ষ্য হল রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী উচ্চ ফলনশীল জাতের (HYV) বীজ উদ্ভাবনের মাধ্যমে তুলার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা; রাজ্য সরকার, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে সর্বাধুনিক ফসল উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে আধুনিক ফসল উৎপাদন প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো; শিল্পে ন্যূনতম দূষিত তুলার সরবরাহ নিশ্চিত করা; এবং নিম্নলিখিত প্রধান দিকগুলির উপর মনোযোগ দিয়ে উচ্চমানের তুলা রপ্তানিকে উৎসাহিত করা।
- এছাড়াও, এই মিশনের লক্ষ্য হল শিল্পে সর্বনিম্ন দূষিত তুলার সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং উচ্চমানের তুলা রপ্তানিকে উৎসাহিত করা। ●

অঙ্গীকারের ১২ বছরের যাত্রা

বিকশিত ভারতের যাত্রাপথে এক নতুন যুগ

Cover Story
12 Years of Vikas Yatra

দেশের উন্নয়নের যাত্রাপথে এমন এক মুহূর্ত আসে, যখন দেশ নিজেই নিজের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। দেশ নতুন অঙ্গীকারকে বরণ করে এবং সেগুলির বাস্তবায়নের পথ খুঁজে বার করে। অবিচল ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে চালিত হয়ে দেশ নিজেই এইসব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে নিজেকে উৎসর্গ করে; এই সন্ধিক্ষণে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, যে সব পরিবর্তনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, সেগুলি আগামী প্রজন্মের মনে গেঁথে থাকবে। ২০১৪ সালে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক গভীর পরিবর্তন আসে। দেশ এক নতুন ভোরের সাক্ষী হয়, এই দিনেই এক নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন যাত্রার সূচনা হয়েছিল। ৯ জুন দেশ পুনর্নির্মাণের এই যাত্রার ১২ বছর পূর্ণ করেছে, 'বিকশিত ভারত'-এ পরিণত হওয়ার এক উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার নিয়ে দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যাত্রা শুরু করেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে ১২ সংখ্যাটির এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ধর্মীয় পরম্পরা অনুযায়ী, ১২ বছরের 'তপস্যা'র (কঠোর আধ্যাত্মিক অনুশাসন) লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ও আত্মোপলব্ধি অন্বেষণ করা। গুরুত্বপূর্ণ হল, ১২ বছরের এই ধরনের কঠোর ও কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উন্নয়ন যাত্রার এই ১২ বছরে শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তাগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়নি, সেইসঙ্গে অনেক ভেবেচিন্তে দীর্ঘমেয়াদী ভাবনাকে সামনে রাখা হয়েছিল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত ১২ বছরের উন্নয়ন যাত্রায় 'অমৃত'-কে তুলে ধরা হয়েছে, যার সারমর্ম হল, অমৃতকালে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করার অবিচল অঙ্গীকারকে সঙ্গী করে বছরের পর বছর ধরে নিষ্ঠা ও তপস্যা নিয়ে কাজ করে যাওয়া। ভারত এখন 'উন্নত ভারত'-এর পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

বস্তুতপক্ষে বিগত ১২ বছর ধরে আমাদের সংকল্প হল, সেবার নৈতিকতা। সেইসঙ্গে কর্তব্য পথের বলিষ্ঠ অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, যা পুরনো দৃষ্টান্তকে ভেঙে দিয়েছে এবং উন্নয়নের এক নতুন অভিমুখ তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিগত ১২ বছর ধরে প্রান্তিক মানুষের সুবিধার্থে নেওয়া উদ্যোগসমূহ এবং স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ মনের মধ্যে গেঁথে দিতে এক স্থায়ী দাগ রেখে গিয়েছে, যা আজাদি কা অমৃতকালে শুরু হয়ে "নতুন ভারত"-এর নতুন গন্তব্যের আখ্যান লিখতে চলেছে। এই নতুন ভারত তার তরুণদের স্বপ্নকে লালিত-পালিত করে, নারী শক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করে, গরিবদের এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রভূত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। অর্থনীতি দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। বিগত ১২ বছর ধরে অসংখ্য প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা লক্ষ লক্ষ গরিব নাগরিকের দরজায় পৌঁছে গিয়েছে। আজ দেশের প্রতিটি গরিব মানুষ উজ্জ্বলা থেকে আয়ুষ্মান ভারত সহ বিভিন্ন প্রকল্পের রূপান্তরমূলক শক্তি উপলব্ধি করতে পারছেন। সরকারি প্রকল্পগুলি রূপায়ণে গতি আনা হয়েছে ; সেগুলি এখন ধারাবাহিকভাবে তাদের লক্ষ্য অর্জন করে চলেছে।

২০১৪-২০২৬ পর্বটি জাতীয় অঙ্গীকার পূরণে এক নতুন অধ্যায় তৈরি করেছে। এই পর্বে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে এবং আজ দেশের প্রতিটি নাগরিক এই পরিবর্তন অনুভব করতে পারছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১২ বছরের সাফল্যসমূহ 'অমৃত'কে তুলে ধরছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কঠোর ত্যাগ এবং তপস্যা ; 'অমৃতকাল'-এ ভারতকে উন্নত দেশে রূপান্তরের অবিচল অঙ্গীকার এখন দেশের পুনর্নির্মাণের পথ প্রশস্ত করেছে।

Cover Story
12 Years
of Vikas Yatra

অতীতের তুলনায় দেশ উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। এই অঙ্গীকারকে সঙ্গী করে ভারত অমৃতকালের যাত্রা শুরু করেছে, দেশের ১০০ শতাংশ গ্রামে এই পর্বে সড়ক যোগাযোগ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের সুবিধাপ্রাপকের সংখ্যা ১০০ শতাংশ করা এবং উজ্জ্বলা প্রকল্পের আওতায় ১০০ শতাংশ যোগ্য ব্যক্তিকে আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। বিমা প্রকল্প, পেনশন প্রকল্প কিংবা আবাসন উদ্যোগ, যাই হোক না কেন, এইসব কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে আনতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। SVANidhi প্রকল্পের মাধ্যমে পথ বিক্রেতা এবং হকারদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় আনা হচ্ছে। এছাড়া অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে "হর ঘর জল" মিশনকে কার্যকর করতে দেশ কাজ করে চলেছে। সামগ্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সর্বব্যাপী উন্নয়নের দর্শনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার এটা সুনিশ্চিত করছে যে, কোনও ব্যক্তি বা সামাজিক গোষ্ঠী যেন দেশের উন্নয়ন যাত্রায় পিছিয়ে না থাকে - এবং কোনও ভৌগোলিক অঞ্চল বা দেশের কোনও অংশ যেন অবহেলিত না থাকে। নারীর ক্ষমতায়ন বা যুবশক্তি - কৃষক বা গরিব ও প্রান্তিক মানুষ - যাই হোক না কেন, সবক্ষেত্রে একটিই লক্ষ্য: উন্নয়নকে অবশ্যই সর্বব্যাপী হতে হবে। যে সব অঞ্চল আগে পিছিয়ে ছিল, বিগত ১২ বছর ধরে দেশের সেগুলির উন্নয়নে সুসংবদ্ধ প্রয়াস চালানো হয়েছে। পূর্বভারত, উত্তরপূর্বাঞ্চল, সমগ্র হিমালয় অঞ্চল - জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ সহ - সেইসঙ্গে উপকূল এলাকা এবং আদিবাসী অঞ্চল ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন যাত্রায় প্রধান স্তম্ভ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। এই সমস্ত অঞ্চলে সুশাসনের মন্ত্র সহমতের মানসিকতা গড়ে তুলেছে - লক্ষ্য পূরণে এক দর্শনে সকলকে আবদ্ধ করেছে: "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস"। দেশ এমন এক ভারত গড়ার পথে এগোচ্ছে, যা হবে দারিদ্র, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত।

উন্নত ভারতের শক্তিশালী পথ

লালকেল্লার প্রাকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্যোগের তালিকা তুলে ধরেছেন, যেগুলি স্বাধীনতার গোড়ার দিকে গ্রহণ করা উচিত ছিল। যদিও সেইসময় এইসব বিষয়ে সুস্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, দেশ বর্তমান নেতৃত্বের অধীনে বকেয়া প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করছে - কিংবা বলা যেতে পারে - সাত দশক ধরে উপেক্ষিত প্রকল্পসমূহ। দেশ এখন আর শুধুমাত্র ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে না, উন্নয়নের নতুন নতুন ধারা প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে - সুস্পষ্ট

দৃষ্টিভঙ্গি, দীর্ঘমেয়াদী নীতি এবং সুস্থায়ী সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি - সেই সুবাদে 'নতুন ভারত'-এর উত্থানের পথ সুগম করা। বিগত ১২ বছর ধরে ভারত শুধুমাত্র তার আর্থিক ব্যাপ্তিকে দ্বিগুণ করেনি, সেইসঙ্গে আধুনিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুত অগ্রগতির সাফল্যও অর্জন করেছে। এই পর্বে - রেল, সড়ক, বিমানবন্দর, বন্দর, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ এবং গ্যাস পাইপ লাইনের মতো - গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ক্ষেত্রগুলিতে বাজেট বরাদ্দ প্রায় ৬ গুণ বাড়ানো হয়েছে। আজ দেশজুড়ে বড় বড় প্রকল্পগুলির কাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। উত্তরের দিকে তাকান, বিশ্বের অন্যতম উচ্চ রেল সেতু- চেনাব ব্রিজ- জম্মু ও কাশ্মীরে তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিমে দেশের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু - অটল সেতু - মুম্বইয়ে নির্মিত হয়েছে। পূর্বে আসামের বোগিবিল ব্রিজ এবং দক্ষিণে বিশ্বের অন্যতম উল্লম্ব সেতু - পমবন ব্রিজ - তৈরি করা হয়েছে। একইভাবে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলীয়

ডেডিকেটেড ফ্রেড করিডরের কাজও প্রায় শেষের পথে। দেশের প্রথম বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। বন্দে ভারত, অমৃত ভারত এবং নমো ভারতের মতো আধুনিক ট্রেনগুলি দেশের রেল নেটওয়ার্ককে আরও আধুনিক করে তুলছে। এই উন্নয়নের মূল দর্শন হল : যখন দেশের প্রতিটি অঞ্চল পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন উন্নত দেশ হয়ে ওঠার পথ উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়। নতুন সংসদ ভবন এবং সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্প 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর প্রকৃত প্রতিফলন হয়ে উঠেছে। সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ বিল অনুমোদিত হয়েছে। একইভাবে ৩৪ বছর পর এক নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে যা ভারতকে বৈশ্বিক জ্ঞানের মহা শক্তিধর দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিন তালাক, রাম মন্দির, বোড়ো চুক্তি এবং ৩৭০ ধারা সহ বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছে। এই বিষয়গুলি দশকের পর দশক ধরে ফেলে রাখা হয়েছিল, যেগুলি দুঃসাধ্য সমস্যার কারণ হয়ে উঠছিল; তথাপি প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সমাধানসূত্র মেলে এবং এখন এক 'নতুন ভারত' আত্মপ্রকাশ করছে।

প্রযুক্তি-চালিত পরিবর্তনের এক নতুন যুগ

ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে বিশ্বের যে কয়েকটি দেশ, প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সামনের সারিতে রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল ভারত। অসংখ্য ক্ষেত্রে প্রযুক্তি গভীর প্রভাব ফেলেছে। স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আজ শহরের চেয়ে গ্রামীণ ভারতের মানুষ বেশি ইন্টারনেট ডেটা ব্যবহার করেন। কোভিড-১৯ পর্বে ইউপিআই-এর মতো প্ল্যাটফর্ম নতুন গতি পেয়েছিল, যার ফলে ডিজিটাল লেনদেন মানুষের জীবনযাত্রার অংশ হয়ে ওঠে। ই-বাণিজ্যের মাধ্যমে বৃহত্তর বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। এখন প্রযুক্তির মাধ্যমে ১০০ শতাংশ সুবিধা প্রাপকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, যা অতীতের তুলনায় একেবারে ব্যতিক্রম, যখন প্রায়ই বলা হত যে, প্রতি ১ টাকা বরাদ্দের ক্ষেত্রে মাত্র ১৫ পয়সা গ্রামগুলিতে পৌঁছয়। প্রকল্পের রূপায়ণ বা তদারকি, যাই হোক না কেন, গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়নের চালিকাশক্তি হল প্রযুক্তি। আইটি-ফেসলেস অ্যাসেসমেন্টের মতো সুবিধা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, 'ই-অফিস'-এর মতো উদ্যোগ প্রশাসনে গতি এনেছে। গ্রামে পোস্টাল ব্যাঙ্ক স্থাপন এবং বিদ্যালয়গুলিতে অটল উদ্ভাবন মিশনের প্রচলন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। একটা সময় ছিল, যখন ভারতে চাকরি খোঁজার মানসিকতা বিরাজ করত। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই ভাবনার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, চাকরি সৃষ্টির এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছেন। স্টার্টআপ এবং মুদ্রা যোজনার সহায়তার মাধ্যমে আজকের তরুণরা নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছেন। আগে 'স্টার্টআপ' শব্দটি ভারতে শুধুমাত্র কয়েকজন বুঝতে পারতেন। আজ গ্রামের তরুণরাও এর গুরুত্ব আত্মস্থ করতে পারছেন এবং 'ইউনিকর্ন' গড়ার সক্রিয় চেষ্টা চালাচ্ছেন। ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আন্তর্জাতিক নেতৃত্বদানের এক বিশেষ সুযোগ

গত ১২ বছর ধরে ঘরে এবং বাইরে ভারতের মর্যাদা বেড়েছে। ভারত বিশ্বস্ত নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইউক্রেন- রাশিয়ার যুদ্ধ সঙ্কটের (অপারেশন গঙ্গা) সময় দৃষ্টান্ত স্থাপন কিংবা গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত COP 26 সামিট এবং শার্ম আল-শেখ-এ অনুষ্ঠিত COP27, যাই হোক না কেন - উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে ভারতের কণ্ঠস্বর এর সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বস্তুতপক্ষে, রাষ্ট্রসংঘ, বিমস্টেক এবং জি২০-র মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত বিশ্বের আস্থা অর্জন করেছে। জি-২০ সভাপতিত্বকালে ভারত বিশ্বের কাছে এক নতুন ধারা তুলে ধরেছে। ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক মহলের প্রশংসাই আদায় করে নেয়নি, সেইসঙ্গে এর প্রভূত সক্ষমতাও প্রশংসিত হয়েছে। পরিবেশগত ক্ষেত্রে 'মিশন লাইফ' এবং 'আন্তর্জাতিক সৌরজোট'-এর মতো উদ্যোগসমূহ প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণের সঙ্গে সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বিশ্বের কাছে এক নতুন পথ তুলে ধরেছে। বসুধৈব কুটুম্বকম-এর চেতনার মাধ্যমে চালিত হয়ে সঙ্কটের সময় ভারত প্রতিবেশী এবং বিভিন্ন দেশের প্রতি ধারাবাহিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে - যেমন, কোভিড ১৯ অতিমারীর সময় ভারত ওষুধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক হাব হয়ে উঠেছিল। বিগত ১২ বছরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এক বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে ভারত তার পরিচয় সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একইসঙ্গে দেশের মধ্যে - সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন এক পরিবেশ গড়ে তুলেছে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিতে সাধারণ নাগরিকরা সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠছেন এবং সেই সুবাদে দেশের উন্নয়ন যাত্রার এক প্রকৃত অংশীদার হয়ে উঠছেন।

নিঃসন্দেহে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা, সাহসী পথিকৃৎ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী - 'পুনরুজ্জীবিত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নতুন সূচনা'র প্রতীক হয়ে উঠেছেন। সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ এবং উন্নত ভারত গড়ার উদ্যোগ 'নয়া ভারত, বিকশিত ভারত'-এর ভাবনাকে তুলে ধরছে। আজ প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক গত ১২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করছেন।

আসুন, আমরা এখন এই ১২ বছরের যাত্রার সাফল্যগুলি অনুসন্ধান করে দেখি - ৫টি বিভাগে সংকল্প সে সিদ্ধি দেখুন...

Cover Story
12 Years
of Vikas Yatra

লোক সেবার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ

"যাঁরা আমাকে চেনেন, তাঁরা আমাকে বুঝতেও পারেন। আমি এখানে আমার নিজের জন্য আসিনি, আমার নিকটজনের জন্যও আসিনি। আমি এখানে এসেছি গরিবদের জন্য। আমি অনেক দারিদ্রের মধ্যে জন্মেছি এবং এর মধ্যে দিয়েই জীবনযাপন করেছি। গরিবের যন্ত্রণা আমি বুঝি।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এইসব শব্দগুচ্ছ শুধুমাত্র একটি অভিব্যক্তি নয় ; *এগুলি হল একজন গভীর সংবেদনশীল ব্যক্তির হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে নিঃসৃত অনুভূতি। তিনি এমন একজন মানুষ, দেশের দলিত, গরিব, আদিবাসী এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি যাঁর প্রভূত সংবেদনশীলতা রয়েছে। তাঁর কাছে প্রতিটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অন্ত্যোদয় এবং গরিবদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অংশ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি জাতীয় ভাবনাচিন্তা - এবং বস্তুতপক্ষে ভারতের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ - 'উন্নত ভারত'-এর সোনালী স্বপ্নের প্রতি উৎসর্গীকৃত, যা সেবা, সুশাসন এবং গরিব কল্যাণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই ভাবনাচিন্তাই দেশের কৃষক, গ্রামের গরিব মানুষ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রক্ষাকবচ হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (পিএম-জেএওয়াই)-র মাধ্যমে সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যের সুরক্ষা পাচ্ছেন। বিগত ১২ বছর ধরে গরিব মানুষ, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এক নতুন রূপ পেয়েছে; অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক সুরক্ষার একটি চক্র তৈরি - এবং প্রত্যেক নাগরিককে সুরক্ষার বন্ধনে আবদ্ধ করার মাধ্যমে - আত্মনির্ভর ভারতের বাস্তবায়নের পথে এক নির্ণায়ক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।*

Cover Story
12 Years
of Vikas Yatra

গরিবের কল্যাণ থেকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন

আজ যখনই ভারতে সরকারের সাফল্য নিয়ে আলোচন হয়, তখন সবার প্রথমে আসে গরিবের কল্যাণ। গত ১২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার গরিবের কল্যাণকে তার প্রাথমিক লক্ষ্য করে তুলেছে - শুধুমাত্র তুষ্টিকরণের দৃষ্টিভঙ্গি নয়, প্রকৃত অর্থে পরিপূর্ণতা প্রদান। এক্ষেত্রে পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা দেশের জনসংখ্যার বিপুল অংশের মানুষের অন্যতম একটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সৃষ্টি করা 'গরিব কল্যাণ' (গরিবের জন্য কল্যাণ) অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করতে অসংখ্য প্রকল্প গ্রামবাসী এবং অনগ্রসর মানুষের জীবনে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন এনেছে। বিশ্বাসযোগ্য আন্তর্জাতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে দারিদ্র দ্রুত হারে কমেছে; এটি সম্ভব হয়েছে, কারণ শীর্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে গৃহীত প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তে – অন্ত্যোদয়ের দর্শনকে সামনে রেখে- গরিবদের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যা এক দীর্ঘস্থায়ী মানসিকতা গড়ে তুলেছে।

পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা

৮১

কোটি মানুষ পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন।

৫ বছর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার, ১ জানুয়ারি, ২০২৪ থেকে।

- মার্চ, ২০২৪-এর মধ্যে চাল কলে ভাঙানো চালের পরিবর্তে পুষ্টি সমৃদ্ধ চাল সরবরাহ সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করা হচ্ছে।
- জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় দেশ জুড়ে ১০০% রেশন কার্ডের ডিজিটালকরণ করা হয়েছে।
- সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে 'এক দেশ, এক রেশন কার্ড' চালু করা হয়েছে। মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ২০৭ কোটির বেশি চলমান লেনদেন হয়েছে।

১২০ মিলিয়ন শৌচাগার নির্মিত হয়েছে স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায়, দেশকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ-মুক্ত (ওডিএফ) করে তুলেছে। জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে

২৫ কোটি নাগরিক দারিদ্রসীমার ওপরে উঠে এসেছেন। তার তৃতীয় দফার কার্যকালে গবিরদের ক্ষমতায়নের অভিযান আরও বেশি গতি পেয়েছে।

১৯% সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ছিলেন ২০১৫ সালে এবং ২০২৫-এ তা ৬৪.৩%-এ পৌঁছেছে। ৯৪ কোটির বেশি মানুষ বর্তমানে অন্তত একটি করে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে উপকৃত হচ্ছেন।

আর্থিক সুরক্ষা

৫৮.১২

কোটি প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই) অ্যাকাউন্ট ১৫ এপ্রিল ২০২৬ **পর্যন্ত খোলা হয়েছে। এইসব অ্যাকাউন্টে প্রায়** ২৯৪ **লক্ষ কোটি টাকা জমা হয়েছে।**

৩২.২১

কোটি (৫৫.৮%) জন ধন যোজনার অ্যাকাউন্ট মহিলাদের এবং পিএমজেডিওয়াই-এর প্রায় ৪৫.১৭ কোটি (৭৮.২%) অ্যাকাউন্ট গ্রাম এবং আধা শহরাঞ্চলে খোলা হয়েছে।

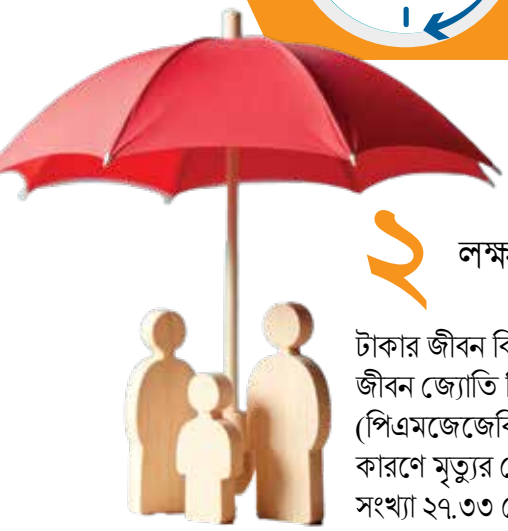

২ লক্ষ

টাকার জীবন বিমা প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা (পিএমজেজেবিওয়াই)-য় যে কোনও কারণে মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নথিভুক্তির সংখ্যা ২৭.৩৩ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে।

- প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা (পিএমএসবিওয়াই)-য় দুর্ঘটনাজনিত কারণ মৃত্যু বা স্থায়ী পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে ২০০,০০০ টাকা এবং আংশিক স্থায়ী পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে ১০০,০০০ টাকার বিমা প্রদান করা হয়। এতে নথিভুক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭.৯২ কোটি।

৯ মিলিয়নের

বেশি অটল পেনশন যোজনা (এপিওয়াই)-য় নথিভুক্তি হয়েছে, লক্ষ্য হল, যোগ্যদের মাসিক পেনশন প্রদান।

- *স্ট্যান্ড-আপ-ইন্ডিয়া* প্রকল্পে তপশিলি জাতি (এসসি), তপশিলি উপজাতি (এসটি) এবং মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের জন্য ২৭৫,০০০ ঋণগ্রহীতাকে ৬২,৭৯০ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা উৎপাদন, বাণিজ্য, পরিষেবা এবং কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গ্রিনফিল্ড প্রকল্প গড়ে তুলতে পারেন।

- 'জন ধন-আধার-মোবাইল' (জেএএম) ত্রয়ী নামে পরিচিত একটি বলিষ্ঠ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে, এতে জন ধন অ্যাকাউন্টের সঙ্গে মোবাইল নম্বর ও আধার পরিচয় যুক্ত করা হয়ে থাকে।

- **পিএম SVANidhi প্রকল্প** – চালু হওয়ার পর থেকে ১৫ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৭৪.৯০ কোটি পথ বিক্রেতাকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

জল জীবন মিশন

১২৬.১ মিলিয়ন অতিরিক্ত গ্রামীণ বাড়িতে ১৩ মে, ২০২৬ পর্যন্ত নলবাহিত জল সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯-এ এই মিশন চালুর সময় মাত্র ৩২.৩ মিলিয়ন (১৬.৭%) গ্রামীণ বাড়িতে নলবাহিত জল সংযোগ ছিল।

১৫.৮৫ কোটি গ্রামীণ বাড়িতে - দেশের ১৯.৩৬ কোটি গ্রামীণ বাসগৃহের মধ্যে - ১৩ মে, ২০২৬ পর্যন্ত নলবাহিত জল সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

- ১০ মার্চ, ২০২৬এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জল জীবন মিশন (জেজেএম)-এর মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে।

কঠোর কাজ করে আমি কখনও ক্লান্ত হই না; বরং আমার প্রয়াস গরিবদের মুখে যে হাসি ফোটায়, তাতে আমি এক গভীর সন্তুষ্টি অনুভব করি।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

কৃষক কল্যাণ : এক নতুন যুগের ভোরের সূচনা

ভারতের অন্নদাতা - যাঁরা দশকের পর দশক ধরে উপেক্ষিত থেকেছেন - তাঁরা এখন ভারতের উন্নয়ন যাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছেন। কৃষকদের মানসিকতায় এই পরিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে কৃষি মন্ত্রকের নাম পরিবর্তন করে এখন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে চালিত হয়ে বিগত ১২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার - বপন এবং বপন-পরবর্তী পর্বে - বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের প্রতিটি প্রয়োজনীয়তার দিকে সর্বাত্মক নজর দিয়ে আসছেন; একটি সুসংহত প্রয়াস ভারতের কৃষকদের এক নতুন দিশা দেখিয়েছে...

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

৩৫৭.৭৩ মিলিয়ন মেট্রিক টনের বেশি খাদ্যশস্য ২০২৪-২০২৫ কৃষিবর্ষে ভারতে উৎপাদিত হয়েছে।

১৫০ মিলিয়ন টন চাল উৎপাদনের মাধ্যমে ভারত বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম চাল উৎপাদক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

- মাছ উৎপাদনেও আমাদের দেশ বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম হয়ে উঠেছে। এই সাফল্য 'নীল অর্থনীতি'র ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতিকে তুলে ধরছে।

- দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভারত বিশ্বের সবচেয়ে সফল দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সাফল্য হল সমবায় আন্দোলনের শক্তির প্রত্যক্ষ ফলাফল।

পিএম কিষাণ সম্মান নিধি

এই প্রকল্পে কৃষকদের আধার সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর (ডিবিটি)-র মাধ্যমে বছরে ৬০০০ টাকা করে ৩টি সমান কিস্তিতে প্রদান করা হয়। চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ২২টি কিস্তিতে ৪.২৭ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সরকার ক্রমাগত এমএসপি বৃদ্ধি করছে

- ২০১৮-১৯ থেকে সরকার সমস্ত ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) বৃদ্ধি করে চলেছে। কৃষকদের চাষাবাদের খরচের অন্তত ১.৫ গুণ বৃদ্ধি করে এই দাম স্থির করা হয়, যাতে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদন খরচের অন্তত ৫০% লাভ করতে পারেন।

কৃষি উন্নয়নের জন্য তহবিল

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে কৃষি ক্ষেত্রে ১,৩২,৫৬১ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষি-শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য প্রায় ৯,৯৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এতে আবারও কৃষি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকারের বার্তা দেওয়া হল।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মানধন যোজনা

৬০ বছর এবং তার বেশি বয়সী ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মাসিক ৩০০০ টাকা করে পেনশন প্রদান করা হবে। বয়স অনুযায়ী মাসে ৫৫ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত জমা করতে হবে।

২৪.৯৬ কোটি কৃষক ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী কৃষক মানধন যোজনায় নাম নথিভুক্ত করেছেন।

The government currently at the Centre is working with absolute sincerity to reduce farmers' expenses and to share the burden of their costs. The PM Kisan Samman Nidhi stands as the world's largest scheme wherein financial assistance is transferred directly into the bank accounts of farmers.

Narendra Modi, Prime Minister

সুবিধাজনক ছাড়ে কৃষকরা সার পেতে থাকবেন

কোভিড-১৯ অতিমারী এবং তার পরবর্তী সংঘর্ষের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম বহুগুণ বেড়ে যায়। বিদেশী বাজার থেকে সার ক্রয় করাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে; তথাপি এই সমস্যাকে লাঘব করতে কেন্দ্রীয় সরকার সব ধরনের সম্ভাব্য প্রয়াস চালায়।

3,000 **টাকা আন্তর্জাতিক বাজারে ইউরিয়া ব্যাগের দাম, যা কেন্দ্রীয় সরকার ৩০০ টাকারও কমে কৃষকদের প্রদান করে।**

- সরকার নিজের কোষাগার থেকে ১২ লক্ষ কোটি টাকা এই উদ্যোগে দান করে, যাতে কৃষকদের ওপর কোনও আর্থিক বোঝা না পড়ে।
- বিগত ১২ বছর ধরে দেশের কৃষকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি বলিষ্ঠ সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এমএসপি, সহজসাধ্য ঋণ, ফসল বিমা এবং পিএম কিষাণ সম্মান নিধির মতো প্রকল্পগুলি কৃষক সম্প্রদায়কে সহায়তার ক্ষেত্রে স্তম্ভ হিসেবে কাজ করেছে।
- আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সুসংহত চাষাবাদ, উদ্ভাবনমূলক সেচ পদ্ধতির সঙ্গে কৃষকদের সংযুক্তি এবং তাঁদের ফসলের লাভ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 'প্রতি ফোঁটায় আরও ফসল' নীতি প্রণয়ন করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে - ফোঁটা ফোঁটা এবং স্প্রিঙ্কলার ব্যবস্থার মতো - ক্ষুদ্র সেচ প্রযুক্তিকে কৃষকদের জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে।
- কেন্দ্র কুসুম প্রকল্প চালু করেছে। আজ বিপুল সংখ্যক কৃষক শুধুমাত্র সেচের জন্য সৌর পাম্প ব্যবহার করছেন না, সেইসঙ্গে এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ-ও উৎপাদন করছেন, সেই সুবাদে বাড়তি উপার্জনও করছেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার নতুন উড়ান

দ্রুত পরিবর্তনশীল ভারতে উন্নয়ন বা প্রশাসন, সাহস বা অঙ্গীকারের সক্ষমতা, যাই হোক না কেন - জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এক প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হিসেবে সমৃদ্ধ ও উন্নত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবায়নে এক শক্তিশালী বাহিনী হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় গত ১২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন ডানা প্রদান করেছে।

আয়কর স্বস্তি

নতুন কর ব্যবস্থা অনুযায়ী, কোনও আয়কর দিতে হয় না বার্ষিক আয়

১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

৭৫,০০০ স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন এবং বেতনভুক আয়করদাতাদের জন্য ১২.৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড়ের সীমা।

- সমস্ত করদাতাদের সুবিধার্থে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে আয়করের স্তর ও হারে সর্বাত্মক সংশোধন করা হয়েছে।
- করের স্তরে হ্রাস এবং ছাড়ের ফলে আয়ের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বস্তি মিলেছে, সেই সুবাদে তাঁদের বাড়ির খরচ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আয়করদাতার সংখ্যা অর্থবর্ষ ২০২২-এর ৬.৯ কোটি থেকে বেড়ে ২০২৫ অর্থবর্ষে ৯.২ কোটিতে পৌঁছেছে।

উড়ান প্রকল্প

১.৬৪+ কোটি নাগরিক ৩.৪৫ লক্ষ বিমান পরিষেবার মাধ্যমে উড়ান প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন।

সরকার এই প্রকল্পকে আরও সম্প্রসারিত করেছে। এই লক্ষ্যে প্রায় ২৯,০০০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

৯৫ বিমানবন্দর, হেলিপোর্ট এবং জল বিমানবন্দরকে ৬৬৫টি রুটের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে।

- আগামী বছরগুলিতে এই প্রকল্পের আওতায় ছোট ছোট শহরগুলিতে ১০০টি নতুন বিমানবন্দর এবং ২০০টি নতুন হেলিপ্যাড তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।
- ২০১৪ সালের আগে দেশে মাত্র ৭৪টি বিমানবন্দর ছিল। আজ দেশে বিমানবন্দরের সংখ্যা ১৬০টি ছাড়িয়ে গিয়েছে।

বন্দে ভারত পরিষেবা

৯.১ কোটি যাত্রী ১ লক্ষ ট্রিপে ভ্রমণ করেছেন, বন্দে ভারত পরিষেবা চালুর পর থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত।

১৬২ বন্দে ভারত ট্রেন এ পর্যন্ত চালু করা হয়েছে, এর ফলে বেশ কয়েকটি করিডরে ভ্রমণের সময় ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে।

- **৯০** টি ট্রেনে ৮টি কোচ রয়েছে
- **৩৮** টি ট্রেনে ২০টি কোচ
- **৩৪** টি ট্রেনে ১৬টি কোচ

গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেবায় উৎসর্গীকৃত ভারতীয় রেল ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণের লক্ষ্যে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

UMANG অ্যাপ
একটি প্ল্যাটফর্ম, বহু পরিষেবা

১১.০২ কোটি নথিভুক্তি UMANG অ্যাপে।

৭৬৬.৩৫ কোটি লেনদেন।

২,৫১৭ পরিষেবা চালু রয়েছে।

২০১৭তে চালু হওয়া এই অ্যাপ লাইন অপেক্ষাকৃত কমিয়েছে, বড় নিয়ন্ত্রণ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য জনপরিষেবা যুক্ত করেছে।

ডিজি লকার

DigiLocker

৬৩.৮৮ কোটি ব্যবহারকারী নথিভুক্ত।

৯৫০ কোটির বেশি নথি প্রদান করা হয়েছে।

মোবাইল ডেটার খরচ হ্রাস

৯৭% মোবাইল ডেটার খরচ হ্রাস ২০১৪-র তুলনায় ২০২৫-২৬ বর্ষে

রিয়েল এস্টেট নিয়ন্ত্রণ নীতি

- বাড়ির ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষা এবং আবাসন ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে ২০১৬ সালে সংসদে রিয়েল এস্টেট (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন অনুমোদিত হয়।
- রেরা ১.৫৭ লক্ষ মামলার নিষ্পত্তি করেছে; রেরা কর্তৃপক্ষ ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সক্রিয় রয়েছে।
- রেরা-র আওতায় দেশে ১.৬১ লক্ষের বেশি রিয়েল এস্টেট প্রকল্প এবং ১.১৩ লক্ষ রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)

২৫ জুন, ২০১৫ থেকে আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা - নগর (পিএমএওয়াই-ইউ)-এর আওতায় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করে চলেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, দেশে শহরাঞ্চলের তরুণ এবং কর্মরত পেশাদারদের কাছে মৌলিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া।

মোট **১২৫.১৫** লক্ষ বাড়ি এ পর্যন্ত দেশ জুড়ে অনুমোদিত হয়েছে, পিএমএওয়াই-ইউ ২.০–র আওতায় ১৩.৬৭ লক্ষ বাড়ি সহ।

এইসব অনুমোদিত বাড়ির মধ্যে ১১৬.৫৭ লক্ষ বাড়ির নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, এর মধ্যে ২ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত ৯৭.৩০ লক্ষ বাড়ি সুবিধাপ্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পোস্ট অফিস পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র

৪৫২ পোস্ট অফিস পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র ২৩টি সার্কেলে কাজ করছে।

পিএম-সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা

৩৬.৮৮ লক্ষ বাড়িতে প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনার আওতায় ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

১৯,৪৮০ কোটি টাকার ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সৌর বিদ্যুতের পরিমাণ ১০.৭৭ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে।

দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি

বিগত ১২ বছর ধরে দেশের আর্থিক ভিত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকট সত্ত্বেও ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বিকাশশীল প্রধান অর্থনীতির দেশ হিসেবে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। কম মুদ্রাস্ফীতির হার বজায় রেখে ভারত আবার তার রেকর্ডকে উন্নত করেছে। প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর দেশের গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি সরাসরি উপকৃত হচ্ছে।

“

যেহেতু মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির দেশে প্রভূত অবদান রয়েছে, তাই তাঁদের জীবনের গুণগত মানের উন্নতি সংক্রান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ক্রমাগত কাজ করে চলেছে সরকার। আমার ভাবনা হল যে, ২০৪৭ সালের মধ্যে যখন ‘উন্নত ভারত’-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে, তখন এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে, সাধারণ মানুষের জীবনে সরকারি হস্তক্ষেপ কমানো।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ভারত : স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে

আপনি কি জানেন, মানুষের গড় আয়ু এক বছর বাড়লে, দেশের জিডিপি ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়? সেই কারণে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার ২০১৪ সাল থেকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে শুধুমাত্র অগ্রাধিকারই দেওয়া হয়নি, সেইসঙ্গে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সবার শীর্ষে রাখা হয়েছিল। সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করে কেন্দ্রীয় সরকার বিগত ১২ বছর ধরে অপেক্ষাকৃত ভালো সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। ভারত আজ বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছে : আয়ুষ্মান ভারত।

১২ বছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা খোলনলচে বদল

২৩
এইমস (অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস

৩২৩
ডেন্টাল কলেজ, সেইসঙ্গে ৯৪২টি আয়ুষ প্রতিষ্ঠান।

১,২৮,৯৭৫
আসন এমবিবিএস-এ, ২০১৪-র ৫১,৩৮৪ থেকে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

১৭২%
আসন বৃদ্ধি ডাক্তারিতে বিগত ১২ বছরে।

৮১৮
অ্যালোপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ (২০১৪ সালের ৩৮টি থেকে বৃদ্ধি।

৮৫,০২০
সংখ্যক আসন মেডিক্যাল পিজি (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট)-তে, ২০১৪-র ৩১,১৮৫ থেকে বৃদ্ধি।

টিকাকরণ

নবজাতক, শিশু এবং কিশোর, কিশোরীদের

১২টি

বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করতে।

- ২০১৫-তে চালু হওয়া মিশন ইন্দ্রধনুষ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের কাছে পৌঁছনো, যাঁদের টিকা দেওয়া হয়নি কিংবা শুধুমাত্র আংশিক টিকা দেওয়া হয়েছে।
- বছরে ২৯ মিলিয়ন মহিলা এবং ২৫.৪ মিলিয়ন নবজাতককে বিনামূল্যে টিকা প্রদান করা হয়।
- সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধে ২০২৬-এ এইচপিভি টিকা চালু করা হয়।
- ২০১৫-তে সম্পূর্ণ টিকাকরণের আওতায় ছিল ৬২% এবং জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত তা বেড়ে হয়েছে ৯৮.৪%।
- কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় ভারত ২ বিলিয়নের বেশি কোভিড-১৯ টিকার ডোজের ব্যবস্থা করেছিল।

উন্নত ফলাফল

- ১৯৯০ থেকে এ পর্যন্ত মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার (এমএমআর) ৮৬ শতাংশ কমেছে, এই পরিসংখ্যান আন্তর্জাতিক গড় হার ৪৮ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে।
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার ৭৮ শতাংশ কমেছে, আন্তর্জাতিক গড় হার ৬১ শতাংশকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।
- নবজাতকের মৃত্যুর হার ৭০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক হ্রাসের হার ৫৪ শতাংশ।
- গত এক দশকে শিশু মৃত্যুর হার ৩৭ শতাংশের বেশি কমেছে, প্রতি ১০০০ জন্মের ক্ষেত্রে মৃত্যুর সংখ্যা ২০১৩-র ৪০ থেকে কমে ২০২৩-এ ২৫-এ দাঁড়িয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সন্তান প্রসব

গ্রামাঞ্চল		শহরাঞ্চল	
৯০.৫%	৯৫.৬%	৯৬.১%	৯৭.৮%
বছর ২০১৭-১৮	বছর ২০২৫	বছর ২০১৭-১৮	বছর ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (পিএম-জেএওয়াই)

- ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮-তে চালু হয়েছিল (এবি-পিএমজেএওয়াই) এটি বিশ্বের বৃহত্তম জনস্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প।
- আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবার এবং ৭০ বছরের বেশি সমস্ত নাগরিক বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা বিমা পেয়ে থাকেন।

১২ কোটি+ মানুষ চিকিৎসা পেয়েছেন

৩৬,০৩৮ হাসপাতাল এই প্রকল্পে নথিভুক্ত

৪৩.৯৩ কোটি+ আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান

আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির

১,৮৪,২৩৫ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির চালু রয়েছে (২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত)।

৪২.৬ কোটি+ মানুষ টেলি পরামর্শ পেয়েছেন (৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত)।

মেডিক্যাল পর্যটন

- ২০২৫ সালে শুধুমাত্র চিকিৎসার জন্য ৫০৭,২৪৪ জন বিদেশী নাগরিক এসেছেন।
- ২০৩০ সালের মধ্যে মেডিক্যাল পর্যটনের বাজার ১৬.২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে।
- ১৭২টি দেশের জন্য ই-মেডিক্যাল ভিসা এবং ই-মেডিক্যাল অ্যাটেনডেন্ট ভিসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মেডিক্যাল পর্যটন সূচক ২০২০-২১ অনুযায়ী

- ৪৬টি শীর্ষ মেডিক্যাল পর্যটন গন্তব্যের মধ্যে বিশ্বে ভারতের স্থান দশম।
- বিশ্বের শীর্ষ ২০টি সুস্থতা পর্যটন বাজারের মধ্যে ভারতের স্থান ১২তম।
- এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শীর্ষ ১০টি স্বাস্থ্য পরিচর্যা গন্তব্যের মধ্যে পঞ্চম স্থান।

সহজলভ্য ও উন্নতমানের ওষুধ

১৯,২০০ উন্নতমানের জেনেরিক ওষুধ প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি পরিযোজনায় (পিএমবিজেপি) ন্যায্য মূল্যে জন ঔষধি কেন্দ্রগুলিতে পাওয়া যায়।

- এইসব কেন্দ্রে ২১০০-র বেশি ওষুধ এবং ৩১৫ রকমের সার্জিক্যাল সামগ্রী বাজার মূল্যের চেয়ে ৫০-৯০% কম দামে পাওয়া যায়।

প্রায় **৪০,০০০** কোটি টাকা কম দামে ওষুধ কেনার ফলে মানুষের সাশ্রয় হয়েছে।

আর্থিক বোঝা লাঘব

- চিকিৎসার ক্ষেত্রে পকেটের বাইরে খরচ ২০১৪-১৫ বর্ষে ৬২.৬% থেকে কমে ২০২০-২১-এ ৩৯.৪%-এ নেমে এসেছে। এই সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা।

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১৭

- ১৫ মার্চ, ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১৭ অনুমোদিত হয়। এর লক্ষ্য হল, সর্বাত্মক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নীতির মাধ্যমে সকলের জন্য চিকিৎসার সুযোগ করে দেওয়া এবং কোনওরকম আর্থিক কষ্ট ছাড়াই উচ্চমানের স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবা প্রদান করা।

মাইলফলক সমূহ

- ২০১৪-তে ভারতকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করা হয়।
- ২০১৫-তে নবজাতকদের টিটেনাস নির্মূলীকরণ।
- ২০২৪-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) ভারতকে ট্র্যাকোমা রোগমুক্ত ঘোষণা করে।
- অদূর ভবিষ্যতে ভারত কালাজ্বর নির্মূলের পথেও এগোচ্ছে।

Cover Story
12 Years
of Vikas Yatra

ক্ষমতায়নের বিরামহীন যাত্রা

প্রতিটি মুহূর্তে উন্নয়ন, প্রতিটি বাঁকে নতুন সম্ভাবনা

প্রগতি ও গৌরবের পথে যাত্রা শুরুর আগে সমাজে দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত অংশের মানুষের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অংশের মানুষকে শুধু স্বীকৃতিই দেননি, তাঁদের সম্মানও জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত নীতি ও প্রকল্পে প্রান্তিক মানুষদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। "যেখানে নারীদের সম্মান জানানো হয়, সেখানে এক ঐশ্বরিক আনন্দ পাওয়া যায়; কিন্তু, যেখানে তাঁদের সম্মান জানানো হয় না, সমস্ত কাজ ব্যর্থ থেকে যায়।" মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের মন্ত্র হয়ে ওঠে প্রাচীনকালের এই ভাবনা; সেই সূত্রে বিগত ১২ বছর ধরে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী শক্তি উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। একইভাবে, "এটাই সময়; এটাই সঠিক সময়; এটাই ভারতের মূল্যবান সময়" – এই ডাক 'উন্নত ভারত'-এর তরুণদের প্রতি উৎসর্গীকৃত মন্ত্র হয়ে উঠেছে। এটি এই শক্তিশালী বার্তা দিচ্ছে যে, ভারতের তরুণ প্রজন্ম তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় নতুন ডানা জুড়তে প্রস্তুত। আজ যুবশক্তি সম্ভাবনার এক নতুন পরিচিতি অর্জন করেছে, নতুন ভারতের 'অমৃত পীড়ি' ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সীমাহীন সাফল্যের প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে, এই ১২ বছর অনগ্রসর শ্রেণী, মহিলা, তরুণ এবং কৃষকদের ক্ষমতায়নের যুগ হয়ে উঠেছে। সংবেদনশীল মানসিকতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে নতুন ভারতের নতুন নেতৃত্ব বিগত ১২ বছর ধরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি অংশ এবং প্রতিটি অঞ্চলকে অংশীদার করে তুলেছে এবং এভাবেই শুরু হয় স্বর্ণিম ভারতের পথে যাত্রা।

ভারত: স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির পথে

"नारी तू नारायणी, तुमसे ही सामर्थ्य है, तुम्ही हो राष्ट्रशक्ति" - এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে নতুন ভারত উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় তৈরি করছে। নারীর ক্ষমতা ছাড়া কোনও দেশের সমৃদ্ধি কল্পনা করা যায় না। বিগত ১২ বছর ধরে নারী শক্তির নেতৃত্বে শুধুমাত্র নারীর উন্নতির ভাবনা থেকে জাতীয় নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে নারীর উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের সুযোগ-সুবিধা তৈরির লক্ষ্যে গৃহীত অসংখ্য উদ্যোগ এক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ...

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপসমূহ

২০২৩ -এ নতুন সংসদ ভবনে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' প্রণয়নের মাধ্যমে প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

আজ ভারতে স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১৪ লক্ষেরও বেশি মহিলা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। প্রায় ২১টি রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রায় ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে।

- গত ১২ বছরে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'য় ৩ কোটিরও বেশি মহিলা নিজেদের বাড়ির মালিক হয়ে উঠেছেন।
- পিএম আবাস যোজনায় প্রদান করা ৭০%-এর বেশি বাড়ির মালিকানা হয় মহিলাদের নামে এককভাবে কিংবা যৌথভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

- 'স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া' প্রকল্পে ঋণের ৭৫% মহিলাদের নামে অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া, 'জন ধন' ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৫৫% মহিলার নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

৭০% অনুমোদিত ঋণ মহিলাদের প্রদান করা হয়েছে 'মুদ্রা যোজনা'র আওতায়।

- মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সীমা বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে।
- বিগত ১২ বছরে ১০০ মিলিয়ন মহিলা এসএইচজি'তে যোগ দিয়েছেন।
- গ্রামীণ অর্থনীতিকে ত্বরান্বিত করতে সরকার ৬ কোটি মহিলাকে 'লাখপতি দিদি'তে পরিণত করার লক্ষ্য স্থির করেছে। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩ কোটিরও বেশি গ্রামীণ মহিলা 'লাখপতি দিদি'র মর্যাদা পেয়েছেন।

- সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ 'সুস্থ নারী, সশক্ত পরিবার' অভিযানের আওতায় প্রায় ৭ কোটি মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।
- ২০১৫ সালে শিশু এবং গর্ভবতী নারীদের টিকাকরণের লক্ষ্যে সরকার মিশন ইন্দ্রধনুষ কর্মসূচি চালু করে।
- মিশন শক্তি পোর্টাল: জানুয়ারি, ২০২৫-এ চালু হওয়া মিশন শক্তি পোর্টাল (https://missionshakti.wcd.gov.in /)-এ ২৩ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ২,৪২৮ জন আধিকারিকের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন

৪৮% স্টার্টআপে অন্তত একজন মহিলা ডিরেক্টর রয়েছেন।

- ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতেছে। একইভাবে, দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেট দলও বিশ্বকাপ জিতেছে।
- ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি থেকে মহিলা ক্যাডেটদের প্রথম ব্যাচ উত্তীর্ণ হয়েছে।

মহিলা কর্মী জনসংখ্যার অনুপাত

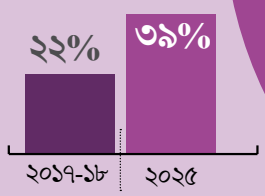

পিএইচডি কার্যক্রমে নথিভুক্ত মহিলা গবেষকের সংখ্যা দ্বিগুণ ছাড়িয়ে গেছে, অনন্যসাধারণ ১৩৫.৬% বৃদ্ধি (২০১৪-১৫ থেকে ২০২২-২৩)। সেই সুবাদে, অতিরিক্ত ৬৪,৭২৪ জন মহিলা গবেষকের অন্তর্ভুক্তি।

গণিত এবং বিজ্ঞানে বিশেষত এসটিইএম শিক্ষায় মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার

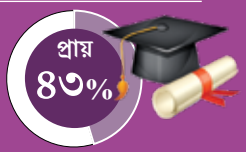

Cover Story

12 Years of Vikas Yatra

কল্যাণের আলোকবর্তিকা উজ্জ্বলা যোজনা

১০.৫৭ কোটিরও বেশি রান্নার গ্যাস সংযোগ ০১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় প্রদান করা হয়েছে।

মহিলারা এখন দিনে ২-৩ ঘন্টা সময় সাশ্রয় করতে পারছেন, যা আগে কাঠের জ্বালানি থেকে স্টোভ ব্যবহারের কাজে ব্যয় হ'ত। মহিলারা এখন এই সময় বাড়তি উপার্জন বা পরিবারের কাজে ব্যয় করতে পারছেন।

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প

২২ জানুয়ারি, ২০১৫'তে হরিয়ানার পানিপথে চালু হওয়া বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও (বিবিবিপি) প্রকল্পটি এক দশক পূর্ণ করেছে।

জাতীয় স্তরে জন্মের লিঙ্গানুপাতে উন্নতি

৯১৮ (২০১৪-১৫) → ৯২৯ (২০২৪-২৫)

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ছাত্রীদের মোট নথিভুক্তির হার

২০১৪-১৫	৭৫.৫১%
২০২৪-২৫	৮০.২%

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান

৮,৮১২ নথিভুক্ত স্বেচ্ছাসেবী

২২,৩৪৯ জন পিএমএসএমএ পরিষেবা প্রদান করছেন

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা

এই প্রকল্পে সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা গর্ভবতী এবং দুগ্ধদায়িনী মায়েদের প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে ৫,০০০ টাকা (সেইসঙ্গে, জননী সুরক্ষা যোজনা'য় গড়ে ৬,০০০ টাকা সহ) এবং দ্বিতীয় সন্তানের (যদি কন্যা হয়) ক্ষেত্রে ৬,০০০ টাকার প্রসূতিকালীন সুবিধা প্রদান করা হয়।

৪.২৮ কোটি মহিলা সুবিধা পেয়েছেন।

৪.৯২ কোটি মহিলা নথিভুক্ত হয়েছেন।

মোট **২০,১৫০** কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা: কন্যা শিশুদের সশক্ত করছে

- সরকারের 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' অভিযানের আওতায় ২২ জানুয়ারি, ২০১৫'তে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা চালু করা হয়, সুদের হার ৮.২%।
- চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৪.৬ কোটিরও বেশি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং মোট ৩.৩৩ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি জমা পড়েছে।

"আজ উন্নত ভারতের পথে আমাদের যাত্রায় মহিলাদের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমি আনন্দিত যে, ২০১৪ সালে দেশের মানুষ আমাকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সরকার মহিলাদের জীবনের প্রতিটি চক্রের জন্য প্রকল্প চালু করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করেছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

অগ্রদূতরা ভারতের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরছেন

এটাই সময়; এটাই সঠিক সময়; এটাই ভারতের মূল্যবান মুহূর্ত... বিকশিত ভারতের তরুণদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই মন্ত্র বার্তা দিচ্ছে যে, ভারতের তরুণ প্রজন্ম তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় নতুন দিশা দিতে তৈরি। এটা এমন একটা যুগ, যখন ভারত বিশ্বের তরুণতম রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই, বিগত ১২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে যুব শক্তির সম্ভাবনা এক নতুন পরিচয় অর্জন করেছে এবং ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও চিরায়ত সাফল্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে – নতুন ভারতের "অমৃত পীড়ি"।

স্টার্টআপ

২.২৩ লক্ষেরও বেশি স্টার্টআপ চালু হয়েছে, ২৩.৩৬ লক্ষেরও বেশি চাকরির সংস্থান হয়েছে। তহবিলের যোগান, ঋণ সহায়তা এবং গণসংগ্রহের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে।

- ২০১৪'তে ভারতে শুধুমাত্র ৪টি ইউনিকর্ন ছিল; আজ দেশে ১২৭টি সক্রিয় ইউনিকর্ন রয়েছে।

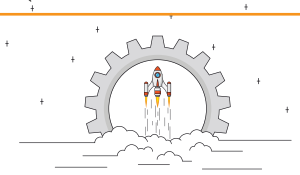

৫৫,২০০ স্টার্টআপ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে, এই উদ্যোগ চালু হওয়ার পর থেকে এটি হল একটি বর্ষে সর্বোচ্চ সংখ্যক অনুমোদন।

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (পিএমএমওয়াই)

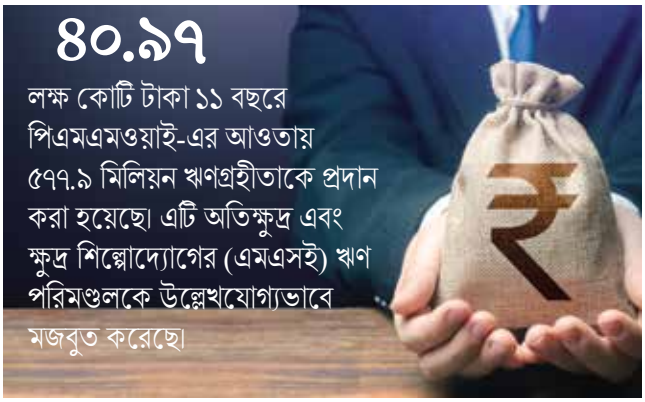

- মুদ্রা যোজনায় নন-কর্পোরেট এবং কৃষি বহির্ভূত আয় সংস্থানকারী ক্ষেত্রে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি

২০১৪ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত:

- আইআইটি-র সংখ্যা ১৬ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৩।
- আইআইএম-এর সংখ্যা ১৩ থেকে বেড়ে হয়েছে ২১।

এইমস-এর সংখ্যা ৭ থেকে বেড়ে হয়েছে **২৩**

- মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৩৮৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮১৮।
- জঞ্জিবার এবং আবুধাবিতে আইআইটি'র আন্তর্জাতিক ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা

১.৬৪ কোটি প্রার্থীকে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (পিএমকেভিওয়াই)-এর আওতায় ৩৫টিরও বেশি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৩,১৫,০১৪

প্রার্থীকে নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

তরুণদের সশক্ত করতে ১২ বছরের কর্মকাণ্ড

১২

লক্ষ চাকরি রোজগার মেলার মাধ্যমে।

১০,০০০

-এর বেশি

অটল টিঙ্কারিং ল্যাব বিদ্যালয়গুলিতে স্থাপন করা হয়েছে, ১১ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া এর সঙ্গে যুক্ত।

- তিন দশক পর নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০ কার্যকর করা হয়েছে।
- ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তরুণ প্রজন্ম রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৬৫%-এর বয়স ৩৫ বছরের নীচে।
- নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ৯-১২ জানুয়ারি, ২০২৬-এ জাতীয় যুব উৎসব (এনওয়াইএফ) ২০২৬-এর আয়োজন করা হয়।
- পিএম-শ্রী (পিএম স্কুলস ফর রাইজিং ইন্ডিয়া) – কেন্দ্রীয় অনুদানপুষ্ট একটি প্রকল্প। এর লক্ষ্য হ'ল – এনইপি'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয়গুলির আধুনিকীকরণ।
- ১৫ অগাস্ট, ২০২৫-এ প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা কার্যকর করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩.৫ কোটি তরুণের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভারতের তরুণরা আন্তর্জাতিকভাবে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছেন। আমাদের যুব শক্তি গতি, উদ্ভাবন এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের তরুণরা ভারতের অগ্রগতিকে এক অতুলনীয় শক্তি ও দৃঢ় অঙ্গীকারের পথে চালিত করেছেন।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

খেলো ইন্ডিয়া

২৭,৫০০

-রও বেশি অ্যাথলিট বর্তমানে খেলো ইন্ডিয়া সেন্টারগুলিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

অগ্নিপথ প্রকল্প

- ১৫ জুন, ২০২২ সালে সরকার অগ্নিপথ প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সশস্ত্র বাহিনীর ৩টি শাখায় 'অগ্নিবীর' হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাঁদের পদ মর্যাদা হবে অফিসারের নীচে এবং কার্যকাল ৪ বছরের।

১৭.৫

থেকে ২১ বছর বয়সী তরুণদের চার বছরের জন্য অগ্নিবীর হিসেবে সামরিক সেবায় নিযুক্ত করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৪৬,০০০

কর্মী প্রথম ব্যাচে ২০২৩-এ তাঁদের প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। 'সেবা নিধি' প্যাকেজের পাশাপাশি তাঁদের শৃঙ্খলা, নেতৃত্বদান এবং কারিগরি দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং কর্মজীবন পরবর্তী সময়ে চাকরির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

Cover Story
12 Years
of Vikas Yatra

প্রান্তিকদের অগ্রাধিকার- সুশাসনের হলমার্ক

আজ সাম্যের চেতনা নিয়ে দেশ জুড়ে কাজ করা হচ্ছে, যার ফলে বিগত ১২ বছরে এক বিপুল সংখ্যক সুবিধাপ্রাপকের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের অধিকারকে অগ্রাধিকারের নীতি গ্রহণ করে তাঁর কার্যকালের সূচনা করেছিলেন। এই প্রথম সরকার তাঁদের কাছে সক্রিয়ভাবে পৌঁছে গিয়েছিল, যাঁদের দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রায়ই বলেন, "যাঁদের কাছে কেউ পৌঁছয় না, মোদী তাঁদের সম্মান করে।" মর্যাদাপূর্ণ জীবন অর্জনের মাধ্যমে এইসব মানুষজন এখন দেশের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অবদান রেখে চলেছেন।

আদিবাসী ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

৭২৮ টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক অনুমোদন করেছে; এর মধ্যে ৪২৮টি বিদ্যালয় ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়েছে, বর্তমানে ২৪৯টির কাজ চলছে এবং ৪৬টির কাজ প্রাক্-নির্মাণ পর্যায়ে রয়েছে।

- ১৫ নভেম্বর, ২০২১-এ আদিবাসী স্বাধীনতা যোদ্ধা বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' (আদিবাসী গৌরব দিবস) ঘোষণা করা হয়।

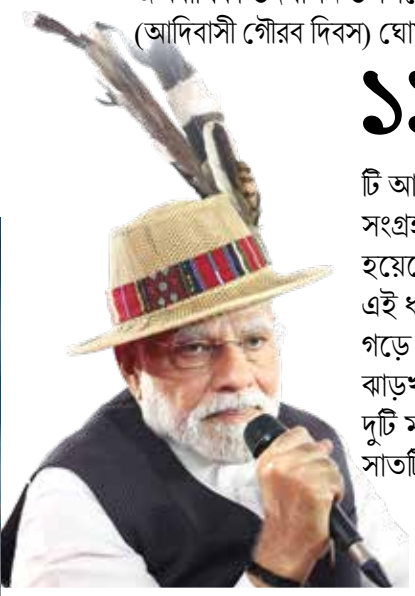

১১ টি আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগ্রহালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত তিনটি রাজ্যে এই ধরনের চারটি সংগ্রহালয় গড়ে তোলা হয়েছে ; একটি ঝাড়খণ্ডে, একটি ছত্তিশগড়ে এবং দুটি মধ্যপ্রদেশে, অন্যদিকে বাকি সাতটির কাজ চলছে।

প্রান্তিকদের সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ

- ১৩ মার্চ, ২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী 'প্রধানমন্ত্রী সামাজিক উত্থান এবং রোজগার আধারিত জনকল্যাণ' (পিএম-সুরজ) জাতীয় পোর্টালের সূচনা করে। এই পোর্টালটি সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষদের ঋণ সহায়তার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকারের বার্তা দিচ্ছে।

১.১৫ কোটি পথ বিক্রেতা সংশোধিত পিএম SVANidhi প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ৭৪.৯০ লক্ষ সুবিধাপ্রাপককে ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ঋণদানের সময়সীমা ৩১ মার্চ, ২০৩০ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

- বলিষ্ঠ নীতির মাধ্যমে ৬০ কোটির বেশি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্রসীমার ওপরে তুলে আনা হয়েছে।
- ৩১.৬৫ কোটির বেশি e-Shram কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায় বর্তমানে ১৪টি সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প রয়েছে।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ ই-শ্রম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করে।
- ২০১৮-তে ১০২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য জাতীয় কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়।
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৭৫ লক্ষের বেশি তপশিলি জাতি সুবিধাপ্রাপককে ৭,৯৮১.৪৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে, যা প্রধান মেধাভিত্তিক প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির বার্তা দিচ্ছে।
- ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে 'দিব্যাঙ্গ কৌশল যোজনা' এবং 'দিব্যাঙ্গ সাহারা যোজনা' ঘোষণা করা হয়েছে।

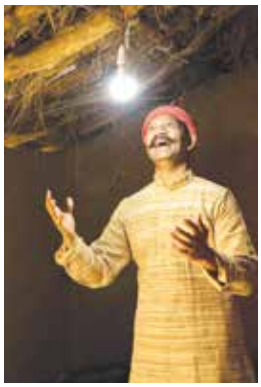

প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলি হর ঘর যোজনা

দেশের ২.৮৬ কোটি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০১৯-এর আগে সমস্ত রাজ্যে ইচ্ছুক এবং বিদ্যুৎহীন বাড়িতে ১০০% বৈদ্যুতিকরণের সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

শ্রম বিধি

চারটি শ্রমবিধি রূপায়ণ সংক্রান্ত ঘোষণা - মজুরিবিধি ২০১৯, শিল্প সম্পর্ক বিধি ২০২০, সামাজিক সুরক্ষা বিধি ২০২০ এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত বিধি ২০২০ - কার্যকর হয়েছে ২১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে। বর্তমানের ২৯টি শ্রম আইনের পরিবর্তে এগুলিকে কার্যকর করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার সাফল্য

প্রায় ৩০ লক্ষ কারিগর এবং কারুশিল্পী নাম নথিভুক্ত করেছেন।

৪১,১৮৮ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন

৪,৭৮,০২০

জনের জন্য।

দক্ষতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে

২৬,৩৬,৮৬৫

জন কারিগরের।

২৩,৬৯,২৪৯

ই-ভাউচার প্রদান করা হয়েছে।

বিকশিত ভারত - গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড অজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) (ভিবি-জি রাম জি আইন, ২০২৫)

এই আইনের আওতায় গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে প্রত্যেক আর্থিক বর্ষে অন্তত ১২৫ দিনের মজুরি সংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে - আগের ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা থেকে বৃদ্ধি।

“

গরিব, বঞ্চিত, সমস্ত অবহেলিত মানুষ, যাঁদের জন্য সরকারি কার্যালয়ের দরজা আগে বন্ধ থাকত, তাঁরাই এখন আমার অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছেন। মোদী শুধুমাত্র তাঁদের কথা প্রথমে ভাবেন না, তাঁদের পুজোও করেন। আমার কাছে দেশের প্রতিটি গরিব মানুষ এক এক জন ভিআইপি। দেশের প্রতিটি মা, বোন এবং কন্যা আমার কাছে ভিআইপি। দেশের প্রতিটি কৃষক আমার কাছে ভিআইপি। দেশের প্রতিটি তরুণ আমার কাছে ভিআইপি।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

আত্মনির্ভর ভারতের ভিত্তি

কৃষিক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা আত্মনির্ভর ভারতের প্রধান স্তম্ভ। শ্রী অন্ন (মিলেট)-এর আন্তর্জাতিক পরিচিতি, কৃষকদের উৎপাদন খরচের দেড় গুণ লাভ সুনিশ্চিত করতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) বৃদ্ধি, কিংবা কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ, যাই হোক না কেন, এগুলি শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি নয়, এগুলি হল সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার। বিগত ১২ বছর ধরে শিল্পের মতোই কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত নীতি এবং উদ্যোগসমূহ কৃষকদের আর্থিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করেছে। যে সব ক্ষেত্রে ভারত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল, সেগুলিকে চিহ্নিত করা এবং স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে গৃহীত নির্ণায়ক পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে দেশ এই ভাবনা নিয়ে এগোচ্ছে যে : সশক্ত কৃষক, সমৃদ্ধ দেশ।

জাতীয় কৃষি বাজার (e-NAM)

মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে

১,৬৫৬

মাণ্ডিকে (পাইকারি বাজার) ২৩টি রাজ্য ও ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সুসংহত করা হয়েছে।

অতিরিক্ত

১.৮০

কোটির বেশি কৃষক, ২.৭৩ লক্ষ ব্যবসায়ী এবং ৪,৭২৪টি কৃষক-উৎপাদক সংস্থা (এফপিও) ই-ন্যাম প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্ত হয়েছে।

- ২০১৬ এবং মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে মোট ১৩.২৫ কোটি মেট্রিক টনের ব্যবসা হয়েছে, যার আর্থিক পরিমাণ ৪.৮৪ লক্ষ কোটি টাকা।
- বাণিজ্যিক মূল্যমান ২০২৪-এর ৩.১৯ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৬-এ ৪.৮৪ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ব্যবসার মাত্রা বৃদ্ধির বার্তা দিচ্ছে।
- মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ২০৪.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষিপণ্যের বাণিজ্য হয়েছে, যা সুস্থিত পরিচালনগত গতির বার্তা দিচ্ছে।
- e-NAM অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল ভিত্তিক মূল্য সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে, এর আওতায় আনা হয়েছে ২৪৭টি পণ্যকে।

শ্রী অন্ন – মিলেট (শ্রী অন্ন)-এর গুরুত্ব তুলে ধরে ২০০৮-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটি প্রস্তাব পেশ করেন, যার সূত্র ধরে ২০২৩-কে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

- ২০২৪-২৫ বর্ষে উৎপাদন পৌঁছে যায় প্রায় ১৮.৫৯ মিলিয়ন টনে। এই সাফল্যের ফলে ভারত মিলেট উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করে নেয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটক।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মানধন যোজনা (পিএম-কেএমওয়াই)

এই প্রকল্পে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত ২৪.৯৫ লক্ষ কৃষকের নাম নথিভুক্ত হয়েছে এবং সেই সূত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা পাচ্ছেন।

ফসল বিমা সুরক্ষা

- প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা (পিএমএফবিওয়াই)-য় ২০২৪-২৫ বর্ষে ৪.১৯ কোটি কৃষকের বিমা করা হয়েছে, আওতায় আনা হয়েছে ৬.২ কোটি হেক্টর জমিকে।
- ২০১৬-১৭ থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ১.৯০ লক্ষ কোটি টাকা বিমা প্রদান করা হয়েছে। এই পর্বে ৮৬ কোটির বেশি আবেদন ফসল বিমার জন্য জমা পড়েছে।
- ২০২২-২৩-এর তুলনায় ৩২ শতাংশ বেশি জমিকে এর আওতায় আনা হয়েছে, এর ফলে জলবায়ু এবং বাজার সংক্রান্ত ঝুঁকির বিরুদ্ধে সুরক্ষা আরও জোরদার হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ চালু

- দেশের স্বনির্ভরতা অর্জন এবং কৃষক কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ অক্টোবর, ২০২৫-এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রকল্প চালু করেন।
- প্রথমটি হল প্রধানমন্ত্রী ধন ধান্য কৃষি যোজনা এবং দ্বিতীয়টি হল, ডাল স্ব-নির্ভরতা মিশন।

২৪,০০০

কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রী ধন ধান্য কৃষি যোজনায় বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, অন্যদিকে ডালের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা মিশনের জন্য ১,৪৪০ কোটি টাকার বাজেট ধরা হয়েছে।

- এই প্রকল্পগুলিতে সরকার ৩৫,০০০ কোটি টাকার বেশি খরচ করতে প্রস্তুত। এই দুটি উদ্যোগের ফলে ভারতের কোটি কোটি কৃষকের ভাগ্য বদলে যাবে।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড

১০

লক্ষ কোটি টাকার বেশি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি)-র মাধ্যমে ৭.৫৭ কোটি কৃষককে প্রদান করা হয়েছে।

- চাষাবাদ এবং পশুপালন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা মেটাতে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কৃষকরা কম সুদের হারে ঋণ পেতে পারেন।

১.৫৫

কোটি রুপে কেসিসি কার্ড ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত সমবায় সমিতিগুলির সদস্যদের প্রদান করা হয়েছে।

১২ বছরের সাফল্যসমূহ

- বিগত ১২ বছরে ভারতে কৃষি রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং শস্য উৎপাদন প্রায় ৯০ মিলিয়ন মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ফল এবং সবজির উৎপাদন ৬৪ মিলিয়ন মেট্রিক টনের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। দুগ্ধ উৎপাদনে আজ বিশ্বের মধ্যে আমরা এক নম্বরে।
- মৎস্য উৎপাদনে ভারত বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। ২০১৪ সালের তুলনায় ভারতে মধু উৎপাদনও দ্বিগুণ হয়েছে। বিগত ১২ বছরে ডিম উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে।
- এই সময়ের মধ্যে ৬টি বড় সার কারখানা স্থাপিত হয়েছে। ২৫ কোটির বেশি মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
- ১০ মিলিয়ন হেক্টরের জমিতে ক্ষুদ্র সেচের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে।
- পিএম ফসল বিমা যোজনার আওতায় কৃষকরা প্রায় ২০০,০০০ কোটি টাকা পেয়েছেন।
- গত ১২ বছরে ১০,০০০-এর বেশি এফপিও গঠন করা হয়েছে।

বিশ্ব কৃষি বাজারে ভারত

- ২০২০ অর্থবর্ষে কৃষি রপ্তানি থেকে ভারতের রাজস্ব আয় হয়েছিল ৩৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৫-এ তা বেড়ে হয়ে ৫১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- ২০২৫ অর্থবর্ষে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সহ কৃষি খাদ্যের রপ্তানি পৌঁছয় ৪৯.৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১১.২ শতাংশ।

১২ বছরে কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ বাজেট ছয় গুণ বৃদ্ধি

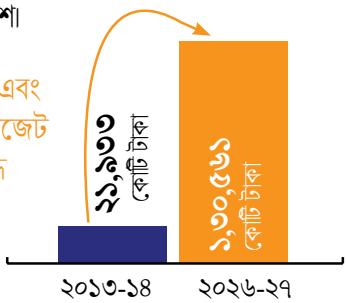

“স্বাধীনতার বহু দশক পর আজ দেশে আমাদের সরকার রয়েছে, যাঁরা কৃষকের যন্ত্রণা এবং দুঃখ উপলব্ধি করতে পারে। তাই ভারত সরকার কৃষকদের স্বার্থে ক্রমাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে। আমরা বীজ থেকে বাজার পর্যন্ত কৃষকদের জন্য এক নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছি।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

Cover Story
12 Years
of Vikas Yatra

দেশ নির্মাণ

উন্নত ভারতের অঙ্গীকারই প্রকৃত ‘জাতীয় নীতি’

ইংরেজিতে বলা হয় : “কেকের আকার গুরুত্বপূর্ণ”- এর অর্থ হল, কেক যত বড় হবে, মানুষ তত বড় আকারের টুকরো পাবেন। এই দর্শনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের অর্থনীতির আকারকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে। অর্থনীতির আকার যত বড় হবে, স্বাভাবিকভাবেই দেশের সমৃদ্ধি তত বেশি হবে। এই সমৃদ্ধি আয়, প্রত্যেক পরিবারের জীবনযাপনের মান এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন আনবে। ভারতীয় অর্থনীতির যাত্রায় এটি এখন একটি ভিত্তি হয়ে উঠেছে। একইভাবে যে কোনও দেশের অগ্রগতিতে পরিকাঠামো প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি শুধুমাত্র উৎপাদন ও লজিস্টিক ক্ষেত্রকে জোরদার করে না, সেইসঙ্গে সামাজিক সম্প্রীতিকেও মজবুত করে এবং দেশের অগ্রগতির আখ্যানে এক নতুন গতি সঞ্চার করে। যখন এই অগ্রগতির আখ্যানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরস্পরের সঙ্গে সুসংহত হয়, তখন এর ফলে ‘সহজে ব্যবসা করা’র প্রতি মানুষের মনে আস্থা তৈরি হয় এবং নাগরিকদের জন্য ‘সহজ জীবনযাপন’-এর পথ সুগম হয়। বিগত ১২ বছর ধরে দেশ নির্মাণের যাত্রায় ‘অষ্টলক্ষ্মী’- অর্থাৎ উত্তর পূর্বাঞ্চলও - অগ্রগতির এক গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সংক্ষেপে উন্নয়নের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক অগ্রগতি ও আর্থিক সমতা ত্বরান্বিত করেছে, নীতির সংস্কার দেশ গড়ার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে, উন্নত ভারতের অঙ্গীকারের বাস্তবায়নের পথ সুগম করেছে।

অর্থনীতির অমৃতযাত্রা

সামগ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে সামাজিক অগ্রগতি ও আর্থিক ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে নীতি সংস্কার আর্থিক অগ্রগতিতে এক নতুন অধ্যায় তৈরি করেছে। আর্থিক নীতিসমূহ এবং আর্থিক বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করা হয়েছিল, যাতে প্রতিটি নাগরিক তাঁদের নিজেদের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে দেখতে শুরু করেন। মানুষ বুঝতে পারেন, এমন একজন রয়েছেন, যিনি প্রকৃত অর্থে তাঁদের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করেন। কর সংস্কার বা অর্থনীতিকে নতুন দিশা দিতে উদ্যোগসমূহ, যাই হোক না কেন, জিএসটি, করদাতার সনদ, অথবা মুখাবয়বহীন ব্যবস্থা, কাঠামোগত সংস্কার অর্থনীতিতে এক সতেজ গতি এনেছে। এর ফলে ভারতের বিকাশশীল ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এক নতুন কাহিনীর সূচনা হয়েছে।

উন্নত দেশগুলির সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

- ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ নতুন নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষত রপ্তানিতে এই দেশ প্রতিদিন নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে।
- আর্থিক বিকাশের এই দ্রুত গতির পিছনে প্রাথমিক অনুঘটক হিসেবে রয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতীয় বাজারের আন্তর্জাতিক বিস্তার, যা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পথ সুগম করেছে।

২৭ এপ্রিল, ২০২৬-এ ভারত নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি এই ধরনের নবম চুক্তি

৩৮ টি উন্নত দেশের সঙ্গে।

অগ্রগতির গতির শক্তিশালীকরণ

২০২৫-এ জাপানকে টপকে গিয়ে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

২০৩০-এর মধ্যে আনুমানিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) পৌঁছবে **৭.৩** ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে

- বিশ্ব বাণিজ্য এবং নীতির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার মধ্যেই শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি ৮.২%-এ পৌঁছনোর ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে, এটি ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ৭.৪%-এর চেয়ে বেশি। এটি বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ।
- প্রকৃত মোট মূল্য সংযোজন (জিভিএ) ৮.১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে শিল্প এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রবল গতি এসেছে।

বিশ্বের দ্রুততম - বিকাশশীল অর্থনীতি

- বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ বর্ষে ভারতের অর্থনীতি প্রায় ৬.৬% হারে বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে ভারত বিশ্বের দ্রুততম-বিকাশশীল প্রধান অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠবে।

বিশ্বের অর্থনৈতিক চিত্র

- আউটলুক ২০২৬ অনুযায়ী, ভারতের অগ্রগতির হার ধরা হয়েছে ৬.৫%, এটি উন্নত দেশগুলির তুলনায় ১.৮%, উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় ৩.৯% এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ৩.১%।
- আমেরিকা : ২.৩% > জার্মানি : ০.৮% > যুক্তরাজ্য : ০.৮%
- চিন : ৪.৪% > ব্রাজিল : ১.৯%

আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানি রেকর্ড ৮৬০.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, এটি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪.২২% বেশি। ২০১৪-তে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৪৮

বিলিয়ন ডলারের বৈদ্যুতিন পণ্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রপ্তানি করা হয়েছে, ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এর পরিমাণ ছিল ৬.৩ বিলিয়ন ডলার। গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২০.৩%।

- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারত ৫২.৬ বিলিয়ন ডলারের কৃষিজাত, উদ্ভিদজাত এবং সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি করেছে, ২০১৩-১৪ বর্ষে এর পরিমাণ ছিল ৩৯.৬ বিলিয়ন ডলার।

মোবাইল ফোন রপ্তানি ১৬৬ গুণ বৃদ্ধি

(লক্ষ কোটি টাকায়)

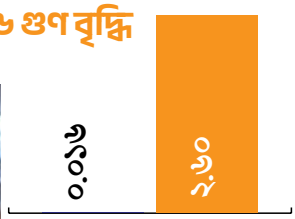

প্রতিরক্ষা রপ্তানি ২০ গুণ বৃদ্ধি

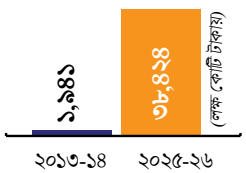

এমএসএমই : অর্থনীতিকে মজবুত করছে

৭.৪৭

কোটি+ এমএসএমই উৎপাদন ক্ষেত্র ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত।

৩১.১%

এই ক্ষেত্রের অবদান ভারতের জিডিপি-তে।

৪৮.৫৮% অবদান এমএসএমই ক্ষেত্রের দেশের মোট রপ্তানিতে।

৩৫.৪%

অংশীদারিত্ব উৎপাদন ক্ষেত্রের আউটপুটে আসে এমএসএমই-গুলি থেকে।

৩২.৮

কোটি মানুষ এমএসএমই-র মাধ্যমে জীবনজীবিকা নির্বাহ করেন।

পরিসংখ্যানে শক্তি ও সুস্থায়িত্বের প্রতিফলন

৩৫৭.১৪

লক্ষ কোটি টাকা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি ধরা হয়েছে, ভারতের অর্থনীতির শক্তির বার্তা দিচ্ছে।

৪৮৪

বিএসই-তে ৪৮৪ কোটি টাকার মূলধন ভারতীয় শেয়ার বাজারের ক্রমবর্ধমান শক্তির বার্তা দিচ্ছে। (পরিসংখ্যান ১৪ মে, ২০২৬ পর্যন্ত)।

- মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত পিএলআই প্রকল্পে ২০.৪১ লক্ষ কোটি টাকার বিক্রয় হয়েছে।
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে ১৩৫.৪ বিলিয়ন ডলার অর্থ ভারতে এসেছে, বিশ্বের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি।
- ডিসেম্বর ২০২৫-এ তপশিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি র এনপিএ-র আনুপাতিক হার ছিল ১.৮৯% (৪.০৩ লক্ষ কোটি টাকা), মার্চ ২০২৫-এ এই হার ছিল ৪.২৮% (৩.২৩ লক্ষ কোটি টাকা)
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২২ লক্ষ কোটি+ টাকা জিএসটি সংগ্রহ হয়েছে।
- সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত আইবিসি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৩.৯৯ লক্ষ কোটি টাকা ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

৭০১

বিলিয়ন ডলার

জানুয়ারি ২০২৬-এ ভারতের বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়ে ছিল, মার্চ ২০২৫-এ এর পরিমাণ ছিল ৬৬৮.৩ বিলিয়ন ডলার।

এখন অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থ সাশ্রয় হবে

১২.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের ক্ষেত্রে নতুন কর ব্যবস্থা অনুযায়ী, এখন কোনও আয়কর দিতে হবে না, এর ফলে মানুষ আরও অর্থ ব্যয় করতে পারবেন।

সরকারের ওপর আস্থা বাড়ছে...

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা দ্বিগুণ

২৮ লক্ষ কোটি+ টাকা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মোট প্রত্যক্ষ কর সংগৃহীত হয়েছে।

- পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি কর প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে এবং করদাতার ভিত্তির ১.৫ কোটি বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, এর ফলে এপ্রিল ২০২৫-এ জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা।

২.৪৩ লক্ষ কোটি টাকা এপ্রিল ২০২৬-এ জিএসটি সংগ্রহ হয়েছে।

১০.৯%

আনুমানিক কর রাজস্ব থেকে জিডিপি অনুপাত ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের জন্য ধরা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬-এর ১০.৮% থেকে সামান্য বেশি।

নতুন চাকরি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

- ভারতে বেকারত্ব হ্রাসের হার এর অর্থনীতির গতির মধ্যে নিহিত শক্তির বার্তা দিচ্ছে।
- ২০২৫ পিএলএফএস সমীক্ষায় বেকারত্বে উল্লেখযোগ্য হ্রাসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, সেইসঙ্গে অংশগ্রহণের হার ও কর্মসংখ্যার অনুপাত, উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উন্নতির বার্তা দেওয়া হয়েছে।
- নভেম্বর ২০২৫-এ ১৫ বছর এবং তার বেশি বয়সীদের বেকারত্বের হার ৪.৮৫ শতাংশে নেমে আসে, অক্টোবর ২০২৫-এ এই হার ছিল ৫.৪ শতাংশ।
- এটি এপ্রিল ২০২৫ (৫.১ শতাংশ)- এর পর থেকে সর্বনিম্ন হার।

আধুনিক পরিকাঠামো ভারতের ভিত্তি মজবুত করছে

একমাত্র সাহসী সংস্কার এবং নজিরবিহীন উন্নয়নের মাধ্যমে 'নতুন ভারত'-এর নির্মাণকে সম্ভব করে তুলেছে। পরিকাঠামো-চালিত উন্নয়নকে সামনে রেখে দেশ প্রতিটি ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ গতিতে কাজ করে চলেছে - তা জল, স্থল বা আকাশ, যেখানেই হোক না কেন। শত শত সেতু, নতুন সংসদ ভবন, ভারত মণ্ডপম এবং যশোভূমির মতো নজরকাড়া কাঠামো ভারতের ভাগ্য গড়ে দিচ্ছে। এখন স্বাধীনতার শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ভারত তার পরিকাঠামোকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই সূত্রে 'উন্নত ভারত'-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার পথ সুগম করছে...

১২ বছরে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় ৬ গুণ বৃদ্ধি

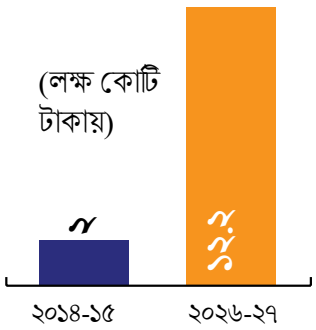

আধুনিক ভারতকে মজবুত করতে ২০০০ পরিকাঠাম প্রকল্প

৪১.৫

লক্ষ কোটি টাকার বেশি ১৯০০টি পরিকাঠামো প্রকল্পের কাজ দেশে চলছে। এগুলির প্রতিটির খরচ ১৫০ কোটির বেশি।

- সুনির্দিষ্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম PAIMANA-র মাধ্যমে ভারত সরকার এইসব কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের পরিকাঠামো প্রকল্পের তদারকি করছে। এর ফলে সঠিক সময়ে মূল্যায়ন এবং ডেটা-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ সহজ হচ্ছে।
- মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে বর্তমানে চলতে থাকা দেশের এইসব পরিকাঠামো প্রকল্পে প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই ব্যয় প্রকল্পের সংশোধিত আনুমানিক খরচের প্রায় ৪৮.০২ শতাংশ।

১,৪২৮

প্রকল্প পরিবহন ও লজিস্টিক ক্ষেত্রের (সর্বোচ্চ সংখ্যক) সঙ্গে যুক্ত, ব্যয়ের পরিমাণ ২২.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা। এর থেকে স্পষ্ট, দেশ যোগাযোগ-ভিত্তিক পরিকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

৭৭৭

প্রকল্পের কাজ ৮০%-এর বেশি এগিয়েছে।

১,৯৪১

চলতে থাকা পরিকাঠামো প্রকল্পের মধ্যে ৭৮৬টি "মেগা প্রকল্প", যেগুলির খরচ ১০০০ কোটি টাকা বা তার বেশি।

প্রকল্পের কাজ আর আটকে রাখা বা বিলম্বিত করা যাবে না

- PRAGATI - অতি সক্রিয় প্রশাসন এবং সঠিক সময়ে রূপায়ণের প্রতীক - ২০১৫-তে এটি চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উদ্যোগের আওতায় তাঁর নেতৃত্বে প্রযুক্তির সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্পে নজরদারি চালানো হয়।
- প্রকল্প বিলম্বিত হওয়া কমেছে, খরচও কমানো গেছে।

৮৫

লক্ষ কোটি টাকার ৩৮২টি প্রকল্প প্রগতি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়েছে। যেখানেই বাধা থাক না কেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্দেশ মেনে সময়সীমার বেঁধে তার নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

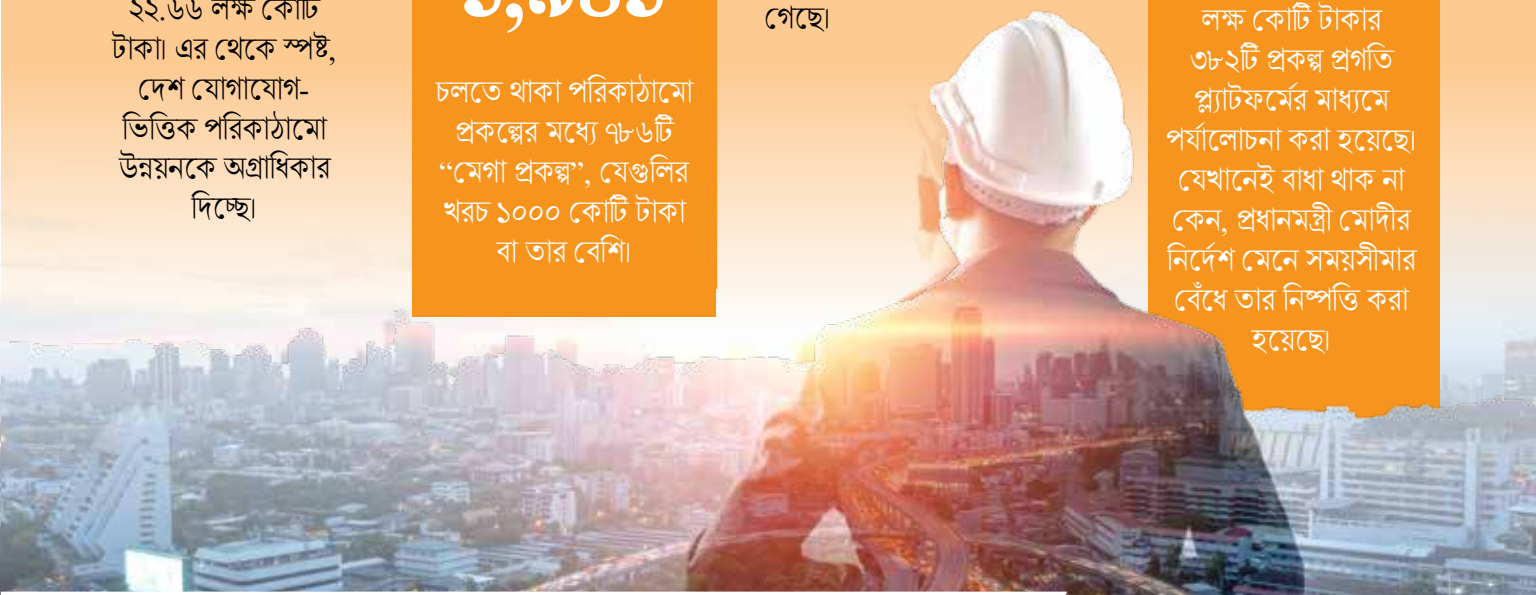

এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে ভারতে

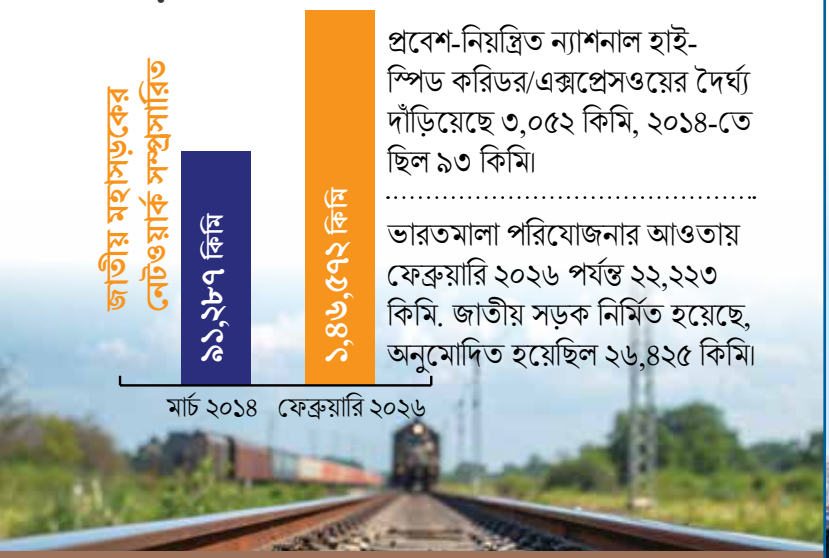

প্রবেশ-নিয়ন্ত্রিত ন্যাশনাল হাই-স্পিড করিডর/এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ৩,০৫২ কিমি, ২০১৪-তে ছিল ৯৩ কিমি।

ভারতমালা পরিযোজনার আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ২২,২২৩ কিমি. জাতীয় সড়ক নির্মিত হয়েছে, অনুমোদিত হয়েছিল ২৬,৪২৫ কিমি।

রেলওয়ে : স্বচ্ছ, সুরক্ষিত এবং দ্রুততর

- রেলের বাজেট বরাদ্দ ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ; ২০১৪-১৫ বর্ষে ৩২,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬-এ ২.৭৮ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৩৩৮ স্টেশনের সংস্কার করা হচ্ছে 'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পের আওতায়, ২০০টির বেশি স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। ২০২৫-২৬এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১৯টি স্টেশনের উদ্বোধন করেন।

১৩৯

টার্মিনাল পিএম গতিশক্তির আওতায় চালু করা হয়েছে ; ৩০০টি জায়গায় নতুন টার্মিনালের উন্নয়নের কাজ অনুমোদন করা হয়েছে।

১৬২ বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা চালু হয়েছে, লক্ষ্য হল, ৪,৫০০টি ট্রেন। ২০৩০-এর মধ্যে ৮০০টি ট্রেন চালুর লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

- জানুয়ারি ২০২৬-এ গুয়াহাটি-হাওড়া রুটে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়; ২৬০টি বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।
- ৫১ কিলোমিটার দীর্ঘ বৈরবি-সোইরাং রেললাইনের কাজ শেষ হওয়ায় মিজোরাম এবং রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে।
- ২২ জানুয়ারি, ২০২৬-এ ২,৭৬৮ মেট্রিক টন চাল বহনকারী ৪২ ওয়াগনের প্রথম পণ্যবাহী ট্রেন অনন্তনাগে পৌঁছায়।
- ৭টি নতুন হাই-স্পিড রেল করিডর গড়ে তোলা হবে। প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার বিস্তৃত একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা হবে। এতে ১৬ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে।

সামুদ্রিক পরিকাঠামোর সশক্তিকরণ

নোটিফায়েড জাতীয় জলপথ

২০১৪-র ৫ থেকে বেড়ে ২০২৬-এ ১১১। ভারতীয় পতাকাবাহী

জাহাজ/বড় জলযানের সংখ্যা

২০১৪-র ১২৫০ থেকে বেড়ে ২০২৬-এ ১৫৯৩।

প্রধান বন্দরগুলির সক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ

২০১৪-র ৮৭৩ এমএমটিপিএ (বার্ষিক মিলিয়ন মেট্রিক টন) থেকে বেড়ে ২০২৬-এ ১,৭২৬ এমএমটিপিএ।

"

আজ দেশ জুড়ে মেগা প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। আপনি যদি উত্তরের দিকে তাকান, জম্মু ও কাশ্মীরে তৈরি হয়েছে বিশ্বের অন্যতম উচ্চ রেলসেতু চেনাব ব্রিজ। আপনি যদি পশ্চিমের দিকে এগোন, দেখবেন মুম্বইয়ে তৈরি হয়েছে দেশের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু অটল সেতু। এবং আপনি যদি পূর্বে যান দেখবেন, আসামের বোগিবিল সেতু। দক্ষিণে তৈরি হয়েছে বিশ্বের অন্যতম উল্লম্ব সেতু পমবন ব্রিজ। দেশের প্রথম বুলেট ট্রেনের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক

১,১৫৫

কিলোমিটার - এটি হচ্ছে ২০২৬ পর্যন্ত ভারতের মেট্রো নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য, ২০১৪ সালের ২৪৮ কিলোমিটার থেকে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ।

- ২০২৬-২৭ বর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে - যেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিস্ক গ্যারান্টি ফান্ড এবং আর্বান ইকোনমিক জোন - লক্ষ্য হল, পরিকাঠামো-চালিত অগ্রগতিকে শক্তিশালী করা এবং ভারসাম্যযুক্ত নগরোন্নয়ন।
- সরকারি সম্পদ থেকে আয় ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে, এর ফলে নতুন প্রকল্পে অর্থ যোগান সহজ হয়েছে। এই উদ্যোগ সাফল্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের নজরও কেড়েছে।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বেসরকারি অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

- বিশ্ব ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিম এশিয়ায় ভারত পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বেসরকারি অংশগ্রহণে সবচেয়ে বড় প্রাপক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ভারত, যা এই অঞ্চলে মোট বিনিয়োগের ৯০ শতাংশের বেশি।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যয় কর্মসংস্থানকে চাঙ্গা করছে

- আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ) জানিয়েছে, প্রতি ১ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৮.৩ কোটি টাকা) পরিকাঠামো ক্ষেত্রে লগ্নি করলে ৭ থেকে ৩০ জনের নতুন চাকরির সংস্থান হয়। এর ফলে ইস্পাত, সিমেন্ট এবং পরিবহনের মতো ক্ষেত্রগুলি সরাসরি উপকৃত হয়, যেখানে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়।
- একটি বছরে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ১২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজের ব্যবস্থা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। হিসেব অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে শুধুমাত্র নির্মাণ ক্ষেত্রে ১০০ মিলিয়ন চাকরির সৃষ্টি হতে পারে।

গ্রামীণ যোগাযোগ বৃদ্ধি...

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা

৮.২৫

লক্ষ গ্রামীণ রাস্তা ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছে।

৭.৮৭

কিলোমিটার রাস্তা ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে নির্মিত হয়েছে।

পিএম গতিশক্তি পরিকাঠামো প্রকল্পে গতি এনেছে

১৬.১০

লক্ষ কোটি টাকার ৩৫২টি পরিকাঠামো প্রকল্প পিএম গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং গ্রুপ পর্যালোচনা করেছে।

২০১টি প্রকল্প অনুমোদিত, যার মধ্যে ১৬৭টি প্রকল্প রূপায়ণের পর্যায়ে রয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
স্বচ্ছতা ও রূপান্তরের এক যুগ

শাস্ত্র বলেঃ সমাধান, উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের মূল ভিত্তি হল বিজ্ঞান। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকের 'নতুন ভারত' "জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান" – এবং এখন "জয় অনুসন্ধান" – এই স্লোগানে সমবেত হয়ে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভারতের অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা এই নতুন ভারতের কাহিনী রচনা করছে···

বৈশ্বিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সূচকে ভারতের শীর্ষস্থান

গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স (GII) ২০২৫
বিশ্বের শীর্ষ উদ্ভাবনী অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারত ৩৮তম স্থান অর্জন করেছে।

WIPO রিপোর্ট ২০২৩
মেধাস্বত্ব ফাইলিং-এর ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে।

নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্স ২০২৪

- NRI (নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্স) হল বিশ্বের অন্যতম প্রধান একটি সূচক, যা বিশ্বজুড়ে ১৩৩টি অর্থনীতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)-র ব্যবহার এবং প্রভাব মূল্যায়ন করে।
- গবেষণা প্রকাশনার ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বব্যাপী তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

বিগত দশকে রূপান্তর

- গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) ক্ষেত্রে ব্যয় দ্বিগুণ হয়েছে।
- মঞ্জুর হওয়া পেটেন্টের সংখ্যা ১০০,০০০ ছাড়িয়ে গেছে; ২০১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫,৯৭৮। পেটেন্টের সংখ্যা ১৭গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০০,০০০-এর বেশি স্টার্টআপ নিয়ে ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

৬,০০০+ 'ডিপ টেক' স্টার্টআপ এখন কাজ করছে ক্লিন এনার্জি এবং অ্যাডভান্সড মেটেরিয়ালসের মতো ক্ষেত্রে।

- ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রও গতি পেয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০ চালু হতে চলেছে।

জৈব-অর্থনীতি

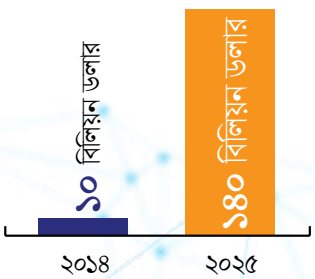

ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশন
৪৩টি প্রতিষ্ঠানের ১৫২ জন গবেষক এবং ১৭টি প্রকল্প দল নিয়ে ৪টি বিষয়ভিত্তিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

- ভারতে বিশ্বের প্রথম এবং সবচেয়ে সফল ডিজিটাল গণ পরিকাঠামো রয়েছে। ২১৮,০০০ গ্রাম পঞ্চায়েত অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে। এই সুবিধা নাগরিকদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে।
- সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি চাঁদ এবং মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছানোর পাশাপাশি এই উন্নত প্রযুক্তির সুফল কৃষক এবং জেলেদের কাছেও পৌঁছেছে।
- মহিলাদের দ্বারা বার্ষিক পেটেন্ট ফাইলিং-এর সংখ্যা ৫,০০০ ছাড়িয়ে গেছে।
- INSPIRE MANAK STEM শিক্ষাকে উৎসাহিত করেছে। ২০২৫-২৬ সালে, স্কুলগুলি থেকে মোট ১.১৪৭ মিলিয়ন আইডিয়া এবং ইনোভেশন সংগ্রহ করা হয়েছিল; উল্লেখ্যভাবে, ভর্তির ৫২% ছিল মেয়ে।
- STEM শিক্ষায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ৪৩% -এ পৌঁছেছে, যা বিশ্ব গড়কে ছাপিয়ে গেছে।
- ১০,০০০ টিঙ্কারিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে এখন ১০ মিলিয়নেরও বেশি ছেলেমেয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছে। ভারত এখন ২৫,০০০ নতুন অটল টিঙ্কারিং ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে।
- বিগত কয়েক বছরে ৭টি নতুন IIT এবং ১৬টি IIIT প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- নতুন শিক্ষানীতির অধীনে, তরুণ তরুণীরা এখন তাদের নিজস্ব স্থানীয় ভাষায় বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো STEM কোর্সগুলি করতে পারবে।
- এখন, খুচরো ব্যবসা থেকে শুরু করে সরবরাহ ব্যবস্থা, এবং গ্রাহক পরিষেবা থেকে ছোটদের হোমওয়ার্ক পর্যন্ত সর্বত্রই AI ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ভারত 'ইন্ডিয়া এআই মিশন' –এ ১০,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেছেন, অন্য কোন নেতা তা করেননি। রাজনীতি ও নীতিনির্ধারণ দুই ক্ষেত্রেই তিনি যেভাবে এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

ভারতের ডিজিটাল উত্থান

মাত্র ২২ মাসে দেশের ৯৯.৬% জেলায় 5G পরিষেবা পৌঁছেছে।

বর্তমানে, দেশের **৯৯.৯%** জেলায় 5G পরিষেবা উপলব্ধ।

- ভারতে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য 5G বিরাট সুযোগ উন্মোচন করছে।
- ইন্টারনেট ডেটার খরচ ৯৭.০৭% কমেছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য ইন্টারনেটকে আরও সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করে তুলেছে।
- ভারত 6G প্রযুক্তিতে বিশ্বসেরা হতে চলেছে, যার লক্ষ্য হল 6G সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপী পেটেন্টে প্রায় ১০% অবদান রাখা। আজ পর্যন্ত, ভারত ইতিমধ্যে প্রায় ৪,০০০ পেটেন্ট মঞ্জুর করেছে।

৭.২২ লক্ষ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপন করা হয়েছে ভারত নেট প্রকল্পের অধীনে, যা দেশজুড়ে ইন্টারনেট সংযোগকে উল্লেখ্যভাবে শক্তিশালী করেছে।

ভারতে ইন্টারনেট সংযোগের সংখ্যা

গত ১২ বছরে ৩০০%-এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১জিবি ডেটার বর্তমান মূল্য

- ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১২৭.৩৩ কোটিতে পৌঁছেছে। ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের কল্যাণে, টাকা পাঠানো এবং কেনাকাটার জন্য অর্থ পরিশোধ করা আরও সহজ ও দ্রুততর হয়েছে।
- "মোবাইল ত্রি-শক্তি" (মোবাইল ট্রিনিটি)-র মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের সুবিধাগুলি সরাসরি উদ্দিষ্ট সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছাচ্ছে। এর ফলে পুনরাবৃত্তি এবং জালিয়াতি কমেছে।

চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধারে প্রযুক্তি সাহায্য করে

১০ লাখ হারানো বা চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে সঞ্চার সাথী উদ্যোগের মাধ্যমে।

এটা টেলিকম সম্পদের অপব্যবহার রোধ করার জন্য ডিজাইন করা একটা প্রযুক্তি-ভিত্তিক সমাধান।

এখানে, ব্যবহারকারীরা সন্দেহজনক বা প্রতারণামূলক কল/মেসেজ রিপোর্ট করতে, চুরি হওয়া মোবাইল ফোন সম্পর্কে জানাতে এবং কোন মোবাইল হ্যান্ডসেট আসল না নকল তা যাচাই করতে পারেন।

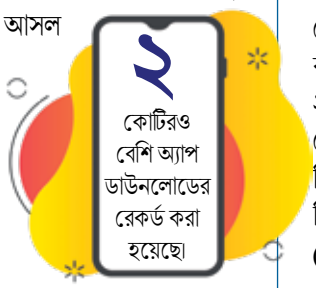

২,৩০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রতারণামূলক লেনদেন প্রতিরোধ করা হয়েছে ২০২৫-এর মে'র পর থেকে চালু হওয়া ফিনান্সিয়াল ফ্রড রিস্ক ইন্ডিকেটর (FRI)-এর সাহায্যে।

"যখন বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে, যখন উদ্ভাবন অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় এবং যখন প্রযুক্তি রূপান্তরকে চালিত করে, তখন বিশাল সাফল্যের ভিত্তি আরও শক্তিশালী ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১০-১১ বছরে ভারতের পথ চলা এই দৃষ্টিভঙ্গিরই এক জীবন্ত প্রমাণ। ভারত এখন আর শুধুই প্রযুক্তির ভোক্তা নয়; এটা প্রযুক্তি চালিত রূপান্তরের এক অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সংস্কার শিল্পের জন্য সহজতর পথ তৈরি করছে

ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য ভারতকে আরও আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, ভারত সরকার একটি ব্যবসায়িক সংস্কার কর্মপরিকল্পনা (বিজনেস রিফর্ম অ্যাকশন প্ল্যান) প্রণয়নের মাধ্যমে ধারাবাহিক ব্যাপক সংস্কারের ওপর ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। এই সংস্কারগুলির ফলে দেশের অভ্যন্তরে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং খরচ দুটোই উল্লেখ্যভাবে কমেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য হল এই অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে ভারত জুড়ে নতুন বিনিয়োগ, নতুন ব্যবসা এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

ব্যবসা করার সুযোগ আরও সহজতর করার লক্ষ্যে ভারত সরকার ব্যবসায়িক সংস্কার কর্মপরিকল্পনা (BRAP) –এর অধীনে বেশকিছু বড় সংস্কার বাস্তবায়ন করছে।

- BRAP-এর সপ্তম সংস্করণের অধীনে ৯,৭০০-এরও বেশি সংস্কার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- শ্রম, পরিবেশ, ভূমি এবং কর সংক্রান্ত বিধিগুলি সরল করা হয়েছে।
- পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং নিবন্ধনের প্রক্রিয়াগুলিকে সুবিন্যস্ত ও ডিজিটাল করা হয়েছে।
- ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনের পদ্ধতি সরল করা হয়েছে।
- শিল্পকারখানার জন্য জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য GIS প্ল্যাটফর্ম এবং ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- ভবন নির্মাণ বিধিমালায় পরিবর্তনের ফলে জমির অপচয় কমেছে।
- ভবন অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য এখন তৃতীয় পক্ষের সংস্থা, বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিযুক্ত করা হচ্ছে।
- দখলস্বত্ব এবং সমাপ্তি শংসাপত্র প্রাপ্তি একটা সহজতর, অনলাইনভিত্তিক প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে।
- বিভিন্ন আইনের অধীনে ছোটখাটো লঙ্ঘনগুলিকে অপরাধমুক্ত করা হয়েছে (ফৌজদারি অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে)।
- নির্বিঘ্ন এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকারি-ব্যবসায়িক (G2B) অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য ৩২টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ৩৩টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম (NSWS)-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- NSWS-এর মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ৩,০০০-এরও বেশি জরুরি সরকারি-ব্যবসায়িক (G2B) অনুমোদন পাওয়া সহজ করা হয়েছে; এছাড়াও, এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলি থেকে ৩০০-এরও বেশি অনুমোদন পাওয়া যায়।

নিয়ন্ত্রক সম্মতি বোঝা (RCB)উদ্যোগ

ভারত সরকার ২০২০ সালে নিয়ন্ত্রক সম্মতি বোঝা (RCB) উদ্যোগ চালু করে। এই উদ্যোগের অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ২০২৫ সালের মধ্যে ৪৭,০০০টি সম্মতি চিহ্নিত করে এবং হ্রাস করে, যা ব্যবসা ও নাগরিকদের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

RCB+ উদ্যোগের অধীনে, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি দ্বারা সাধারণত বাস্তবায়িত ২৩টি আইনের আওতায় চিহ্নিত ৬,২৬২টি নিয়ম লঙ্ঘনের মধ্যে ৪,৮৪৬টি লঙ্ঘন হ্রাস করা হয়েছে।

১৬,১০৯টি
বিধি-বিধান সরলীকরণ করা হয়েছে।

১,৫০০ টিরও বেশি
অপ্রচলিত আইন বাতিল করা হয়েছে।

৪,৬২৩টি
বিধি-বিধানকে অপরাধমুক্ত করা হয়েছে।

৪,২৭০টি
অপ্রয়োজনীয় এবং পুনরাবৃত্তিমূলক বিধি-বিধান বাতিল করা হয়েছে।

বিধি-বিধান পালনের বোঝা

২২,২৮৭টি
বিধি-বিধান ডিজিটাইজ করা হয়েছে।

জন বিশ্বাস (বিধান সংশোধন) আইন, ২০২৩-এর মাধ্যমে এই সংস্কার উদ্যোগ শুরু হয়। এই আইনটি ৪২টি কেন্দ্রীয় আইন সংশোধন করেছে।

১৮৩ টি বিধানকে অপরাধমুক্ত করা হয়েছে; শাস্তির একটা রূপ হিসেবে কারাদন্ডের পরিবর্তে আর্থিক জরিমানা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক প্রয়োগ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

জন বিশ্বাস আইনের মাধ্যমে ব্যবসা করার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

জন বিশ্বাস (বিধান সংশোধন) বিল, ২০২৬, ২৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা ৭৯টি কেন্দ্রীয় আইনের **৭৮৪** টি বিধান সংশোধন করা হয়েছে।

- **৩১৭টি** বিধানকে জরিমানা থেকে দেওয়ানি দন্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে।
- **১৫৮টি** বিধানে জরিমানা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়েছে।
- **১১৩টি** বিধানে কারাদণ্ড ও জরিমানা দুটি দণ্ডই বিলুপ্ত করে দেওয়ানি দণ্ড প্রবর্তন করা হয়েছে।
- **৫৭টি** বিধানে কারাদণ্ড ও জরিমানা দুটোই বিলুপ্ত করা হয়েছে।
- **৬৩টি** বিধানে প্রথম অপরাধের জন্য সতর্কীকরণ/বিজ্ঞপ্তির বিধান চালু করা হয়েছে।
- **১৭টি** বিধানে কারাদণ্ডের মেয়াদ কমানো হয়েছে এবং ২৯টি বিধানে কারাদণ্ড পুরোপুরি বিলুপ্ত করা হয়েছে।
- **১৭টি** বিধানে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির (আপোষমূলক নিষ্পত্তি) সুবিধা চালু করা হয়েছে।
- অন্য **৯টি** বিধানে কারাদণ্ডের পরিবর্তে দেওয়ানি দণ্ড চালু করা হয়েছে, কারাদণ্ডের প্রকৃতিকে যৌক্তিক করা হয়েছে, অথবা অপরাধের পরিধি সঙ্কুচিত করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের 'ব্যবসা করার সহজতার র‍্যাঙ্কিং ২০২০'

২০১৯ **১৪২তম অবস্থান**

২০১৪ **৬৩তম অবস্থান** থেকে ৭৯ ধাপ এগিয়েছে।

MSME'র সংজ্ঞা সংশোধন করা হয়েছে। MSME'র ঋণকে বাহ্যিক বেঞ্চমার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য এখন ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জামানতমুক্ত ঋণ পাওয়া যাচ্ছে। MSME'র জন্য, কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনে ঋণের সীমা – ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত – তাদের আনুমানিক বার্ষিক টার্নওভারের নুন্যতম ২০% নির্ধারণ করা হয়েছে।

"বিগত দশকে ভারতের শাসন ব্যবস্থার সংস্কৃতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। যখন সময়মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সমন্বয় কার্যকর থাকে এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সরকারি কার্যক্রমের গতি স্বাভাবিকভাবেই ত্বরান্বিত হয়। এর প্রভাব নাগরিকদের জীবনে সরাসরি দৃশ্যমান হয়।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

Cover Story
12 Years
of Vikas Yatra

জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য

এক বৈপ্লবিক রূপান্তর

'জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য' – স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করার সুযোগ – প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার। 'নতুন ভারত' –এর শীর্ষ নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি শুধুই 'কয়েকজন বিশেষ সুবিধাভোগীর' প্রতি নয় বরং গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, দরিদ্র, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকে সহজতর করার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। গত ১২ বছরে, কেন্দ্রীয় সরকার শুধুই বৃহৎ পরিসরে জাতির স্বপ্নগুলিকে কল্পনা করেনি বরং মানুষকে দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত করতে এবং জনসুবিধা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচিগুলির 'ব্যাপ্তি' (সর্বজনীন আওতা) নিশ্চিত করতেও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ করেছে। ফলে 'জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য' এখন আর শুধুই একটা পর্যায় নয়; এটা সরকারের পথনির্দেশক মন্ত্রে পরিণত হয়েছে···

- পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার সরলীকৃত কর ব্যবস্থা, নাগরিকদের ওপর বোঝা হ্রাস এবং ব্যবসা করার সুবিধা বৃদ্ধির দিকে এক নির্ণায়ক পদক্ষেপ।
- জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে, সরকার দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলসহ সারা দেশে মহাসড়ক, রেলপথ, বন্দর এবং দ্রুতগতির বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উল্লেখ্যভাবে উন্নত করেছে।
- 'জীবনযাত্রার সহজতা সূচক ২০২৫'-এ পুনে, নভি মুম্বাই, বৃহত্তর মুম্বাই, তিরুপতি এবং চণ্ডীগড় শীর্ষ ৫টি শহরের মধ্যে স্থান পেয়েছে।
- সরকার ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের ব্যাপক পুনর্গঠনের পর নতুন আয়কর আইন, ২০২৫ কার্যকর করেছে। কর আইনকে সরল ও সুবিন্যস্ত করার মাধ্যমে এটা আরও সহজলভ্য এবং স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।
- পর্যটকদের নিরাপদ ও সুবিধাজনক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে, বিশেষ হেল্পলাইন হিসেবে ১৮০০১১১৩৬৩ এবং ১৩৬৩ এই টোল-ফ্রি নাম্বারগুলি চালু করা হয়েছে। এই পরিষেবাগুলি ১০টি আন্তর্জাতিক ভাষাসহ মোট ১২টি ভাষায় দিনে ২৪ ঘন্টা পাওয়া যায়।
- শ্রমকল্যাণকে উৎসাহিত করতে এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রাকে সহজ করতে, পূর্ববর্তী আইনগুলিকে প্রতিস্থাপন করে চারটি শ্রম আইন বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১২.৬১ কোটি

অতিরিক্ত গ্রামীণ পরিবারকে ২০২৬ সালের ১৩ মে পর্যন্ত ট্যাপ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে, ১৫.৮৫ কোটি পরিবার তাদের বাড়িতে পানীয় জলের সুবিধা পাচ্ছেন।

২০২৫-এর ১ এপ্রিল থেকে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ-এর মধ্যে ঘরে বসেই ১.৯০ কোটি ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট প্রবীণ নাগরিকদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে।

৫৮.১৮

কোটি জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, যার ফলে সাধারণ নাগরিকদের জন্য ব্যাঙ্কিং সুবিধা এবং সরকারি ভর্তুকি পাওয়ার সুযোগ বেড়েছে।

নতুন কর ব্যবস্থায় বার্ষিক

১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ওপর কোন আয়কর নেই।

বেতনভোগী করদাতাদের জন্য

৭৫,০০০

টাকার একটা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন রয়েছে।

আয়কর রিটার্ন দাখিলকারী করদাতার সংখ্যা।

২০২৫-২৬ সালে ইউপিআই-এর মাধ্যমে **৩১৪** লক্ষ কোটি টাকারও বেশি লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। এটা গত ১০ বছরের তুলনায় ১২,০০০ গুণ বৃদ্ধি।

বৈশ্বিক অংশীদারিত্বঃ বিশ্বের তুলনায় ভারতীয় ইউপিআই রিয়েল টাইম পেমেন্টের হার ছিল **৪৯%**

যেখানে ৭০০-এর বেশি ব্যাঙ্ক এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৫৪০ মিলিয়ন মানুষ ইউপিআই ব্যবহার করছেন।

স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। আমাদের শাসনব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে দেশের নাগরিকদের 'জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য' এবং 'জীবনের মান' দিনদিন উন্নত হয়; এটাই আমাদের মানদণ্ড। আমি পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি যে, ভারতে বসবাসের জন্য এটাই সেরা সময়। আজকের ভারতে ব্যবসা করা যেমন সহজ হচ্ছে, তেমনি মানুষের জীবনযাত্রাও সরল হয়ে উঠছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

জীবনকে সহজ করে দিয়েছে এমন সুবিধাগুলি

১.১৫
মিলিয়ন মানুষ প্রতিদিন মেট্রোর সুবিধা গ্রহণ করছেন

১১৫৫
কিলোমিটার মেট্রো নেটওয়ার্ক বিস্তৃত ২৬টি শহর জুড়ে।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় ১২০ মিলিয়ন শৌচাগার নির্মিত হয়েছে।

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ৪০ মিলিয়নেরও বেশি আবাসন ইউনিট বিতরণ করা হয়েছে, যা শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল দুই ক্ষেত্রেই সারা বছর বসবাসের উপযোগী আবাসন সহজলভ্য করেছে।
- উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে ১০৫.৬ মিলিয়ন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে; এটা শুধু ধোঁয়ার কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকর স্বাস্থ্য প্রভাবই দূর করেনি বরং সময়ও বাঁচিয়েছে – বিশেষত, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ বা গোবরের ঘুঁটে তৈরিতে আগে যে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হত, তা কমিয়েছে।
- ৯৩ মিলিয়ন যাত্রী ইতিমধ্যেই বিমানবন্দরগুলিতে 'ডিজি যাত্রা' সুবিধার সুযোগ নিয়েছেন; এই সুবিধাটি এখন ৩৮টি বিমানবন্দরে চালু করা হয়েছে।
- বর্তমানে দেশজুড়ে ৫৮৭,০০০ নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্র (CSCs) পরিষেবা প্রদান করছে (ডিসেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী); এই কেন্দ্রগুলি ৮০০-রও বেশি বিভিন্ন ধরণের পরিষেবা দিয়ে থাকে।
- ২০২৫ –এর ডিসেম্বরে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১.০২৮৬ বিলিয়নে পৌঁছেছে – যা ২০১৪ সালের মাত্র ২৫০ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে – ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যার দিক থেকে ৩০০%-এরও বেশি প্রবৃদ্ধির ফলে ভারত এখন বিশ্বের শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।
- প্রতি ওয়্যারলেস ডেটা গ্রাহকের গড় ডেটা ব্যবহার প্রতি মাসে ২৫জিবি, যেখানে উচ্চ-আয়ের দেশগুলিতে এই পরিমাণ ১৭.৯ জিবি। প্রতি জিবি ডেটার খরচ ২০১৪ সালের ৩০৮ টাকা থেকে কমে এখন মাত্র ৭.৮৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সাশ্রয়ী মূল্যে ডেটা পাওয়ার সুযোগ ডিজিটাল পরিষেবার মাধ্যমে জীবনকে সহজতর করেছে।

১.৬৪
কোটিরও বেশি যাত্রী উড়ান প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

৬৬৫
টি রুট ৯৫টি বিমানবন্দর, হেলিপোর্ট এবং ওয়াটার অ্যারোড্রোমকে সংযুক্ত করে।

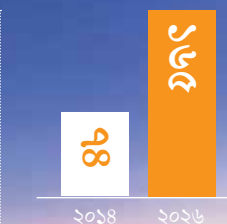

বিমানবন্দরের সংখ্যা

অষ্টলক্ষ্মীঃ নতুন ভারতের শান্তি ও সমৃদ্ধির শক্তিঘর

উত্তরপূর্বের আটটি রাজ্যের প্রতীক অষ্টলক্ষ্মী এখন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তারা এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছে এবং দেশের উন্নয়ন যাত্রায় নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। একসময় হিংসা ও অবরোধের জন্য পরিচিত, ৫০ মিলিয়নেরও বেশি জনসংখ্যার এই অঞ্চলটি এখন অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং সামগ্রিক উন্নয়ন দেখছে। গত ১২ বছরে, উন্নয়নের এই নতুন ঢেউ প্রমাণ করেছে যে উত্তরপূর্ব আর কোন প্রত্যন্ত সীমান্ত নয় বরং নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির এক প্রবেশদ্বার – এমন এক অঞ্চল যা দিল্লি থেকেও দূরেও নয়, আবার হৃদয় থেকেও দূরে নয়···

উত্তরপূর্বাঞ্চলের ওপর বিশেষ মনোযোগ; দিল্লির সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি

- গত ১২ বছরে, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরপূর্ব ভারতের সঙ্গে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা উল্লেখ্যভাবে জোরদার করেছে। প্রধানমন্ত্রী, তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে নিয়মিত সফর করেছেন।
- সরকার বাধ্যতামূলক করেছে যে, প্রতি ১৫ দিনে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবশ্যই উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটিতে সফর করতে হবে।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেখানে ৮৩ বার উত্তরপূর্বাঞ্চল সফর করেছেন, সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সম্মিলিতভাবে ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৮৮০ বার এই অঞ্চলটি সফর করেছেন।

১০% বাজেট সহায়তা

এই কাঠামোর অধীনে, ৫৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের নিজ নিজ বাজেটের অন্তত ১০% উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করেছে। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে উত্তরপূর্বাঞ্চল দ্রুত উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করছে।

বাজেট ব্যয়ে ঐতিহাসিক সম্প্রসারণ

বিগত ১২ বছরে উত্তরপূর্বাঞ্চল উল্লেখ্য আর্থিক সম্পদ লাভ করেছে।

মোট বাজেট বরাদ্দ

৬.৯৭

লক্ষ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয়

৭.১২

লক্ষ কোটি টাকা

উত্তরপূর্ব অঞ্চলে ধারাবাহিক উন্নয়নমূলক কাজ

উত্তরপূর্ব অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (MoDNER) দ্বারা পরিচালিত প্রকল্পগুলির অধীনে, উত্তরপূর্ব অঞ্চলের জন্য আনুমানিকঃ

৩,৭৩৫

টাকা প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে উত্তরপূর্বাঞ্চলের জন্য

৪৯,৯০৭

কোটি টাকা –যা এগুলির মোট আনুমানিক ব্যয়।

উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যাপক বিনিয়োগ, উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা...

- বগিবিল সেতুঃ ২০১৮ সালে উদ্বোধন করা হয়েছে (১৬ বছর আগে ঘোষণা করা হয়েছিল)।
- গত ১২ বছরে ৮টি নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরও নির্মাণ করা হয়েছে। চালু বিমানবন্দরের সংখ্যা ২০১৪ সালের ৯টি থেকে বেড়ে ২০২৬ সালে ১৭টিতে দাঁড়িয়েছে।
- ২০১৪ সালে উত্তরপূর্বাঞ্চলের জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ১০,৯০৫ কিমি; ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে ১৬,২০৭ কিমি-তে পৌঁছেছে। বর্তমানে, ৩,৬৩৪ কিমি দীর্ঘ ১৭৭টি সড়ক প্রকল্প – যার সম্মিলিত ব্যয় ৮৭,০০০ কোটিরও বেশি টাকা – বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।
- NESIDS প্রকল্পের অধীনে ৭২টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে ৯৯৭.৫৫ কিমি সড়ক নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে ৯১১টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা

৮৯,৫০৩
কিমি সড়ক (যার মধ্যে ১৭,৬৬৭টি জেলা সড়ক) এবং ২,৩৯৬টি সেতু অনুমোদন করা হয়েছে।

৮১,৪৪৮
কিমি সড়ক (১৬,৫৪৭টি স্বতন্ত্র সড়ক) এবং ২,১২৬টি সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়েছে অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে।

৫৩,৩৫৩.৪৯
কোটি টাকার সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

“

উত্তরপূর্ব ভারত শুধু দেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশই নয়; এটা ভারতের ‘অষ্টলক্ষ্মী’ (সম্পদের আট দেবী)–র প্রতিনিধিত্ব করে। তাই, আমরা ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ নীতি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি, উত্তরপূর্বের জন্য ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ করার সংকল্পও করেছি।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

স্বাধীনতার পর প্রথমবার

২০২২
মণিপুরে প্রথম মালবাহী ট্রেন এসে পৌঁছায়।

২০২৩
মেঘালয়ে প্রথম মালবাহী ট্রেন এসে পৌঁছায়।

২০২৫
মিজোরামে প্রথম মালবাহী ট্রেন এসে পৌঁছায়।

Cover Story
12 Years
of Vikas Yatra

রাষ্ট্র প্রথম

একটা ক্ষমতায়িত, সমৃদ্ধ এবং সুরক্ষিত ভারত

राष्ट्र रक्षा समं पुण्यं, राष्ट्ररक्षासमं व्रतम्
राष्ट्र रक्षा समं यज्ञो, दृष्टो नैव च नैव च

অর্থঃ নিজের দেশের প্রতিরক্ষার চেয়ে বড় পুণ্য, ব্রত বা ত্যাগ আর কিছু নেই। সাতটি প্রতিবেশী দেশ জুড়ে বিস্তৃত ১৫,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি স্থল সীমান্ত এবং ৭,৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি সামুদ্রিক সীমানা সুরক্ষিত রাখতে ভারত আজ 'রাষ্ট্র প্রথম' নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার কার্যকর পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করে এবং একইসঙ্গে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে শুধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞই নয়, গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধও। উরির সামরিক ক্যাম্পে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর বিশ্ব এই অটল সংকল্পের সাক্ষী হয়েছে, ঠিক যেমন পুলওয়ামায় সিআরপিএফ কনভয়ের ওপর কাপুরুষোচিত হামলার পরেও হয়েছিল। গত বছরই, ২০২৫ সালের ৬ এবং ৭ মে-র মধ্যবর্তী রাতে 'অপারেশন সিঁদুর' বিশ্বকে একটা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলঃ ভারত যুদ্ধ চায় না, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সন্ত্রাসবাদ সহ্য করা হবে না। বুদ্ধের দেশ ভারত ধারাবাহিকভাবে এই বার্তা দিয়ে আসছে যে, তার বিশ্বাস যুদ্ধে নয় বরং বুদ্ধের ওপর; অর্থাৎ শান্তিতে বিশ্বাস রাখে। যদিও যেকোন দেশের জন্য বলিষ্ঠ সামারিক শক্তি থাকা অপরিহার্য, কিন্তু সত্যিকারের বিশ্বশক্তি হয়ে ওঠার জন্য যুদ্ধ বা সামরিক শক্তি একমাত্র পূর্বশর্ত নয়। গত ১২ বছরে, যোগের বিশ্বব্যাপী প্রচার, এক অনন্য আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি তৈরি, সংকটকালে নিজের দেশের নাগরিক ও বিশ্বজুড়ে মানুষের একটা ভরসার জায়গা হয়ে ওঠা, কোভিড-১৯-এর মতো একটি বৈশ্বিক দুর্যোগকে বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের সুযোগে রূপান্তরিত করা, কিংবা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার এক নতুন বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে – ভারত ক্রমাগত এক অপ্রতিরোধ্য সফট পাওয়ার হিসেবে নিজের এক নতুন পরিচয় গড়ে তুলছে।

উন্নয়ন, আস্থা ও আত্মনির্ভরশীলতার এক নতুন যাত্রা

আজ ভারত আত্মনির্ভরশীলতা, উদ্ভাবন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ডিজিটাল বিপ্লব, পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, নারী ক্ষমতায়ন এবং যুব নেতৃত্ব বিশ্বমঞ্চে দেশটির জন্য একটা শক্তিশালী স্থান নিশ্চিত করেছে। 'ক্ষমতায়িত ভারত' এখন আর শুধুই একটা স্বপ্ন নয়; এটা লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সংকল্পের এক জীবন্ত উদাহরণে পরিণত হয়েছে - যা রচনা করেছে উন্নয়ন ও আস্থার এক নতুন আখ্যান।

ক্ষমতায়িত ভারত সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য...

- ভারত ২০১৮ সাল থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে রয়েছে। ২০১৪ সালে, বিশ্ব উৎপাদনে ভারতের অংশ ছিল ৫.২%, যা ২০২৪ সালে বেড়ে ৭.৯% হয়েছে।
- 'বিশ্বের ঔষধালয়': বর্তমানে, ভারত পরিমাণে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এবং মূল্যে একাদশ বৃহত্তম ঔষধ উৎপাদনকারী দেশ। ২০২৪-২৫ সালে, এই ক্ষেত্রে বার্ষিক টার্নওভার ছিল ৪.৭২ লক্ষ কোটি টাকা।
- প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের প্রায় ৬৫% এখন দেশীয়ভাবে তৈরি হচ্ছে, যেখানে আগে প্রায় ৬৫-৭০% আমদানি করা হত।
- এখন, ভারত বিশ্বের মোট জেনেরিক ওষুধের এক-পঞ্চমাংশ সরবরাহ করে এবং ইউনিসেফের প্রয়োজনীয় টিকার অর্ধেকেরও বেশি জোগান দেয়।
- 'শক্তি', মেডিক্যাল ট্যুরিজম এবং উচ্চমানের ওষুধ রপ্তানির মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত ৩০০ বিলিয়ন ডলারের বায়োফার্মা সুপার পাওয়ার হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পথে রয়েছে।
- গত কয়েক বছরে, ভারত ৩৮টি দেশের সঙ্গে ৯টি চুক্তি স্বাক্ষর করে তার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নেটওয়ার্ক প্রসারিত করেছে।
- ভারত প্রথমবারের মতো 'স্পেস সিস্টেম অ্যান্ড অপারেশনস' বিষয়ক ISO আন্তর্জাতিক উপকমিটির বৈঠকের আয়োজন করে।

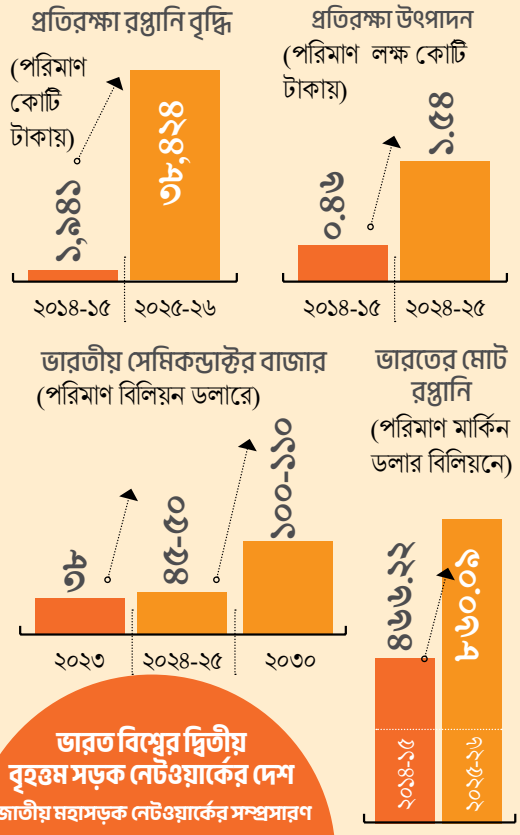

ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সড়ক নেটওয়ার্কের দেশ

জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ

মার্চ ২০১৪	৯১,২৮৭ কিমি
ফেব্রুয়ারি ২০২৬	১,৪৬,৫৭২ কিমি

মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারত

নিবন্ধিত স্টার্টআপস

১ (২০১৪) থেকে ৪০০ থেকে বেশি

বিদেশী স্যাটেলাইট

ইসরো দ্বারা উৎক্ষেপিত ৪৩৪টি বিদেশী স্যাটেলাইটের মধ্যে ৩৯৯টি ২০১৪ সাল থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এই উৎক্ষেপণগুলি থেকে ভারত প্রায় ৩২৩ মিলিয়ন ইউরো এবং ২৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব আয় করেছে।

ভারতের মহাকাশ অর্থনীতির মূল্য প্রায় ৮.৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি

বিশ্বব্যাঙ্কের পূর্বাভাসঃ ২০২৬-২৭ সালের ভারতের অর্থনীতি প্রায় ৬.৬% হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক ২০২৬ অনুসারে, ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫% হবে বলে অনুমান করা হয়েছে, যেখানে উন্নত দেশগুলির জন্য এই হার ১.৮%, উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য ৩.৯% এবং সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতির জন্য ৩.১%।

ভারতঃ বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনের এক শক্তি কেন্দ্র

(পরিমাণ লক্ষ কোটি টাকায়)

মোবাইল উৎপাদনের মূল্য

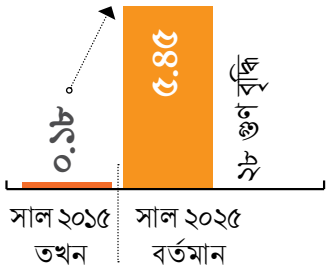

মোবাইল ফোন রপ্তানি
১২৭ গুণ বৃদ্ধি।

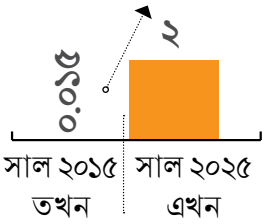

এক ক্ষমতায়িত ভারতের পরিচয়

এআই-এর মাধ্যমে এক ক্ষমতায়িত ভারত

এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি ভাষণ দেন, যা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য একইসঙ্গে সাংকেতিক ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়।

সাহসী সিদ্ধান্তের এক ক্ষমতায়িত ভারত

ধারা ৩৭০ – যা কয়েক দশক ধরে কাশ্মীরে "এক সংবিধান, এক আইন" নীতি বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল – তা বাতিল করা হয়েছে। ফলে দেশের বাকি রাজ্যগুলিতে প্রযোজ্য সমস্ত আইন এখন কাশ্মীরেও চালু রয়েছে।

নারী নেতৃত্বে এক ক্ষমতায়িত ভারত

লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত তিন দশকের দীর্ঘ অচলাবস্থা ভেঙে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' বিজ্ঞাপিত হয়। যদিও ১৯৯৬ সাল থেকে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, অবশেষে নতুন সংসদ ভবনে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম, ২০২৩' পাস হয়।

মহাকাশে এক ক্ষমতায়িত ভারত

ভারত এখন চন্দ্রের দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি পৌঁছেছে – এটা এক অনাবিষ্কৃত চন্দ্র অঞ্চল যেখানে বিশ্বের অন্য কোন দেশ এর আগে কখনও পা রাখেনি।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের অবসান

'পঞ্চামৃত' ধ্বনির মাধ্যমে দেশ থেকে ঔপনিবেশিকতার চিহ্ন মুছে ফেলা হচ্ছে। আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধ জাগানোর জন্য কর্তব্য পথে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তি স্থাপন, নৌবাহিনীর পতাকার নতুন নকশা প্রণয়ন এবং স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের সময় দেশীয় কামান ব্যবহার করে আনুষ্ঠানিক ২১ বার তোপধ্বনি প্রদানের মতো উদ্যোগগুলি এই অঙ্গীকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মিশনগুলি

- অপারেশন মৈত্রী (নেপাল, ২০১৫)
- অপারেশন দেবী শক্তি (আফগানিস্তান, ২০২১)

'মিশন সাগর' -এর অধীনে নৌবাহিনীর দেওয়া মানবিক সহায়তা

- অপারেশন সমুদ্র সেতু (২০২০)
- অপারেশন গঙ্গা (ইউক্রেন, ২০২২)
- অপারেশন দোস্ত (তুরস্ক ও সিরিয়া, ২০২৩)
- অপারেশন কাবেরী (সুদান, এপ্রিল ২০২৩)
- অপারেশন ব্রহ্মা (মায়ানমার, ২০২৫)
- অপারেশন সাগর বন্ধু (২০২৫)

"কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন এবং দেশীয় সক্ষমতাই হল হুমকিগুলিকে স্পষ্টভাবে মোকাবিলা করার, আত্মনির্ভরশীলতাকে জাতীয় শক্তি ও মর্যাদার ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলার এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে একটা উন্নত ভারত হয়ে ওঠার যাত্রার মূল চাবিকাঠি।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

অপারেশন সিঁদুর...

নয়টি সন্ত্রাসবাদী শিবির ধ্বংস

লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং হিজাবুল মুজাহিদিনের শক্ত ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে ভারত পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে (POJK) অবস্থিত নয়টি প্রধান সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি সফলভাবে ধ্বংস করেছে। এই অভিযানে ১০০ জনেরও বেশি সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে।

সীমান্ত পেরিয়ে নিখুঁত হামলা

পাকিস্তানের অভ্যন্তরের গভীরে – পাঞ্জাব প্রদেশ এবং বাহাওয়ালপুরসহ – হামলা চালিয়ে ভারত যুদ্ধের নিয়মকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এই এলাকাগুলি একসময় এমনকি মার্কিন ড্রোনের জন্যও নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হত।

একটি নতুন কৌশলগত রেড লাইন

অপারেশন সিঁদুর একটা নতুন রেড লাইন টেনেছেঃ সন্ত্রাসবাদ যদি রাষ্ট্রীয় নীতি হয়, তবে তার সরাসরি এবং জোরালো জবাব দেওয়া হবে।

ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শন

ভারতের বহুস্তরীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা – যার মধ্যে দেশীয় আকাশতীর ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত – শত শত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। এটা উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রপ্তানিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে।

পাকিস্তানি সামরিক ঘাঁটিতে বিমান হামলা

৯-১০ মে, ভারত প্রথম দেশ হিসেবে একটি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের ১১টি এয়ারবাসে একক অভিযানে হামলা চালায়, যার ফলে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ২০% পরিকাঠামো ধ্বংস হয়ে যায়।

ভারত একটি বিশ্ববার্তা পাঠালো

ভারত বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তার জনগণকে রক্ষা করার জন্য কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই। এটা এই বার্তাকে আরও জোরদার করেছে যে, সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মূল চক্রীরা কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারেনা এবং পাকিস্তান যদি প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে, তবে ভারত একটা চূড়ান্ত পাল্টা আক্রমণ শুরু করতে প্রস্তুত।

ব্যাপক বিশ্বসমর্থন

পূর্ববর্তী সংঘাতগুলির মতো নয়, এবার বহু বিশ্বনেতা সংযমের আবেদন জানানোর পরিবর্তে ভারতকে সমর্থন জানিয়েছেন। এই পরিবর্তনটি ভারতের বিশ্বমর্যাদা এবং বক্তব্যের ওপর তার নিয়ন্ত্রণকে প্রতিফলিত করে।

বিশ্ব মঞ্চে ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতি

বিগত দশকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি শুধু তার চিরাচরিত সীমানা ছাড়িয়েই প্রসারিত হয়নি বরং বিশ্ব মঞ্চে দেশটির ভূমিকাকেও নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, বহুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা এবং উদীয়মান ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মাঝে, ভারত একটি ভারসাম্যপূর্ণ, সক্রিয় এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে তার কূটনৈতিক পরিচয়কে শক্তিশালী করেছে। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেওয়া থেকে শুরু করে বিশ্ব শক্তিগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব গভীর করা পর্যন্ত, ভারতের পররাষ্ট্র নীতি জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় এবং একই সঙ্গে বিশ্ব শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহযোগিতা প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে…

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

- ভারত বিশ্ব বাণিজ্যের গতিপথকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTAs) এক নতুন যুগের পথ প্রশস্ত করেছে।
- বিগত কয়েক বছরে ভারত তার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পরিধি উল্লেখ্যভাবে প্রসারিত করেছে। এখন পর্যন্ত ৩৮টি দেশের সঙ্গে মোট নয়টি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই উদ্যোগটি ২০২১ সালে ভারত-মরিশাস চুক্তির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

G20 সভাপতিত্বঃ 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ-এর প্রতি সমর্থন

- ২০২২ এর ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৩-এর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ভারতের G20 সভাপতিত্ব বিশ্ব কূটনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে।
- ২০২৩ সালের ৯-১০ সেপ্টেম্বর, নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে অনুষ্ঠিত ১৮তম G20 শীর্ষ সম্মেলনে ২০টি সদস্য রাষ্ট্র, নয়টি আমন্ত্রিত দেশ এবং ১৪টি আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশগ্রহণ করে।
- ভারত ৬০টি শহরে ২০০টিরও বেশি বৈঠকের আয়োজন করে, যেখানে ১ লক্ষেরও বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য কণ্ঠস্বর

- গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত COP26 শীর্ষ সম্মেলন এবং শরম আল-শেখ-এ অনুষ্ঠিত COP27 শীর্ষ সম্মেলনে ভারত উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য কণ্ঠস্বর হিসেবে উঠে এসেছে।

ভ্যাকসিন মৈত্রী

- কোভিড-১৯ সংকটের সময় ভারত তার মানবকেন্দ্রিক কূটনীতির নিদর্শন হিসেবে 'ভ্যাকসিন মৈত্রী' উদ্যোগ চালু করে।
- ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ভারত ৯৯টি দেশ এবং দুটি রাষ্ট্রসংঘ সংস্থাকে ৩০১.২ মিলিয়নেরও বেশি ভ্যাকসিনের ডোজ সরবরাহ করেছে।
- এই দ্রুত এবং ব্যাপক সহায়তা বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য এক নির্ভরযোগ্য অংশীদার এবং গ্লোবাল সাউথের একটি সহানুভূতিশীল কণ্ঠস্বর হিসেবে ভারতের ভাবমূর্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে।

৫০ টিরও বেশি দেশকে ১৫১ কোটি ভ্যাকসিনের ডোজ উপহার দেওয়া হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সৌর জোট

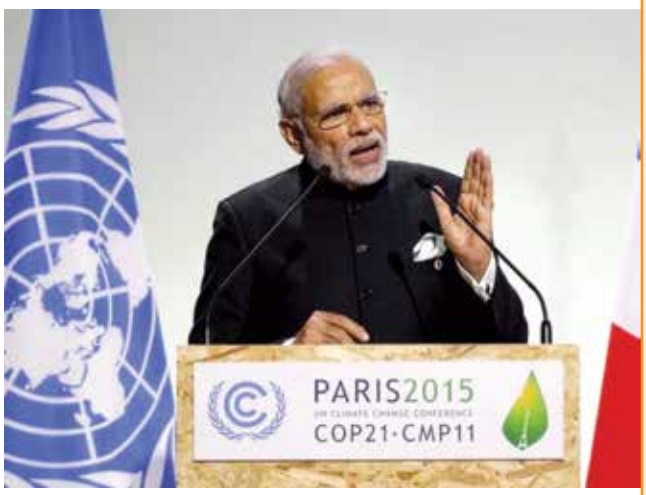

- ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত COP21 সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ফরাসী প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলান্দের হাত ধরে আন্তর্জাতিক সৌর জোট (ISA) চালু হয়। এটা ভারতের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার প্রধান উদ্যোগ।

১২০ টি সদস্য ও স্বাক্ষরকারী দেশ নিয়ে গঠিত ISA'র লক্ষ্য হল ২০৩০ সালের মধ্যে সৌরশক্তি ক্ষেত্রে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ সংগ্রহ করা।

- গুরুগ্রামে এর সদর দপ্তর অবস্থিত এবং এটা ভারতে অবস্থিত প্রথম আন্তর্জাতিক আন্তঃসরকারি সংস্থা।

ভারতঃ সংকটের সময়ে এক অগ্রণী ভূমিকা

- ভারত ১৫০টিরও বেশি দেশে মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ত্রাণ প্রদান করেছে।
- ২০২১ সালের জুলাই মাসে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতীয় সংস্থা এবং বিদেশী সরকারগুলির সঙ্গে সমন্বয়সাধনের জন্য একটি র‍্যাপিড রেসপন্স সেল প্রতিষ্ঠা করে।

প্রতিবেশী দেশগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া

- ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি আঞ্চলিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সাহসী ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে।
- এই নীতি ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, মায়ানমার, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে শক্তিশালী ভৌত, ডিজিটাল এবং সাংস্কৃতিক সংযোগকে অগ্রাধিকার দেয়।

নতুন দূতাবাস ও কনস্যুলেট

৪০ টিরও বেশি নতুন দূতাবাস ও কনস্যুলেট ভারত বিশ্বজুড়ে খুলেছে ২০১৪ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে।

তাদের সংখ্যা এখন

২২০ -এ পৌঁছেছে। এই সম্প্রসারণ ভারতের বৈশ্বিক উপস্থিতি ও প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করেছে।

বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ

- ভারত গত দশকে সৌদি আরব, ফ্রান্স, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাপান, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং জার্মানি সহ আঠারোটিরও বেশি দেশের সঙ্গে গতিশীলতা এবং অভিবাসন অংশীদারিত্ব স্থাপন করেছে। এর ফলে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে।

ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান

- গত ১০-১২ বছরে, ভারতের পররাষ্ট্র নীতি শুধুই কূটনীতি ও সংলাপ দিয়েই তৈরি হয়নি বরং বিদেশে থাকা নাগরিকদের নিরাপত্তা যখনই ঝুঁকির মুখে পড়েছে, তখনই সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধার প্রচেষ্টাগুলি 'জাতি প্রথম' নীতির প্রধান উদাহরণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মহামারী, সংঘাত সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ – যাইহোক না কেন, ভারত ধারাবাহিকভাবে তার জনগণকে নিরাপদে ও দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনেছে।

প্রধান উদ্ধার অভিযান

- ভারত সরকারের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বন্দে ভারত মিশন, অপারেশন দেবী শক্তি, অপারেশন গঙ্গা, অপারেশন কাবেরী, অপারেশন অজয় এবং অপারেশন ইন্দ্রাবতী।

সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননায় ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি

- ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৯টিরও বেশি বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন, যা তাঁকে ইতিহাসে সর্বাধিক সংখ্যক আন্তর্জাতিক সম্মাননাপ্রাপ্ত ভারতীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি

- সন্ত্রাসবাদী হামলার কঠোর জবাবঃ হামলাকারীরা যেখান থেকেই কাজ করুক না কেন, ভারতের ওপর যেকোন সন্ত্রাসবাদী হামলার উপযুক্ত ও চূড়ান্ত জবাব দেওয়া হবে।
- পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলের প্রতি জিরো টলারেন্সঃ ভারত পারমাণবিক হুমকিতে ভীত হবে না এবং সন্ত্রাসবাদী আস্তানার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট হামলা অব্যাহত রাখবে।
- সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে কোন ভেদাভেদ নয়ঃ সন্ত্রাসবাদী হামলার মূল পরিকল্পনাকারী এবং পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হবে না; দুপক্ষকেই জবাবদিহি করতে হবে।
- যেকোন সংলাপে সন্ত্রাসবাদকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবেঃ পাকিস্তানের সঙ্গে কোন সংলাপ হলে, তা শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদ অথবা পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের বিষয়টির ওপরই আলোকপাত করবে। সার্বভৌমত্বে কোন আপোষ নয়ঃ 'সন্ত্রাসবাদ ও সংলাপ একসঙ্গে চলতে পারেনা; সন্ত্রাসবাদ ও বাণিজ্য সহাবস্থান করতে পারেনা; এবং জল ও রক্ত একসঙ্গে বইতে পারেনা'। সন্ত্রাসবাদী হুমকির মুখে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থগিত রয়েছে।

সন্ত্রাসবাদের প্রতি জিরো টলারেন্স

ভারত দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, 'ভালো সন্ত্রাসবাদ' বা 'খারাপ সন্ত্রাসবাদ' বলে কোন ভেদাভেদ নেই। এটা মানবতা, স্বাধীনতা এবং সভ্যতার ওপর একটা আঘাত। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত্রাসের প্রতি জিরো টলারেন্সের নীতিতে অটল রয়েছে। উরি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বালাকোট বিমান হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে বিশ্ব এই অঙ্গীকার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। সুনির্দিষ্ট, কঠোর এবং নির্ণায়ক হামলা চালানোর মাধ্যমে বিশ্বকে একটা স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছিলঃ ভারত যুদ্ধ চায় না, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ কোনভাবেই সহ্য করা হবে না।

অপারেশন সিঁদুর

- ২০২৫ সালের এপ্রিলে, পহেলগামে অসামরিক নাগরিকদের ওপর একটা নৃশংস সন্ত্রাসবাদী হামলার পর, ভারত 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু করে।
- পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে অবস্থিত নয়টি সন্ত্রাসবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিশোধমূলক হামলা চালানো হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম না করেই হুমকি মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাবাহিনী ড্রোন হামলা, কামানের গোলাবর্ষণ এবং বহুস্তরীয় বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করেছে।
- এই অভিযানটি ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের এক দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।
- ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট হামলা চালিয়েছে এবং নূর খান এয়ার বেস এবং রহিম ইয়ার খান এয়ার বেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে আকাশপথে অভিযান পরিচালনা করেছে।
- নৌবাহিনী মিগ-29K যুদ্ধবিমান এবং আকাশ থেকে আগাম সতর্কীকরণ হেলিকপ্টারে সজ্জিত তাদের বিমানবাহী রণতরী গোষ্ঠী (CBG) মোতায়েন করেছে।
- কৌশলগত সাফল্যের পাশাপাশি, এই অভিযানটি একটি শক্তিশালী কৌশলগত বার্তাও দিয়েছে – যা স্থল, আকাশ এবং সমুদ্র – এই তিন ক্ষেত্রেই সমন্বিত সামরিক অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে।
- জ্যাকোবাবাদের শাহবাজ বিমানঘাঁটিতে হামলার আগে ও পরের স্যাটেলাইট চিত্র ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।
- এই হামলায় সারগোদা ও ভোলারির মতো প্রধান প্রধান গোলাবারুদের ডিপো এবং বিমানঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছেল, যেখানে F-16 ও JF-17 যুদ্ধবিমান মোতায়েন ছিল। এর ফলে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর পরিকাঠামোর প্রায় ২০% ধ্বংস হয়ে যায়।
- ভোলারি বিমানঘাঁটিতে বোমা হামলায় স্কোয়ারড্রন লিডার উসমান ইউসুফ ও চারজন বিমানসেনাসহ ৫০ জনেরও বেশি নিহত হয়েছেন। বেশ কয়েকটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানও ধ্বংস হয়েছে।
- অপারেশন সিঁদুর একটা নতুন রেড লাইন টেনেছেঃ সন্ত্রাসবাদ যদি রাষ্ট্রীয় নীতি হয়, তবে তার স্পষ্ট ও জোরালো জবাব দেওয়া হবে।

মাত্র তিন ঘন্টার মধ্যে ভারত নূর খান, রফিকি, মুরিদ, সুক্কুর, শিয়ালকোট, পাসরুর, চুনিয়ান, সারগোদা, স্কার্দু, ভোলারি এবং জ্যাকোবাবাদসহ ১১টি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায়।

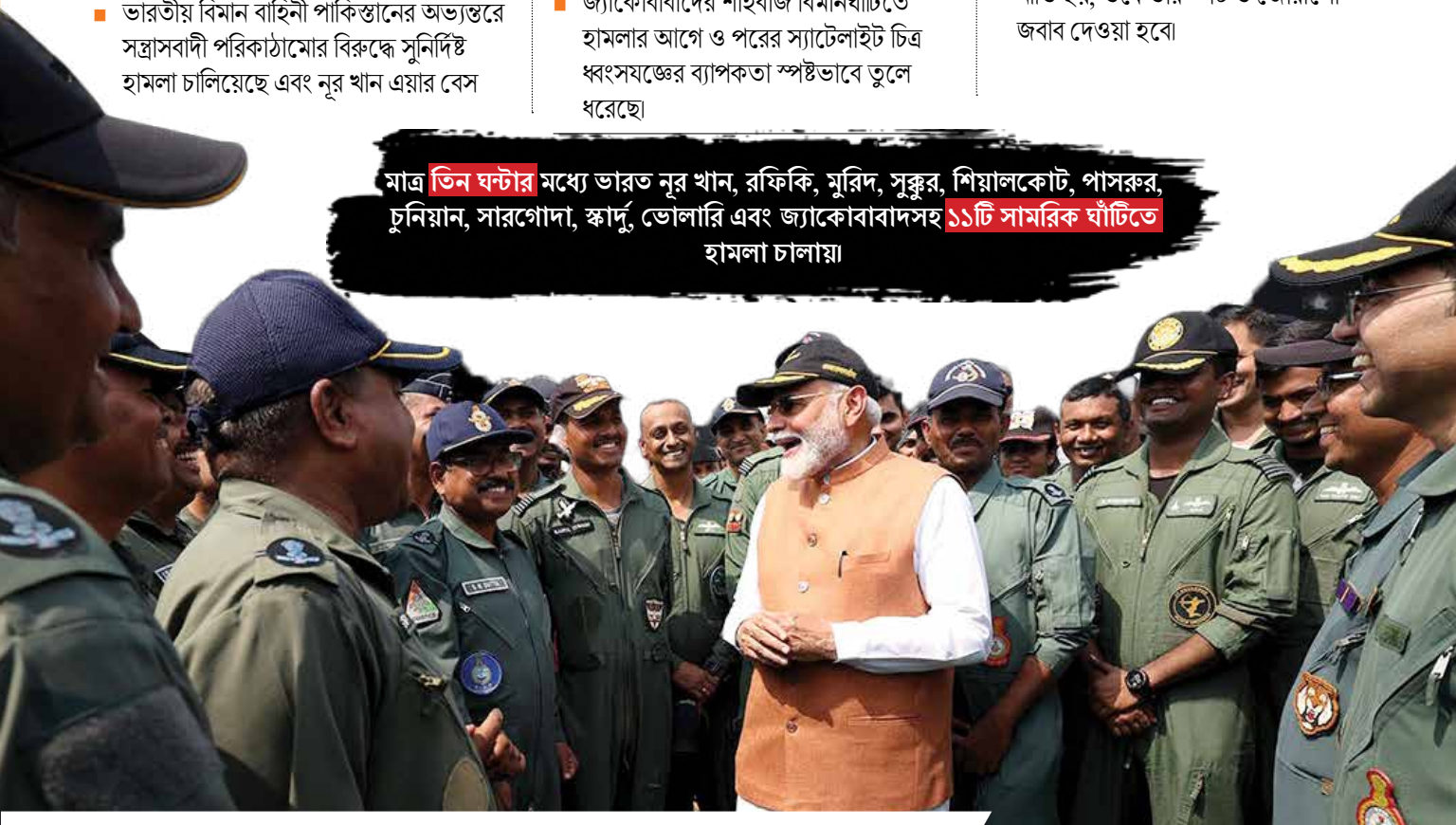

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত ও ফ্রান্সের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান

- সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন রোধে FATF-এর নিয়ম পালনের ওপর জোর
- সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্বে নয়াদিল্লিতে মিলিপোল ২০২৫-এর আয়োজন
- ২০২৪ সালের এপ্রিলে ভারত-ফ্রান্স সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সংলাপের আয়োজন

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত ফ্রন্ট

- সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক নির্মূলে ভারত-মার্কিন ঐক্য
- আল-কায়দা, আইএসআইএস, জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার মতো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যৌথ পদক্ষেপ
- ২৬/১১ এবং অ্যাবে গেট হামলা অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর জবাব
- ২৬/১১-এর ষড়যন্ত্রকারী তাহাওয়ার রানাকে ভারতের হাতে তুলে দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- ২৬/১১ এবং পাঠানকোট হামলার অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পাকিস্তানের প্রতি আবেদন

সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক প্রচারাভিযান

- ভারত ২০২২ সালে ‘সন্ত্রাসে অর্থ নয়’ সম্মেলনের আয়োজন করেছিল
- ভারত বৈশ্বিক ক্রিপ্টো বিধিমালা প্রচারে জোর দেয়

- ২০১৬ সালের ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর, উরিতে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ১৮ জন সৈন্যের প্রাণহানির জবাবে ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালায়।
- এই হামলাগুলি নিয়ন্ত্রণ রেখার (LoC) ওপারে সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মদতদাতাদের ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটায়।
- ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, পুলওয়ামা সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারত দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, বালাকোট বিমান হামলায় উর্ধ্বতন কমান্ডারসহ জইশ-ই-মহম্মদের বহু সন্ত্রাসবাদীকে নির্মূল করা হয়।
- এই পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপগুলি বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ভারত সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে পরিচালিত প্রক্সি যুদ্ধ এর সহ্য করবে না।

মাসুদ আজহার বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত

- রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ মাসুদ আজহারকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।
- ২০১৯ সালে এটা ভারতের জন্য একটা বড় কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

নতুন ও নিরাপদ ভারতের পথে...

- ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ৮৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
- ২০১৯ সাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস সম্পর্কিত ঘটনা ৭০ শতাংশ কমেছে।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স

- ২০১৯-এর ২ আগস্ট, NIA আইনের সংশোধনীতে নতুন অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং NIA-কে বিদেশেও তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
- UAPA-র সংশোধনী সন্ত্রাসবাদীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার এবং কোন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষমতা দিয়েছে।
- বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমবারের মতো সন্ত্রাসবাদের একটা আইনি সংজ্ঞা প্রদান করেছে।

বলিষ্ঠ নীতির মাধ্যমে একটি সুরক্ষিত ভারত

- বিগত ১০ বছরে সন্ত্রাসের ঘটনা ৭০% কমেছে।
- এনআইএ ইউএপিএ মামলায় ৯৫ শতাংশ শাস্তির হার নিশ্চিত করে – যা একটি শক্তিশালী সন্ত্রাসবিরোধী নীতির সুফল।

সন্ত্রাসবাদী সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করে ১৫টিরও বেশি সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

সন্ত্রাসবাদী ঘটনা

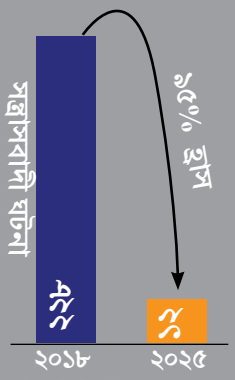

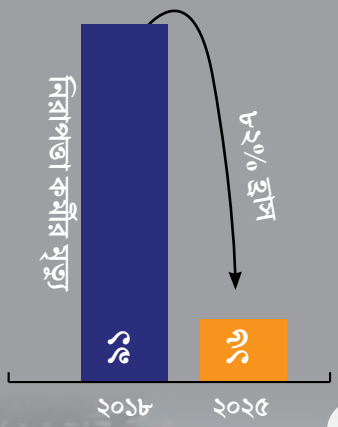

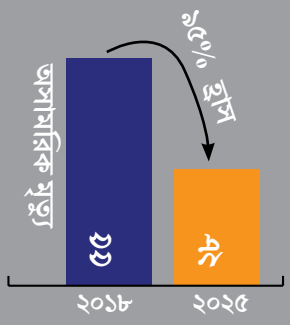

> কিছু দেশ তাদের পররাষ্ট্র নীতির অংশ হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে। এই দেশগুলিকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এব্যাপারে কোন 'কিন্তু' বা 'দ্বিধা' থাকা উচিত নয়।
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

নকশাল-মুক্ত ভারতঃ এক নতুন ভারতের নতুন কাহিনী

ভারত নকশালবাদ ও মাওবাদী সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার নিরিখে, গত ১২ বছরে এটা ভারতের অন্যতম উল্লেখ্য অর্জন। দেশের সংবিধান বোমা, বন্দুক ও পিস্তলের ওপর জয়লাভ করেছে। একসময় যা 'রেড করিডর' নামে পরিচিত ছিল, তা আজ দৃশ্যত "গ্রিন গ্রোথ জোন" –এ রূপান্তরিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই দশকের পর দশক ধরে চলা পুরনো সমস্যা নির্মূল করার সংকল্প – নকশাল-মুক্ত ভারতের অঙ্গীকার – ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ "সংগ্রাম-জাত অর্জনের" এক ঐতিহাসিক অধ্যায় রচনা করেছে।

নকশাল-প্রভাবিত এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ

২০১৪ সাল থেকে, নকশাল-প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতেঃ

১৭,৫৮৯ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে **১২,০০০** কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

৬,০২৫ টি পোস্টঅফিস খোলা হয়েছে।

প্রায় **৫,০০০** মোবাইল টাওয়ার ৬,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়াও ৮,০০০টি 4G টাওয়ার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিগত ১২ বছরেঃ **১,৮০৪** টি ব্যাঙ্ক শাখা খোলা হয়েছে এবং **১,৩২১** টি এটিএম স্থাপন করা হয়েছে।

২০২৪ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি রাজ্য থেকে নকশালবাদ নির্মূল

- ওড়িশা এবং বিহার ২০২৪ সালের আগেই নকশালবাদ-মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।
- একটিমাত্র তহসিল ছাড়া মহারাষ্ট্র ২০২৪ সালের আগেই নকশালবাদ মুক্ত হয়েছিল।
- একটিমাত্র জেলা বাদে ঝাড়খণ্ড ২০২৪ সালের আগেই নকশালবাদ মুক্ত হয়েছিল।
- ২০২৪ সালের ২৪ আগস্ট, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে সমগ্র দেশ থেকে নকশালবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার ঘোষণা করেন।

"বামপন্থী চরমপন্থী ও তাদের সমর্থকেরা নিরীহ আদিবাসীদের কাছে একটা মিথ্যা বয়ান তুলে ধরেছিল, এই দাবি করে যে তারা তাদের অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য লড়াই করছে।

নরেন্দ্র মোদী,
প্রধানমন্ত্রী

নিহত মাওবাদী

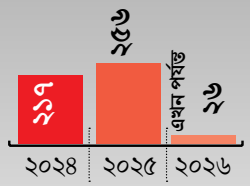

(নোটঃ তথ্য ২০২৬-এর ৩০ মার্চ পর্যন্ত)

গ্রেপ্তার

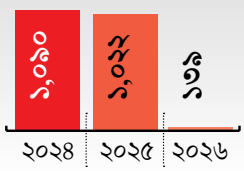

(নোটঃ তথ্য ২০২৬-এর ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত)

আত্মসমর্পণ

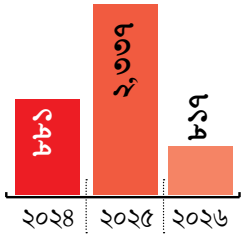

নকশালবাদ নির্মূলে গৃহীত পদক্ষেপ

১১ বছরেরও বেশি সময় জুড়ে **৫৯৬**টি সুরক্ষিত থানা নির্মাণ করা হয়েছিল।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ জেলার সংখ্যা

সরকারি নীতির প্রভাব

- নকশালদের কাছ থেকে উদ্ধার করা অস্ত্রের ৯২% পুলিশের কাছ থেকে লুট করা হয়েছিল।
- নকশালদের সাধারণ সম্পাদক বাসবরাজুকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।
- ২৭জনকে হত্যার জন্য দায়ী হিডমাকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।
- ১১ বছর ধরে সক্রিয় গজুরেল্লা রবিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।
- ৪৬ বছর ধরে সক্রিয় কাদরি সত্যনারায়ণ রেড্ডিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।
- ৪৪ বছর ধরে সক্রিয় গণেশ উইকেকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।
- ৪৬ বছর ধরে সক্রিয় ভেনুগোপাল এবং পল্লুরি প্রসাদ রাও চন্দনা আত্মসমর্পণ করেছেন।
- ৩৬ বছর ধরে সক্রিয় বাসুদেব এবং রামদেব মাঞ্জি দেবু আত্মসমর্পণ করেছেন।
- ৪৪ বছর ধরে সক্রিয় টিপ্রি তিরুপতিও আত্মসমর্পণ করেছেন।
- বাকি সব শীর্ষস্থানীয় সশস্ত্র মাওবাদী নেতাকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

নকশালবাড়ি: নকশালবাড়িতে শুরু হওয়া আন্দোলনটি ১২টি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। যা অন্তর্ভুক্ত করে দেশের ভূখণ্ডের ১৭% জনসংখ্যার ১০% -এরও বেশি

নকশাল নির্মূল অভিযান

অপারেশন অক্টোপাসঃ ২০২২ সালে বিহারের বুধা পাহাড় অঞ্চলে পরিচালিত হয়েছিল।

অপারেশন ডাবল বুলঃ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঝাড়খণ্ডে গুমলা, লোহারদাগা এবং লাতেহার জেলায় পরিচালিত হয়েছিল। এরপর থেকে তিনটি জেলাই নকশালবাদ মুক্ত হয়েছে।

অপারেশন থান্ডারস্টর্মঃ ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ঝাড়খণ্ডে সেরাইকেলা, পশ্চিম সিংভূম এবং খুন্তি জেলায় পরিচালিত।

অপারেশন ভীমবুর্গঃ ২০২২ সালের জুন-জুলাই মাসে মুঙ্গেরে পরিচালিত।

অপারেশন চক্রবন্ধঃ ২০২২ সালে বিহারের গয়া ও ঔরঙ্গাবাদ জেলায় পরিচালিত।

অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্টঃ ২০২৫ সালে তেলেঙ্গানা ও ছত্তিশগড় সীমান্তে অবস্থিত ৫০ কিমি দৈর্ঘ্য ও ৩৭ কিমি প্রস্থের একটা পাহাড়ে পরিচালিত।

বিশেষ আদালত ও তদন্তকারী সংস্থা গঠন

- NIA-কে উল্লেখ্যভাবে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং বামপন্থী চরমপন্থা (LWE) প্রভাবিত রাজ্যগুলিতে রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা (SIAs) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- ছত্তিশগড়ে LWE-র বিরুদ্ধে বিশেষ আদালত চালু করা হয়েছে এবং অন্যান্য রাজ্যেও স্বতন্ত্র আদালত স্থাপন করা হয়েছে।

নকশালদের অর্থায়ন দমন

জাতীয় তদন্ত সংস্থা (NIA)-কে সক্রিয়ভাবে সঙ্গে নিয়ে নকশালদের অর্থায়ন দমনের জন্য একটা কঠোর কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। এর ফলে তাদের আর্থিক সম্পদ কমে।

পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ

- "পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ" প্রকল্পের অধীনে রাজ্য পুলিশ বাহিনীকে সজ্জিত ও আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা হয়েছিল।
- এই প্রকল্পের অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র, তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জাম, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ, থানা নির্মাণ, মবিলিটি অ্যাসেটস, পুলিশের আবাসন এবং অন্যান্য পুলিশি পরিকাঠামো সংগ্রহে সহায়তা করেছিল।
- বিশেষ পরিকাঠামো প্রকল্প (SIS)-এর অধীনে, LWE প্রভাবিত রাজ্যগুলির বিশেষ বাহিনী, রাজ্য গোয়েন্দা শাখা (SIBs) জেলা পুলিশকে সহায়তা এবং সুরক্ষিত থানা (FPS) নির্মাণের জন্য ১,৭৬১ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছিল।

Cover Story
12 Years
of Vikas Yatra

বিকাশ ভি, বিরাসত ভি

একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং নিরাপদ ভারত

জাতীয় ঐক্য হোক বা নাগরিক কর্তব্যবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক অপরিহার্য সংযোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। এই দৃঢ় বন্ধন শুধু দেশটিকেই নয়, সমগ্র বিশ্বকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গর্ববোধ করে ভারত বিগত ১২ বছরে এক সোনালী ভবিষ্যৎ রচনা করেছে; এটা সম্ভব হয়েছে তার মহিমান্বিত ও গৌরবময় ইতিহাসে নতুন মাত্রা যুক্ত করার মাধ্যমে, এবং তা দিয়ে ঐতিহ্যের সঙ্গে উন্নয়নের সামঞ্জস্য বিধান করে। এছাড়াও, "এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ" এই ভাবনার অধীনে বসুধৈব কুটুম্বকম-এর মন্ত্র গ্রহণ করে ভারত পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক বিশ্ব পথপ্রদর্শক হিসেবে উঠে এসেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জোরালো সমর্থক হিসেবে ভারত বিশ্বের জন্য এক নতুন পথ উন্মোচন করেছে – যা "মিশন লাইফ" এবং প্রকৃতির সঙ্গে সুরেলা সহাবস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পরিবেশগত দায়বদ্ধতায় নেতৃত্বের এক নতুন যুগের পথ প্রশস্ত করে ভারত এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

অতীতের পরিচয়, ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা

ভারতের ঐতিহ্য তার হাজার বছরের পুরনো সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং প্রথার এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই দেশে ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং জীবনধারা তার পরিচয়কে সমৃদ্ধ করে। আজকের যুগে, ঐতিহ্য শুধু অতীতের উত্তরাধিকার নয় বরং উন্নয়ন এবং জাতীয় গর্বের ভিত্তিও বটে। সরকারের সংরক্ষন, প্রচার এবং ডিজিটাল নথিবদ্ধকরণের মতো প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই অমূল্য ঐতিহ্যকে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে। এই উদ্যোগ শুধু আমাদের শিকড়কেই শক্তিশালী করে না বরং বিশ্ব সাংস্কৃতিক মানচিত্রে ভারতকে প্রতিষ্ঠা দেয় ও শক্তিশালী করে তোলে।

নতুন সংসদ ভবন

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৩ সালের ২৮ মে সংসদ ভবনটি উদ্বোধন করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করেন।
- ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই নতুন সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধটি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এই স্মৃতিসৌধটি স্বাধীনতার পর থেকে সাহসী সৈন্যদের আত্মত্যাগের এক জীবন্ত প্রমাণ।

ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্তি

- ইন্ডিয়া গেটের কাছে জাতীয় বীর ও স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষ চন্দ্র বসুর এক বিশাল মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, যা আগে সেখানে থাকা রাজা পঞ্চম জর্জের মূর্তিটিকে প্রতিস্থাপন করেছে।
- ব্রিটিশ শাসনকালে দাসত্বের প্রতীক 'কিংসওয়ে' বা 'রাজপথ' এখন ইতিহাসের অংশ; ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে এর নাম পরিবর্তন করে 'কর্তব্য পথ' রাখা হয়।
- ২০১৬ সালে রেস কোর্স রোডের নাম পরিবর্তন করে '৭ লোক কল্যাণ মার্গ' রাখা হয়।
- ২০১৭ সালে ডালহৌসি রোডের নাম পরিবর্তন করে 'দারা শিকোহ রোড' রাখা হয়।
- ২০২২ সালের ৪ ডিসেম্বর নৌ দিবসে বিশাখাপত্তনমে রাষ্ট্রপতির পতাকা ও নিশান এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর ক্রেস্টের নতুন নকশা উন্মোচন করা হয়।

- ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নৌবাহিনী একটি নতুন নিশান পেয়েছে, যার নকশা শিবাজী মহারাজের ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত।
- আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ২১টি বৃহত্তম নামহীন দ্বীপের নামকরণ করা হয়েছে পরমবীর চক্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ২১ জনের নামে।

১,৫০০ টি পুরনো আইন বাতিল করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়

- ২০২২ সালের ১৪ এপ্রিল, প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই মিউজিয়ামটি ভারতের প্রতিটি প্রধানমন্ত্রীর অবদানকে স্বীকৃতি দেয় এবং দেখায় যে কীভাবে গণতন্ত্র সমাজের প্রতিটি স্তর ও শ্রেণীর নেতাদের দেশের জন্য অবদান রাখার সুযোগ করে দিয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার

- ২০১৪ সাল থেকে, ৬৫৩টিরও বেশি চুরি যাওয়া পুরাকীর্তি দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

- ২০১৩ সালের আগে, বিদেশ থেকে মাত্র ১৩টি চুরি যাওয়া পুরাকীর্তি ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।
- ২০১৬ সাল থেকে, মার্কিন সরকার পাচার হওয়া বা চুরি যাওয়া অসংখ্য পুরাকীর্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেছে।

২০১৬ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে ফেরত আসা সাংস্কৃতিক নিদর্শনের মোট সংখ্যা ৫৭৮-এ দাঁড়িয়েছে। এটা কোন একক দেশ কর্তৃক ভারতে ফেরত আসা সাংস্কৃতিক নিদর্শনের সর্বোচ্চ সংখ্যা।

ইউনেস্কোঃ ঐতিহ্যের মাইলফলক

- গত এক দশকে, বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় ভারত তার উপস্থিতি প্রসারিত করেছে। বর্তমানে বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় ভারতের ৪৪টি স্থান এবং ইউনেস্কোর সম্ভাব্য তালিকায় ৬৯টি স্থান রয়েছে। এই স্থানগুলি শুধু ইতিহাসের প্রতীক হিসেবেই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবেও সংরক্ষিত।

ডিজিটাল আর্কাইভ রেকর্ডস

- ভারতের জাতীয় আর্কাইভ (NAI) ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবান নথি সংরক্ষণ এবং গবেষক ও সাধারণ জনগণের জন্য আর্কাইভ সম্পদে প্রবেশাধিকার উন্নত করার লক্ষ্যে আর্কাইভ রেকর্ড ডিজিটাইজ করার জন্য একটি পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচি শুরু করেছে।

অভিলেখ পাতাল পোর্টালে বর্তমানে উপলব্ধ বিষয়বস্তু

১৮.৯৮ কোটি ডিজিটাইজ করা পৃষ্ঠা

৪০.০৯ লক্ষ ডিজিটাইজ করা ফাইল

৭৪.০৩ লক্ষ রেফারেন্স মিডিয়া রেকর্ডস

ইতিবাচক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ

- সফল ও অগ্রগামী জাতি তাদের ইতিবাচক ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করে না; বরং তা সংরক্ষণ করে। আজ ভারত 'বিকাশ আউর ভিরাসাত' –এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই এগিয়ে চলেছে।
- নতুন কর্তব্য ভবনের পর, উত্তর ও দক্ষিণ ব্লকও ভারতের মহান ঐতিহ্যের অংশ হয়ে উঠবে। উত্তর ও দক্ষিণ ব্লক দুটিকে দেশের মানুষের জন্য একটি মিউজিয়াম – "যুগে যুগে ভারত" –এ রূপান্তরিত করা হচ্ছে। প্রতিটি নাগরিক সেখানে গিয়ে আমাদের জাতির ঐতিহাসিক যাত্রার সাক্ষী হতে পারবেন।

'পঞ্চ প্রাণ'

- লালকেল্লার প্রাচীর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সব দেশবাসীকে 'পঞ্চ প্রাণ' – অর্থাৎ বিকশিত ভারতের লক্ষ্য গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন; এছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে ঔপনিবেশিক মানসিকতা ত্যাগ করা; নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা; ঐক্য ও সংহতির জন্য সমগ্র জীবন উৎসর্গ করা; এবং প্রত্যেক নাগরিকের মনে কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলা।

স্মৃতিস্তম্ভের নতুন যুগঃ ঐতিহ্য থেকে নতুন অনুপ্রেরণা

- প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়, জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ, জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতিসৌধ, বিপ্লবী ভারত গ্যালারির নির্মাণকাজ এবং দেশজুড়ে ১১টি আদিবাসী মিউজিয়ামের অনুমোদন।

বিশ্ব মঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিচয়

একটা জাতি বিশ্ব মঞ্চে তখনই প্রকৃত সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করে, যখন তার অর্থনৈতিক শক্তির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও স্বীকৃত হয়। ঠিক এই কারণেই, গত ১২ বছরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এমন অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা দেশের মানুষের মধ্যে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি গভীর গর্ববোধ জাগিয়ে তুলেছে…

রাম মন্দির

- ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি, অযোধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫০০ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে চমৎকার শ্রী রাম মন্দিরে রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা (অভিষেক অনুষ্ঠান) সম্পন্ন করেন।
- এই বিশাল শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরটি ঐতিহ্যবাহী নাগরা স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত হয়েছে।
- এর দৈর্ঘ্য (পূর্ব-পশ্চিম) ৩৮০ ফুট; প্রস্থ ২৫০ ফুট এবং উচ্চতা ১৬১ ফুট।
- মন্দিরের স্তম্ভ এবং দেওয়ালে বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর জটিল খোদাই করা চিত্র রয়েছে।
- নিচতলার প্রধান গর্ভগৃহে ভগবান শ্রী রামের বাল্যকালের (শ্রী রাম লালার) মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল।
- শ্রী রাম মন্দিরের চূড়ায় গেরুয়া পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে২০২৫-এর ২৫ নভেম্বর, মন্দির চত্বরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়।

ভূমি পূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০'র ৫ আগস্ট, শ্রী রাম মন্দির নির্মাণের ভূমি পূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
- ২০২০'র ৫ ফেব্রুয়ারি, ভারত সরকার এই প্রকল্পের অনুমোদন দেয়।

- ২০১৯-এর ৯ নভেম্বর, সুপ্রিম কোর্ট একটি সর্বসম্মত ও ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে শ্রী রাম মন্দির নির্মাণের জন্য বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমির সম্পূর্ণ অংশ বরাদ্দ করে।

এই বিশাল রাম মন্দির ভারতের সমৃদ্ধি, উত্থান এবং বিকশিত ভারতের সাক্ষী হবে।

নরেন্দ্র মোদী,
প্রধানমন্ত্রী

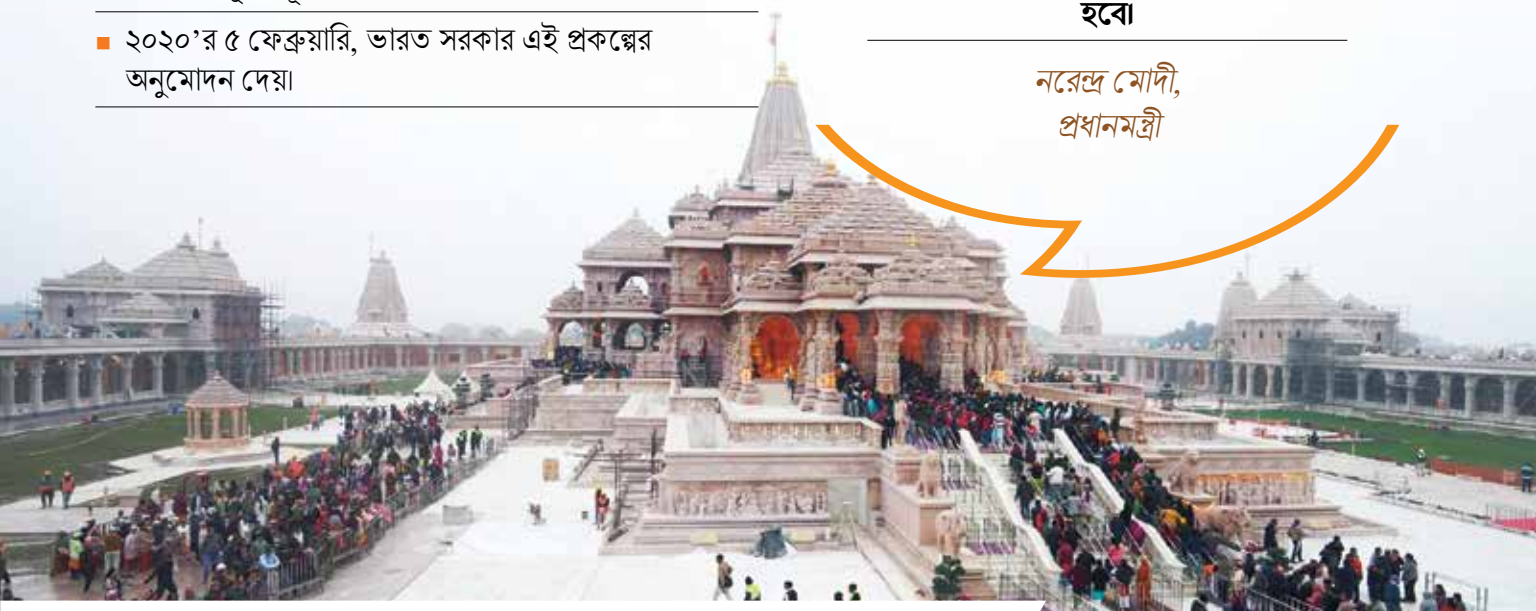

শ্রী কাশী বিশ্বনাথ করিডর

৫.৫ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ৩৫৫ কোটি টাকার কাশী বিশ্বনাথ করিডর প্রকল্পটি, যা ২০২১ সালের ১৩ ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হয়েছিল।

- এই করিডরটি চার-লেনের রাস্তার মাধ্যমে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরকে সরাসরি গঙ্গা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করে, যা মন্দিরে আগত তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করে।

৩,৮৮০ কোটি টাকা ১১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কর্তৃক কাশীতে চালু করা উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মূল্য।

- ২০১৪ থেকে ২০২৫-এর মার্চ পর্যন্ত, কাশীতে মোট ৪৮,৪৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮০টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

> **আজ কাশী শুধু প্রাচীনত্বের প্রতীকই নয়, অগ্রগতির আলোকবর্তিকা হিসেবেও দাঁড়িয়ে আছে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

মহাকাল লোক প্রকল্প

- ২০২২ সালের ১১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনে মহাকাল লোক প্রকল্পের প্রথম পর্যায়টি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।
- সমগ্র প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৮৫০ কোটি টাকা।
- মহাকাল পথে ১০৮টি স্তম্ভ রয়েছে, যেগুলিতে ভগবান শিবকে তাঁর আনন্দময় তাণ্ডব রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।
- মহাকাল পথ বরাবর ভগবান শিবের জীবনকে চিত্রিত করে এমন বেশকিছু ধর্মীয় ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে।
- পথের ধারের দেওয়ালে শোভিত ম্যুরালগুলিতে শিব পুরাণ থেকে সৃষ্টির কাহিনী, ভগবান গণেশের জন্ম, সতী ও দক্ষের কিংবদন্তী ইত্যাদি চিত্রিত করা হয়েছে।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং নজরদারি ক্যামেরা ব্যবহার করে একটি কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার দ্বারা সমগ্র কমপ্লেক্সটি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

মা কামাখ্যা মন্দির, আসাম

মা কামাখ্যা মন্দিরের পুনর্নির্মাণের পরিকাঠামো এবং তীর্থযাত্রীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ওপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে উন্নত পরিষেবা এবং একটি আরামদায়ক ও সহজলভ্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত হয়েছে।

কেদারনাথ মন্দির, উত্তরাখণ্ড

কেদারনাথের উন্নয়নের মধ্যে আদি শঙ্করাচার্যের একটি মূর্তি স্থাপন অন্তর্ভুক্ত, যা সভ্যতার ঐক্যের প্রতীক এবং এই তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বৃদ্ধি করে।

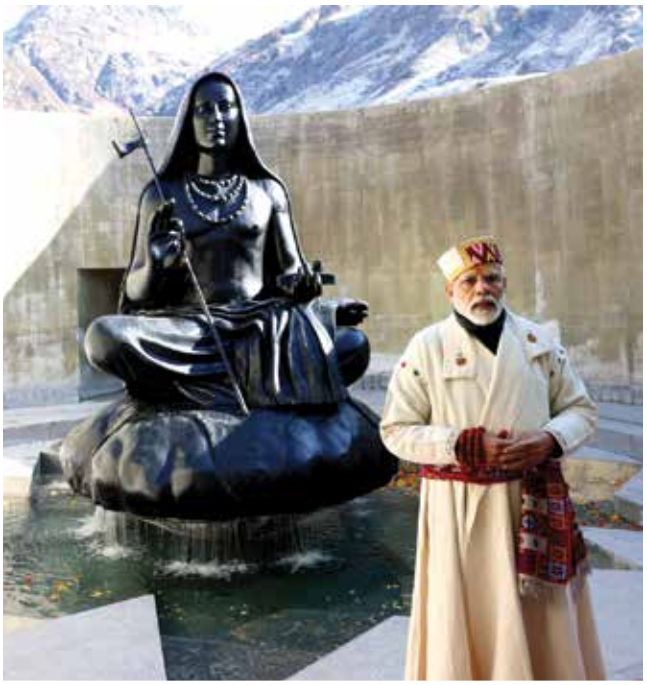

জুনা সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ, গুজরাট

অহল্যাবাই হোলকারের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রধান তীর্থস্থানগুলির সংস্কারের মাধ্যমে, যার মধ্যে সোমনাথ মন্দিরের চারপাশের এলাকার উন্নয়ন এবং পার্বতী মন্দির নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত।

- আরব সাগরের পটভূমিতে সোমনাথ মন্দিরের এক মনোরম দৃশ্য উপভোগের জন্য তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে একটি পথ তৈরি করা হয়েছে।

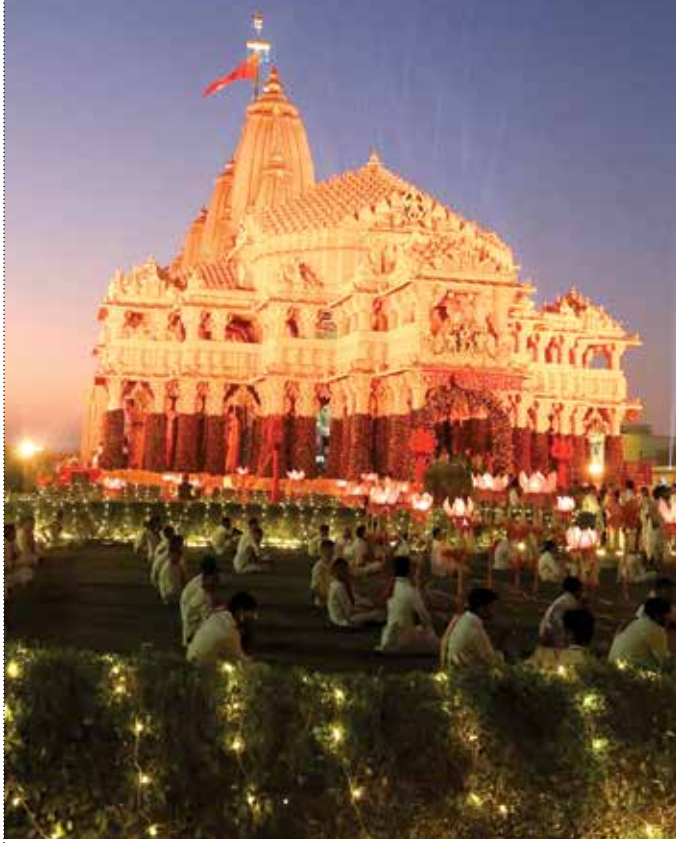

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, সরকার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার, সংস্কার এবং সংরক্ষণের জন্য বিশেষভাবে একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে।

পরিবেশগত দায়বদ্ধতায় নেতৃত্বের এক যুগ

‘এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ’ - এই মূলমন্ত্র বসুধৈব কুটুম্বকম অর্থাৎ “সারা বিশ্ব এক পরিবার” –কে ধারণ করে ভারত পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক বিশ্বব্যাপী পথপ্রদর্শক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বহু বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানের সোচ্চার সমর্থক হিসেবে ভারত বিশ্বের জন্য এক নতুন পথ তৈরি করেছে – যা ‘মিশন লাইফ’ এবং প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত। গত ১২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যের এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে

- ভারত UNFCCC এবং প্যারিস চুক্তির অধীনে তার জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ২০১৫ সালে নির্ধারিত প্রাথমিক NDC লক্ষ্যমাত্রা থেকে শুরু করে এখন ২০৩১-২০৩৫ সময়কালের জন্য প্রতিষ্ঠিত নতুন লক্ষ্যমাত্রা পর্যন্ত, ভারত তার প্রতিশ্রুতি পূরণে অবিচল রয়েছে। ভারত এখন বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনায় একটি শক্তিশালী এবং বিশিষ্ট কণ্ঠস্বর হিসেবে উঠে এসেছে।
- ২০১৫সালে, ভারত UNFCCC-এর অধীনে তার প্রথম জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC) জমা দেয়, যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রাগুলির রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল।
- COP21-এর পর থেকে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর “জলবায়ু ন্যায়বিচার” নীতি নিশ্চিত করেছে যে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়ে সমতা এবং ন্যায়বিচারের উদ্বেগগুলি যেন উপেক্ষা করা না হয়।
- গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত COP26 শীর্ষ সম্মেলনে (২০২১), প্রধানমন্ত্রী মোদী “পরিবেশের জন্য জীবনধারা” – বা LiFE ধারণাটি প্রবর্তন করেন। এই উদ্যোগটির লক্ষ্য হল জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার উপায় হিসেবে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা।

- প্রধানমন্ত্রী মোদীর “পঞ্চামৃত” উদ্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে একটি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
- ব্রিকস ২০২৬: ভারত সদস্য দেশগুলির সঙ্গে সুস্থায়ী জীবনধারার প্রচার, বনসৃজন, দাবানল ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ সহনশীলতা, চক্রাকার অর্থনীতি এবং জলবায়ু অভিযোজনের মতো মূল বিষয়গুলিতে আলোচনা শুরু করেছে।
- UNEA-7 – এ দাবানল সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ ডিসেম্বর ২০২৫ –এ কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ পরিষদের (UNEA-7) সপ্তম অধিবেশনে, ভারতের উত্থাপিত “দাবানল ব্যবস্থাপনার বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষমতা প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

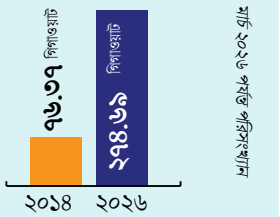

নবায়নযোগ্য শক্তিতে ভারত শীর্ষে

- নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে স্থাপিত ক্ষমতার নিরিখে ভারত বিশ্বব্যাপী তৃতীয় স্থানে রয়েছে।
- বায়ু শক্তি উৎপাদনে স্থাপিত ক্ষমতার নিরিখে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ।
- সৌর শক্তি উৎপাদনে স্থাপিত ক্ষমতার নিরিখে ভারত তৃতীয় স্থানে রয়েছে।
- ভারত ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে জীবাশ্ম-বহির্ভূত জ্বালানি থেকে ২৮৩.৪৭ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করেছে। এটা মোট ৫৩২.৭৪ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫৩.২১%।

নির্ধারিত সময়ের আগেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

- ভারত তার GDP'র নির্গমন তীব্রতা কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের ১১ বছর আগেই অর্জন করেছে – বিশেষত, ২০১৯ সালের মধ্যেই।
- ভারত তার ২০১৫ সালের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC) লক্ষ্যমাত্রা – যা জীবাশ্ম বহির্ভূত জ্বালানি উৎসের অংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত – নির্ধারিত সময়সীমার নয় বছর আগেই পূরণ করেছে।
- জাতীয় জৈবজ্বালানি নীতির অধীনে, ইথানল-মিশ্রিত পেট্রোলের লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারিত সময়সীমার পাঁচ মাস আগেই অর্জন করা হয়েছে।
- প্যারিস চুক্তির অধীনে ২০৩০ সালের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা – যা ছিল জীবাশ্ম-বহির্ভূত জ্বালানি উৎস থেকে তৈরি বিদ্যুৎ ক্ষমতার ৫০% অর্জন করা – তা নির্ধারিত সময়ের পাঁচ বছর আগেই, অর্থাৎ জুন ২০২৫-এর মধ্যেই অর্জন করা হয়েছে।
- ২০০৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে, ভারত তার নির্গমন তীব্রতা ৩৬% কমিয়েছে।
- ২০২১ সাল নাগাদ ভারত ২.২৯ বিলিয়ন টন CO_2-এর সমতুল্য একটি অতিরিক্ত কার্বন সিঙ্ক তৈরি করেছে, যা ২০৩০ সালের ২.৫ বিলিয়ন টনের লক্ষ্যমাত্রার খুব কাছাকাছি।
- ২০২৬ সালের মার্চ মাসে, প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ২০৩১-২০৩৫ সময়কালের জন্য ভারতের পরবর্তী জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC) অনুমোদন করেছে।
- ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম-বহির্ভূত জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ গিগাওয়াট অর্জন করতে চলেছে।

পরিচ্ছন্নতার জন্য আচরণগত পরিবর্তন

- স্যানিটেশন থেকে শুরু করে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন পর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রী মোদী পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে মানুষকে ধারাবাহিকভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন।
- গোবর্ধন প্রকল্প হল একটা "বর্জ্য থেকে সম্পদ" উদ্যোগ যা সার্কুলার ইকোনমি এবং Mission LiFE-এর নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা ৩০ এপ্রিল, ২০১৮-তে চালু করা হয়েছিল। ২০২৬ সালের জানুয়ারির মধ্যে ১৮৯টি সঙ্কুচিত বায়োগ্যাস প্রকল্প চালু করা হয়।

স্বচ্ছ ভারত

১২০ মিলিয়ন শৌচাগার নির্মিত হয়েছে

২৬২ কোটি চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে 'এক পেড় মা কে নাম' উদ্যোগের আওতায়

'নমামি গঙ্গে'-র মতো প্রচারণাকে গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করে মানুষের অভ্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন নিশ্চিত করা হয়েছিল।

"

আমাদের এই মূলমন্ত্রটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে —প্রকৃতি রক্ষতি রক্ষিতা—যার অর্থ হল, যারা প্রকৃতিকে রক্ষা করে, প্রকৃতিও তাদের রক্ষা করে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের 'Mission LiFE' (পরিবেশবান্ধব জীবনধারা) মেনে চলার মাধ্যমে আমরা একটা উন্নততর বিশ্ব গড়তে পারবো।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার দেখিয়েছে যে উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ একসঙ্গে চলতে পারে। পরিবেশ আইনে সংস্কারের ফলে একদিকে যেমন বিধি-বিধান প্রতিপালন উন্নত হয়েছে, তেমনি ব্যবসা করাও সহজতর হয়েছে।

রেললাইন বিদ্যুতায়ন...

বার্ষিক ১৭৮ কোটি লিটার ডিজেল সাশ্রয়

২০১৪ সাল থেকে রেলের যাত্রীবাহী কোচে ৩.৬১ লক্ষ বায়ো-টয়লেট বসানো হয়েছে, যেখানে ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে মাত্র ৯,৫৮৭টি বসানো হয়েছিল।

সৌরশক্তিতে আলোকিত বাড়িঘর

২০২৬-এর ৩০ এপ্রিল, পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার অধীনে ৩৬.৮৮ লক্ষ পরিবারে সৌর ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে স্থাপিত ক্ষমতা ১০.৭৭ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে। ১৯,৪৮০ কোটি টাকার ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে।

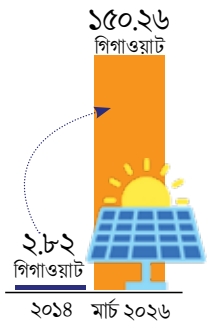

স্থাপিত সৌরশক্তি ক্ষমতা ৫৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

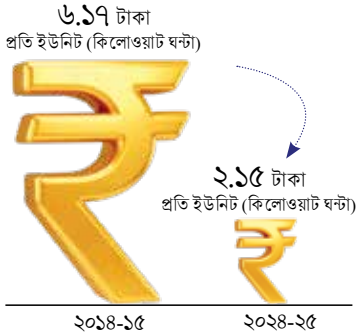

সৌরশক্তির ট্যারিফে ৬৫% হ্রাস

কঠোরতর বিধিবিধানের সঙ্গে সক্ষমতা বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় সরকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (SWM) বিধিমালা, ২০২৬ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, যা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬কে প্রতিস্থাপন করবে। এই বিধিমালা ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়েছে। এই বিধিমালায় 'দূষণকারী অর্থ প্রদান করবে' নীতির ভিত্তিতে পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৬-এর অধীনে বর্জ্যকে ভেজা বর্জ্য, শুকনো বর্জ্য, স্যানিটারি বর্জ্য এবং স্পেশাল কেয়ার বর্জ্যে পৃথকীকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

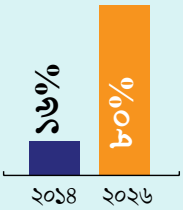

জ্বালানি সাশ্রয়

ফাস্ট্যাগ টোল প্লাজায় অপেক্ষার সময় ১২ মিনিট থেকে কমিয়ে ৪৭ সেকেন্ডেরও কম করেছে; এই আধুনিক ব্যবস্থার ফলে জ্বালানি সাশ্রয়ের মাধ্যমে বছরে প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে।

ইথানল মিশ্রন ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

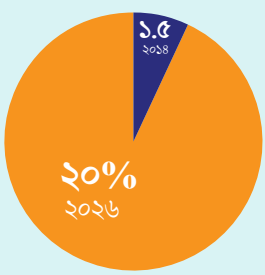

ভারতের ১৩টি সমুদ্র সৈকত 'ব্লু ফ্ল্যাগ' স্বীকৃতি পেয়েছে – যা পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, নিরাপত্তা এবং উন্নত পর্যটন সুবিধার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রদত্ত একটি সম্মাননা।

বন্যপ্রাণীর কল্যাণ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ

দেশের বনভূমি উল্লেখ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের এলাকাও ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। শুধু যে রামসার প্রকল্পগুলি দেশের জীববৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করছে এবং 'প্রজেক্ট টাইগার' দেশের বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে তাই নয়, ভারতে আফ্রিকান চিতা আবার ফিরিয়ে আনার আন্তঃমহাদেশীয় উদ্যোগও দেশের জীববৈচিত্র্যকে উল্লেখ্য গতি দিয়েছে। শুধু যে চিতার সংখ্যাই বাড়ছে তা নয়ঃ নতুন সংরক্ষণ উদ্যোগের আওতায় গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ডের ছানারাও ফিরে আসছে – যা সব জীবের কল্যাণের জন্য আমাদের গভীর আকাঙ্ক্ষার এক প্রমাণ, এমন এক অনুভূতি যা আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ভারতঃ রামসার সাইট থেকে বাঘ ও ডলফিন সংরক্ষণ

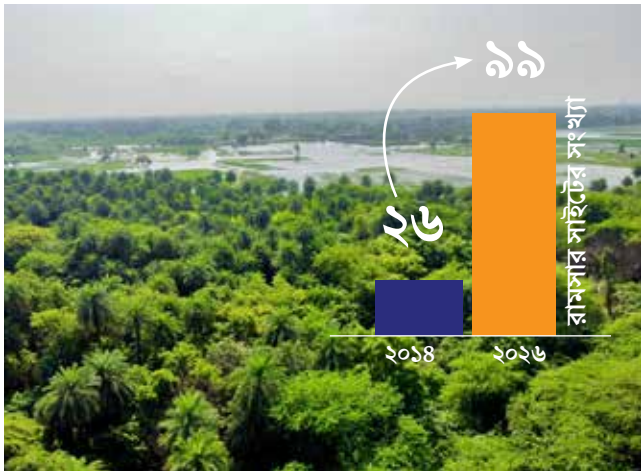

বিগত ১২ বছরে, ভারত ৭৩টি নতুন রামসার সাইট যুক্ত করে এক্ষেত্রে তার প্রতিশ্রুতিকে উল্লেখ্যভাবে শক্তিশালী করেছে।

- গত এক দশকে ভারতে বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুসারে, বাঘের সংখ্যা রেকর্ড সর্বোচ্চ ৩,৬৮২ তে পৌঁছেছে।
- এখন বিশ্বের প্রায় ৭০% বাঘ ভারতে পাওয়া যায়। এছাড়াও 'প্রজেক্ট টাইগার' –এর আওতাধীন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের এলাকা প্রায় ৮৫,০০০ বর্গ কিলোমিটারে প্রসারিত হয়েছে।
- 'প্রজেক্ট চিতা' হল বিশ্বের প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় স্থানান্তর প্রকল্প, যেখানে একটি প্রধান বন্য মাংসাশী প্রজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি দেশের বন্যপ্রাণীর বৈচিত্র্যকে উল্লেখ্যভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

- ২০২৩ সালে, ৭০ বছর ব্যবধানের পর ভারতে চিতার শাবকের জন্ম হয়, যা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কারণ এর আগে এই প্রজাতিটি দেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আজ পর্যন্ত ভারতে জন্ম নেওয়া এই ধরণের শাবকের মোট সংখ্যা ৩৭-এ পৌঁছেছে।

'ভারতে চিতার অবস্থা ২০২২' প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতে চিতার সংখ্যা **১৩,৮৭৪**

প্রায় এক দশক পর গুজরাটের কচ্ছে 'গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড' (GIB)-এর একটা ছানা হয়েছে। এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে 'জাম্পস্টার্ট অ্যাপ্রোচ' নামে পরিচিত একটা উদ্ভাবনী সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে, যা একবছর আগে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। গুজরাটসহ গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ডের প্রাকৃতিক আবাসস্থলে তাদের সংরক্ষণের জন্য ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রজেক্ট GIB-র ধারণা তৈরি করেন।

দেশে প্রজেক্ট টাইগার, প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট, প্রজেক্ট লায়ন, প্রজেক্ট স্নো লেপার্ড এবং প্রজেক্ট ডলফিনের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিগুলির সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সামুদ্রিক কচ্ছপসহ ২৪টি বিপন্ন প্রজাতিকে কেন্দ্র করে সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বন্যপ্রাণীর জন্য উদ্যোগ

২০২০ সালে দেশে বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য নিবেদিত সংরক্ষিত এলাকার সংখ্যা ছিল ৯২১, যা ২০২৫ সালে বেড়ে হয়েছে **1,134**

২০১৪ সালে দেশে টাইগার রিজার্ভের সংখ্যা ছিল ৪৮, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ৫৮-তে পৌঁছেছে। ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এলিফ্যান্ট রিজার্ভের সংখ্যা ৩১ থেকে বেড়ে ৩৩ হয়েছে।

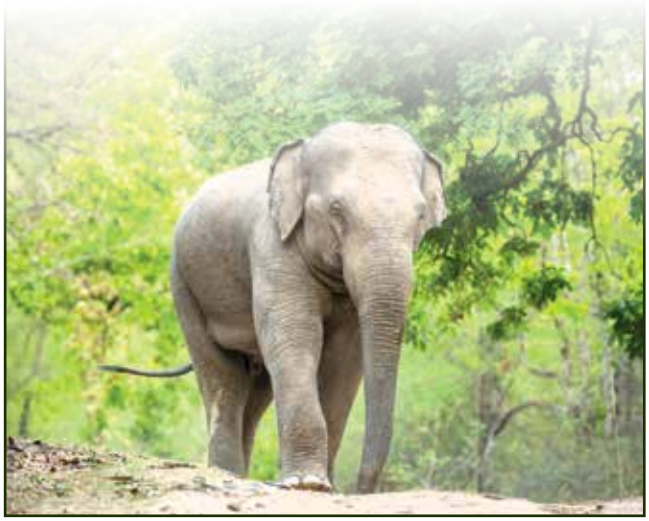

- জাতীয় বন্যপ্রাণী বোর্ডের সপ্তম বৈঠকে ঘড়িয়াল সংরক্ষণ এবং তাদের অস্তিত্বের আশঙ্কা মোকাবিলার জন্য একটি নতুন উদ্যোগ অনুমোদন করা হয়েছে। ঘড়িয়ালকে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের 'বন্যপ্রাণী আবাসস্থলের সমন্বিত উন্নয়ন' প্রকল্পের অধীনে 'প্রজাতি পুনরুদ্ধার কর্মসূচি'-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- মানস-পবিতরা-নামেরি-কাজিরাঙ্গা-ডিব্রু সাইখোয়া বন্যপ্রাণী সার্কিট উন্নত করা হয়েছে।
- পান্না-মুকুন্দপুর-সঞ্জয় দুবরি-বান্ধবগড়-কানহা-মুক্কি-পেঞ্চ ল্যান্ডস্কেপ জুড়ে একটি বন্যপ্রাণী সার্কিট তৈরি করা হয়েছে।

"আমরা এই বিষয়টিতে গর্ববোধ করি যে, ভারত বিশ্বের কয়েকটি সবচেয়ে চমৎকার বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। বিশ্বের মোট বাঘের ৭০% -এরও বেশি আমাদের দেশে রয়েছে। এছাড়াও আমাদের দেশে রয়েছে একশৃঙ্গ গণ্ডারের বৃহত্তম সংখ্যা এবং এশীয় হাতির সর্বোচ্চ সংখ্যা। ভারতই বিশ্বের একমাত্র স্থান যেখানে 'জঙ্গলের রাজা' – এশীয় সিংহ – বংশবৃদ্ধি করছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

দ্য আর্ট অফ লিভিং-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

বেঙ্গালুরু আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে নতুন এক উচ্চতায় উন্নীত করেছে

বেঙ্গালুরু-এই শহর তার সফটওয়্যার এবং পরিষেবা প্রদান শিল্পের জন্য সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত। আর এখন এই শহর ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচিতি, আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনাকে নতুন এক উচ্চতায় উন্নীত করেছে। কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে ১০ মে দ্য আর্ট অফ লিভিং-এর ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, সংকল্প যখন স্থির থাকে, এবং সেবামূলক মানসিকতায় যখন কোনো কাজ করা হয়, তখন প্রতিটি উদ্যোগের ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়।

শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর ৪৫ বছর আগে দ্য আর্ট অফ লিভিং-এর যে বীজ বপন করেছিলেন, আজ তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। দ্য আর্ট অফ লিভিং-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আজ এই প্রতিষ্ঠান আমাদের সামনে বট বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে, যার হাজার হাজার শাখা বিশ্বের অগণিত মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছে।" ভারতে ভাষা, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং উপাসনা করার ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র আমরা দেখতে পাই। এই সুন্দর বৈচিত্রগুলিকে কিভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে? এর উত্তর একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, যোগ, ধ্যান এবং প্রাণায়ামের রীতির মধ্যে এটি আবদ্ধ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, সারা বিশ্বের মানুষ বর্তমানে ভারতের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। দেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে এখনও এই প্রাচীন মূল্যবোধগুলি সক্রিয় রয়েছে। পুরাণে প্রাচীন যুগের যে শিক্ষাগুলি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, সেগুলির মধ্যে রয়েছে অন্যকে সেবা করার মত পূণ্যের একটি কাজ, অন্যদিকে কাউকে কষ্ট দেওয়া অপরাধের সামিল। ভারতীয় সমাজে সেবা করার মানসিকতা এক অনন্য অঙ্গ। এদেশে বহু আধ্যাত্মিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে মানবজাতিকে সেবা করার বার্তা প্রচারিত হয়েছে। দ্য আর্ট অফ লিভিং এই মানসিকতাকেই পাথেয় করে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, আর্ট অফ লিভিং-এর মতো সংগঠনগুলি ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আধ্যাত্মিক ক্রীয়াকলাপ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বসুন্ধরা মাতাকে রক্ষা করতে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজের মাধ্যমে বসুন্ধরা মাতাকে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থেকে রক্ষা করার উদ্যোগেও দ্য আর্ট অফ লিভিং-এর ভূমিকা রয়েছে।

> **বেঙ্গালুরুর পরিবেশ... প্রকৃত অর্থেই অনন্য। বেঙ্গালুরু-এই শহর তার সফটওয়্যার এবং পরিষেবা প্রদান শিল্পের জন্য সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত। আর এখন এই শহর ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচিতি, আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনাকে নতুন এক উচ্চতায় উন্নীত করেছে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের জল ব্যবস্থাপণার ক্ষেত্রে উন্নত পন্থা-পদ্ধতি কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি "প্রতি ফোঁটায় অধিক ফলন"-এর বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সমাজের সহায়তায় এই লক্ষ্যে অবিচল থাকলে আমরা ভালো ফল পাবো। আসন্ন বর্ষাকালের কথা বিবেচনা করে তিনি এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জল সংরক্ষণের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলকে সচেতন হতে হবে। জলের প্রতিটি ফোঁটাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে দ্য আর্ট অফ লিভিং-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এই কিউ আর কোডটি স্ক্যান করুন

ভারত রিফর্ম এক্সপ্রেসের যাত্রী

'রিফর্ম এক্সপ্রেস'-এর গতি বাড়িয়ে ভারত আন্তর্জাতিকমানের সড়ক, রেল, বিমান, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জ্বালানী ক্ষেত্রে পরিকাঠামোকে প্রসারিত করছে। 'পিএম মিত্র পার্ক'-এর সহায়তায় ভারতের সমৃদ্ধশালী বস্ত্র শিল্পের ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ হয়েছে এবং এটি শক্তিশালী হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১০ মে তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদে প্রায় ৯,৪০০ কোটি টাকা মূল্যের একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন...

অতীতে ভারত যখন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল, সেই সময় আমাদের বস্ত্রশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।ওয়ারেঙ্গেলে পিএম মিত্র পার্ক দেশে বস্ত্রশিল্পের বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

তেলেঙ্গানার জনগণের জীবনযাত্রা আরও সহজ করে তুলতে এবং যুব সম্প্রদায়ের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১০ মে রাজ্যে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এই প্রকল্পগুলি শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার আনবে। এরমধ্যে রয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পরবর্তী প্রজন্মের গাড়ি নির্মাণ শিল্প এবং বিভিন্ন যন্ত্রশিল্প। এই প্রকল্পগুলির সুফল শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তেলেঙ্গানার কৃষক এবং শ্রমিকরাও এর ফলে উপকৃত হবেন।

তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ শহরের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে সাইবারাবাদ বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে, তাই এখান থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। ভারত আজ 'রিফর্ম এক্সপ্রেস'-এর যাত্রী। বর্তমানে আধুনিক ভারত অত্যাধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ করে চলেছে। এই লক্ষ্য অর্জনে জাহিরাবাদ শিল্পাঞ্চলের উন্নয়ন করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প করিডর গড়ে তোলার অঙ্গ হিসেবে এই শিল্পাঞ্চল গঠন করা হয়েছে। এখানে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। শিল্পের জন্য যা যা দরকার তার সবকিছুই এখানে পাওয়া যাবে। এরফলে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিনিয়োগকারীরা আসবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ওয়ারাঙ্গেলে 'পি এন মিত্র পার্ক' গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে দেশে বস্ত্র শিল্পের বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা হবে। এখানে যে কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হবে, সেগুলি উৎপাদন ভিত্তিক উৎসাহ প্রকল্পের মতো বিভিন্ন সরকারি সুযোগ পাবে। সুবিধা প্রাপকরা ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। এই বস্ত্র পার্কটি বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে। মহিলারা বিশেষ করে উপকৃত হবেন। নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, গত ১২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য অভুতপূর্ব বিনিয়োগ করেছে। সড়ক, রেলপথ এবং বিমানবন্দরে বিনিয়োগ করা হয়েছে। জাতীয় সড়কগুলির উন্নয়নের জন্য প্রায় ১,৭৫ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত ১২ বছরে এই রাজ্যে জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হয়েছে। অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য ২০১৪ সালের আগে রেলের বাজেট ছিল ১ হাজার কোটি টাকার কম। আর বর্তমানে তেলেঙ্গানায় রেলের বার্ষিক বাজেট ৫,৫০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এই মুহূর্তে রেলের প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলছে। এছাড়াও, ৫টি বন্দে ভারত এবং ৬টি অমৃত ভারত ট্রেনের যাত্রার সূচনা হয়েছে।

পিএম মিত্র পার্কের উদ্বোধন

১,৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওয়ারাঙ্গলে পিএম মিত্র পার্কের উদ্বোধন করা হয়েছে। কাকাতিয়া মেগা টেক্সটাইল পার্ক নামেও পরিচিত এই কেন্দ্রটি ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ ভাবে শুরু হওয়া পিএম মিত্র পার্ক। পার্কটি প্রস্তাবিত নাগপুর-বিজয়ওয়াড়া গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে (জাতীয় মহাসড়ক-১৬৩জি) এবং জাতীয় মহাসড়ক-১৬৩-এর কাছাকাছি। প্রধান প্রধান রেল নেটওয়ার্ক এবং বন্দরগুলির সঙ্গে বহুপাক্ষিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এই পার্কের সঙ্গে।

ক্যান্সার রোগীদের জন্য সুবিধা

হায়দ্রাবাদ-ভিত্তিক সিন্ধু হাসপাতাল জাতির সেবায় নিয়োজিত। অত্যাধুনিক, মাল্টি-সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালটি ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য পরিচিত। ১৮ তলার এই হাসপাতালে রয়েছে ১,৫০০ শয্যা, ১৫০ জনেরও বেশি চিকিৎসকের রোগী দেখার ঘর এবং ২৯টি উন্নত অপারেশন থিয়েটার। কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন থেরাপি, ক্যান্সার সার্জারি, অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন, উন্নত নিবিড় পরিচর্যাসহ ৩৩ রকমের বেশি চিকিৎসা এখান থেকে পাওয়া যায়।

প্রকল্পগুলি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে...

হায়দ্রাবাদ-পানাজি অর্থনৈতিক করিডোরের গুডেবেল্লুর থেকে মাহবুবনগর পর্যন্ত ৪-লেনের এনএইচ-১৬৭-এর শিলান্যাস করা হয়েছে, প্রকল্পটি নির্মাণে ব্যয় হবে... **৩,১৭৫** কোটি টাকা

এর ফলে যাতায়াতের সময় প্রায় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট কমে যাবে।

- রাঙ্গা রেড্ডি জেলায় হায়দ্রাবাদ-নাগপুর শিল্প করিডোর (এইচএনআইসি)-এ জহিরাবাদ শিল্পাঞ্চলের শিলান্যাস করা হয়েছে। ৩,২৪৫ একর জুড়ে বিস্তৃত এই এলাকাটি গড়ে তুলতে ২,৩৫০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ব্যয় করা হবে।
- জহিরাবাদ শিল্পাঞ্চলে প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রায় ১,৫৩৫ কোটি টাকার রেলের পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়।

এর মধ্যে ১১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ কাজিপেট-বিজয়ওয়াড়া মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পর বিভিন্ন অংশ অন্তর্ভুক্ত আছে।

- হায়দ্রাবাদে ইন্ডিয়ান অয়েলের ৬০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থে নির্মিত মালকাপুর টার্মিনাল প্রকল্পটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই টার্মিনালটির মোট ধারণক্ষমতা ১,৬৫,০০০ কিলোলিটার।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ের জন্য এবং বিশ্ব জুড়ে সংঘাতের ফলে উদ্ভূত সংকটের প্রতিকূল প্রভাব প্রশমিত করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই জ্বালানী ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত।

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য QR কোডটি স্ক্যান করুন

একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জ্বালানী সুরক্ষা অপরিহার্য। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই প্রসঙ্গে বলেন, জ্বালানী সরবরাহে যেকোনো বিঘ্ন সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ স্থবির করে দিতে পারে। ঠিক এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার দেশের জ্বালানী সুরক্ষা শক্তিশালী করতে অভূতপূর্ব বিনিয়োগ করছে। মালকাপুরে নতুন ইন্ডিয়ান অয়েল টার্মিনালের উদ্বোধনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই টার্মিনাল তেলেঙ্গানার ক্রমবর্ধমান জ্বালানীর চাহিদা মেটাবে এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করবে। ●

সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের ৭৫ বছর

সোমনাথ অমৃত মহোৎসব

ভারতের অদম্য মানসিকতার উদযাপন

সোমনাথ শুধু একটি মন্দির নয়; এটি সনাতন ধর্মের শাশ্বত ভাবনার প্রতীক। ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনর্নির্মাণ পর্যন্ত এর যাত্রা ভারতের অপরাজেয় ঐতিহ্য এবং অদম্য সংকল্পকে প্রতিফলিত করে। গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সোমনাথ অমৃত মহোৎসবে অংশ নেওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। এই সম্পাদকীয়তে তিনি সোমনাথের প্রেক্ষাপটে ১১ই মে-র চিরস্থায়ী তাৎপর্য এবং ভারতীয় সভ্যতার মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও, গুজরাট সফরকালে তিনি ভাদোদরায় সর্দারধাম হোস্টেলেরও উদ্বোধন করেন...

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে বলা হয়েছে: **প্রভাসং চ পরিক্রম্য পৃথিবীক্রমসংভবম্**। এর অর্থ , পবিত্র প্রভাসের (সোমনাথ) পরিক্রমা করা সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা করার সমতুল! ভক্তরা যখন এখানে দর্শনে আসেন, তখন তাঁরা সভ্যতার বিস্ময়কর ধারাবাহিকতাও উপলব্ধি করেন, যার প্রভাব সর্বদা অনুভূত হয়। বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে, সময় বদলেছে, এবং ইতিহাস অগণিত উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়েছে; তবুও, সোমনাথ সবসময়ই দেশের মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে।

সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে মন্দির চত্বরে আয়োজিত এক বিশাল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন: "দাদা সোমনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে আমি অগণিতবার তাঁকে প্রণাম করি, কিন্তু আজ, এখানে আসার সময়ও আনন্দদায়ক এক অভিজ্ঞতা আমার হচ্ছিল। মাত্র কয়েক মাস আগেই আমি এখানে এসেছিলাম; তখন আমরা সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব উদযাপন করেছি। প্রথম হামলার হাজার বছর পরেও সোমনাথের অটুট থাকার গৌরব, আর আজ, এই আধুনিক রূপের প্রাণপ্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পর, আমরা সহস্র বছরের অমর যাত্রা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি"।

পঁচাত্তর বছর আগে, ১১ই মে, সোমনাথ মন্দিরকে দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করা কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। ভারত যদি ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হয়ে থাকে, তবে ১৯৫১ সালে সোমনাথকে দেব সেবায় নিবেদন করা ভারতের স্বাধীন চেতনার ঘোষণা করে। স্বাধীনতার সময়, সর্দার সাহেব ৫০০-রও বেশি দেশীয় রাজ্যর ভারতভুক্তির ঘটনা অখণ্ড এক ভারতের আধুনিক রূপরেখা তৈরি করে। দেশ যখন বিদেশী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হলো, সোমনাথের পুনর্নির্মাণ সমগ্র বিশ্বর

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য QR কোডটি স্ক্যান করুন

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য QR কোডটি স্ক্যান করুন

ভাদোদরায় সর্দারধাম হোস্টেলের উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভাদোদরায় সর্দারধাম হোস্টেলের উদ্বোধন করেছেন। এই প্রকল্পে ১,০০০ জন ছেলে ও ১,০০০ জন মেয়ের জন্য হোস্টেল সুবিধার পাশাপাশি একটি কেন্দ্রীয় ডাইনিং হল, গ্রন্থাগার এবং একটি অডিটোরিয়ামের মতো সুযোগ-সুবিধাও থাকছে। প্রধানমন্ত্রী সর্দারধাম কমপ্লেক্সের অভ্যর্থনা কক্ষ, নাগরিক সুবিধা, খাবার জায়গা এবং বৈদ্যুতিন গ্রন্থাগার সহ বিভিন্ন সুবিধা পরিদর্শন করেন।

বর্তমান সময়ের দাবি হলো 'ভোকাল ফর লোকাল' কে একটি গণ-আন্দোলনে পরিণত করা। বিদেশি পণ্যের পরিবর্তে... আসুন আমরা স্থানীয় পণ্য ব্যবহার করি। আসুন আমরা আমাদের গ্রাম, শহর এবং দেশের শিল্পোদ্যোগীদের ক্ষমতায়ন করি।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

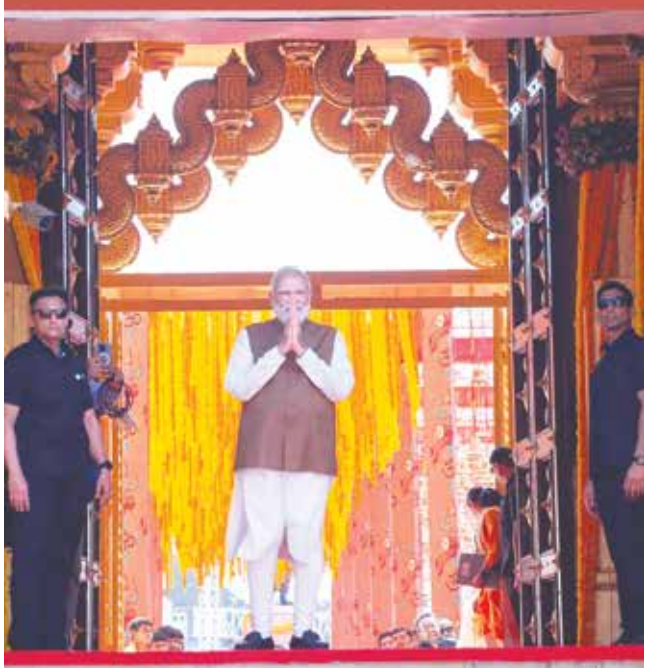

সোমনাথ মন্দির সম্পর্কিত কিছু আকর্ষণীয় তথ্য

- প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ভক্ত সোমনাথ দর্শন করতে আসেন। ২০২৫ সালের মহাশিবরাত্রির শুভ উপলক্ষে, একদিনেই ৩ লক্ষ ৫৬ হাজারেরও বেশি ভক্ত ভগবান শিবের দর্শন ও আরাধনা করেন।
- প্রতি বছর সোমনাথ ট্রাস্ট বহু মহিলাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে।
- সোমনাথ মন্দির চত্বরে পবিত্র বেলগাছের বনে প্রায় ১,৭০০টি গাছ রয়েছে। এই বন রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের কাজ করেন একদল মহিলা।
- সোমনাথের মিয়াওয়াকি বন প্রতি বছর প্রায় ৯৩,০০০ কিলোগ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে।
- প্রতি মাসে সোমনাথে প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে প্রায় ৪,৭০০টি টাইলস তৈরি করা হয়। এই টাইলসগুলি মন্দির চত্বরের ভেতরের হাঁটার রাস্তা নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

কাছে বার্তা পাঠিয়েছিল, ভারত শুধু স্বাধীনই হয় নি; সে তার প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধার করছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি শুধু ৭৫ বছরের স্মৃতিচারণই প্রত্যক্ষ করছেন না। "আমি এখানে ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির সংকল্প দেখতে পাচ্ছি, যা সোমনাথ পূর্ণ করেছে।" তিনি এই পবিত্র প্রাঙ্গণে মিথ্যার ওপর সত্যের শাশ্বত জয়ের উপলব্ধির কথা তুলে ধরেন। তিনি হাজার বছরের আধ্যাত্মিক চেতনার সাক্ষী থাকার কথা বলেন, যা বিশ্বের কল্যাণের শিক্ষা দিয়েছে। তিনি সোমনাথের দৃঢ়তার মধ্যে মূর্ত ভারতের অবিনশ্বর সত্ত্বার সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে করেন। "আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ভারতের সেই অবিনশ্বর রূপকে, যুগ

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের সোমনাথে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন যে, সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণে সর্দার প্যাটেলের দূরদর্শিতা এবং অটল সংকল্প একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। সোমনাথকে তার পূর্ণ গৌরবে পুনরুদ্ধার করাই ছিল সর্দার প্যাটেলের স্বপ্ন, যা ভারতীয় সভ্যতার গর্ব এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। সর্দার প্যাটেলের এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দেশ সর্বদাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অসাধারণ এক বিমান মহড়া প্রত্যক্ষ করা

সোমনাথ অমৃত মহোৎসবের শুভ উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় বিমান বাহিনীর 'সূর্যকিরণ' অ্যারোব্যাটিক দলের একটি মনোমুগ্ধকর বিমান মহড়া প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন, সোমনাথ মন্দিরের উপর আকাশে গৌরব ও বীরত্বের এই মহিমান্বিত মিলন গেরুয়া ও ত্রিবর্ণের এক উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। ভক্তি ও শক্তির এই দৃশ্য দেখে সকলের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং প্রত্যেক ভারতীয় গর্ববোধ করেন।

যুগ ধরে অসৎ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও মুছে ফেলতে পারেনি, তাকে পরাজিত করা যাবে না।" প্রধানমন্ত্রী বলেন সোমনাথ অমৃত মহোৎসবকে শুধু একটি স্মৃতিচারণার উৎসব হিসেবে দেখা সঠিক হবে না। "এটি শুধু অতীতকে উদযাপন করা নয়; এটি আগামী এক হাজার বছরের জন্য ভারতের অনুপ্রেরণাও।"

প্রধানমন্ত্রী সোমনাথ অমৃত মহোৎসবে যোগ দিয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এবং জাতির অটল বিশ্বাস ও সভ্যতার ঐতিহ্যের প্রতীক পবিত্র সোমনাথ মন্দিরে আয়োজিত সোমনাথ অমৃত মহোৎসবে যোগ দেন। পুনর্নির্মিত মন্দিরটির উদ্বোধনের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সোমনাথ অমৃত মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।এই উৎসবের অংশ হিসেবে তিনি বেশ কয়েকটি পবিত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং ধ্বজা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সোমনাথের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রাও প্রকাশ করা হয়।

সোমনাথ মন্দিরে মহাপুজা ও কুম্ভাভিষেক

গুজরাট সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমনাথ মন্দিরে মহাপূজা ও কুম্ভাভিষেক অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। তিনি বলেন এমন সৌভাগ্য অর্জন করা তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় এক মুহূর্ত। পুনর্নির্মিত সোমনাথ মন্দিরের ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ভগবান মহাদেবের আরাধনা করে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পরেন। তিনি আরও বলেন যে, দর্শন করে আরাধনার মধ্য দিয়ে অফুরন্ত আধ্যাত্মিক শক্তিতে তিনি বলীয়ান হয়ে ওঠেন।

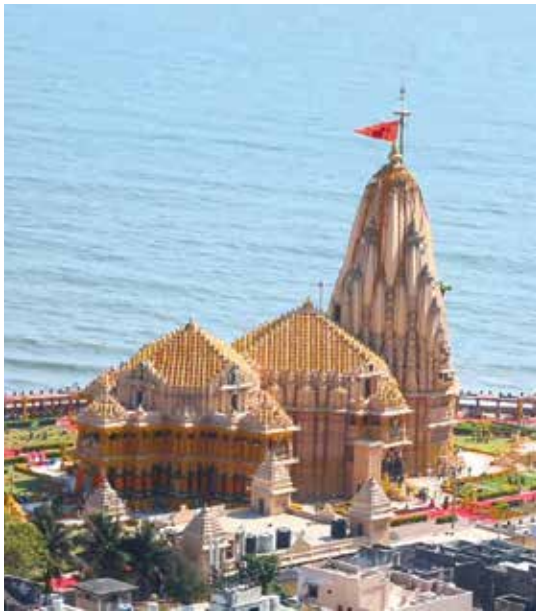

সোমনাথের একটি ছবি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে

সোমনাথ থেকে ভাদোদরা যাওয়ার সময় তোলা সোমনাথ মন্দিরের একটি ছবি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রভাস পাটনের তীরে সোমনাথ মন্দির ভক্তি, ইতিহাস এবং সভ্যতার চেতনার এক উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্বর হামলা ও আগ্রাসন সত্ত্বেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই মন্দির টিকে আছে। এটি শাশ্বত। সোমনাথ প্রত্যেক ভারতীয়কে শক্তি, সাহস এবং আশা জোগায়। ●

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য QR কোডটি স্ক্যান করুন

Narendra Modi
@narendramodi

देशभर के किसान भाई-बहनों के हितों की रक्षा और उनकी आय में वृद्धि के लिए हम निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने वर्ष 2026-27 के मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले से देश के करोड़ों अन्नदाताओं को जहां उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा, वहीं उनके जीवन में और खुशहाली आएगी।

Rajnath Singh
@rajnathsingh

महिलाओं का सम्मान हमारी सभ्यता की आत्मा है और कोई समाज बिना इसके प्रगति नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार नारी सशक्तिकरण के साथ-साथ महिला आरक्षण (33%) के लिए भी प्रतिबद्ध रही है।

यह विधेयक केवल कानून नहीं बल्कि हमारी सामूहिक इच्छा का प्रतीक था, जो भले ही पारित न हो सका, लेकिन महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने का संकल्प और मजबूत हुआ है।

Amit Shah
@AmitShah

मैं अपनी माता के चरण स्पर्श हर दिन किया करता था और उनके न रहने पर भी हर दिन उनकी तस्वीर के सामने दीप जलाता हूँ। हमारे देश में हर दिन माताओं को समर्पित है।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

Tolling reimagined with Multi Lane Free Flow (MLFF)—a barrier-less system enabling seamless, non-stop travel. Powered by FASTag, AI, and number plate recognition, it ensures zero waiting time, faster journeys, and lower costs. Drive through at speeds of up to 80 km/h and experience the future of smart, efficient toll collection on India's highways.

Jyotiraditya M. Sc...
@JM_Scindia

भारत देश में अगर रक्त का संचार कोई हृदय के रूप में करता है तो मेरा @IndiaPostOffice करता है

Hardeep Singh Puri
@HardeepSPuri

देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कमी नहीं...

भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों की LNG और 45 दिनों का एलपीजी भंडार उपलब्ध है।

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अपने दैनिक एलपीजी उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि (35,000 टन से बढ़ाकर 54,000 टन) की है।

No power can make India bow: PM invokes Pokhran in Somnath

India has sufficient stocks of fuel, commodities: govt.

'India-Oman FTA on track for June 1 start even as deal with Chile hit hurdles'

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

Piyush Goyal

India set to achieve record exports of $863 bn: Goyal

India backs two-state solution for Palestine issue, says Jaishankar at BRICS meeting

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Gujarat rail line, Nagpur airport upgrade cleared

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭টি আবেদন

শক্তিশালী ভারত গঠনের আহ্বান

ভারত, সামনে এগোচ্ছে এক 'উন্নত ভারত' হওয়ার লক্ষ্যে, ইতিমধ্যে গড়ে তুলেছে সক্ষমতা, দক্ষতা এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্তম্ভের ওপর ভিত্তি। এর সমগ্র উন্নয়নের যাত্রা জুড়ে, দেশ যুক্ত করেছে প্রত্যেক ভারতীয়কে- এই রূপান্তরের একটি চালিকাশক্তি। জনঅংশীদারিত্ব এই উদ্যোগের একটি ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করছে। শুধুমাত্র এই কারণেই যে, আন্তর্জাতিক সমস্যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৭টি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন রেখেছেন যার লক্ষ্য ভারতকে আরও শক্তিশালী করা- গত দশকগুলিতে যখনই দেশ কোনও যুদ্ধ অথবা বড় সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিক একই রকমভাবে উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং সরকারের আহ্বানের জবাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। যখন ১৪০ কোটি ভারতীয় ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন আনতে এক হন, আত্মবিশ্বাসী এবং সক্ষম ভারত গঠনের পথে কোনও কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না...

১৪০ **কোটি মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসই সবচেয়ে বড় শক্তি। আপনারা ছোটখাটো দায়িত্ব পালন করুন...**

আসুন, আমরা ভারতকে আরও শক্তিশালী করে তুলি

7 Appeals

১ যেখানে সম্ভব বাড়ি থেকে কাজ করাই অগ্রাধিকার দিন।

২ আগামী এক বছর সোনা ক্রয়ের থেকে বিরত থাকুন।

৩ পেট্রল এবং ডিজেল ব্যবহার কমান মেট্রো এবং গণপরিবহণ ব্যবহার করুন।

৪ রান্নার তেল ব্যবহার করুন ভেবেচিন্তে এবং অযথা খরচ কমান।

৫ রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরতা কমান এবং প্রাকৃতিক চাষের প্রসার ঘটান।

৬ বিদেশী ব্র্যান্ডের পণ্য ব্যবহার কমান এবং দেশজ বিকল্পকে আপন করে নিন।

৭ আগামী এক বছরের জন্য বিদেশযাত্রা এড়িয়ে চলুন।

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 JUNE 01-15, 2026
RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: May 19, 2026 Pages: 78)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHER:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003